বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯

১৯৯৫
০.২৯ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতা
পিকেএসএফ-এর
ঋণ বিতরণ
৩০১.৬৫ মিলিয়ন
টাকা

২০০০
২.৩১ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতা
পিকেএসএফ-এর
ঋণ বিতরণ
২৪৮৯.২৫ মিলিয়ন
টাকা

২০০৫
৫.৫২ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতা
পিকেএসএফ-এর
ঋণ বিতরণ
৩৬৬০.০২ মিলিয়ন
টাকা

২০১০
৮.৩৯ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতা
পিকেএসএফ-এর
ঋণ বিতরণ
১৯৪১৬.৯৭ মিলিয়ন
টাকা

২০১৫
৮.৫৫ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতা
পিকেএসএফ-এর
ঋণ বিতরণ
২৮২৩৬.৭৮ মিলিয়ন
টাকা

২০১৯
১০.৭৮ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতা
পিকেএসএফ-এর
ঋণ বিতরণ
৩৬৯৮৬.৭৫ মিলিয়ন
টাকা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য

পিকেএসএফ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

উপদেষ্টা সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক
প্রফেসর শফি আহমেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
সুহাস শংকর চৌধুরী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা
নাজমুস সাকিব আল-আজম

আলোকচিত্র
ফয়জুল তারিক
রাকিব মাহমুদ
পিকেএসএফ সংগ্রহশালা

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

মুদ্রণ: লেজারস্ক্যান লিমিটেড

সূচিপত্র

০৪ চেয়ারম্যান-এর বাণী
০৬ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর মুখবন্ধ
০৮ পরিচালন
১৬ ব্যবস্থাপনা
২১ সম্পাদকের নিবেদন: প্রতিশ্রুতি পালনে পিকেএসএফ-এর ক্লান্তিহীন পথচলা
২২ পিকেএসএফ: বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রপথিক

৩৬ বুনিয়াদ
৩৮ জাগরণ
৪০ অগ্রসর
৪২ সুফলন
৪৪ কৃষি ইউনিট
৪৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট
৪৮ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট
৫০ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

৫৪ সমৃদ্ধি
৫৮ LIFT কর্মসূচি
৬২ কুয়েত গুডউইল ফান্ড
৬৪ আবাসন কর্মসূচি
৬৬ কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল
৬৮ বিশেষ তহবিল
৭০ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
৭২ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি
৭৪ কৈশোর কর্মসূচি
৭৬ গবাদিপশু সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম

৮০ ফুড সিকিউরিটি ২০১২ বাংলাদেশ ইউপিপি-উজ্জীবিত
৮২ স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)
৮৪ প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE) প্রকল্প
৮৬ লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রকল্প
৮৮ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)
৯০ পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP) প্রকল্প
৯৩ মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)

৯৬ প্রশিক্ষণ
৯৮ গবেষণা
১০০ যোগাযোগ ও প্রকাশনা
১০২ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

১০৪ উল্লেখযোগ্য আয়োজন ও অনুষ্ঠানসমূহ
১২৮ নীরিক্ষা প্রতিবেদন
১৪৩ বিভাগভিত্তিক সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা

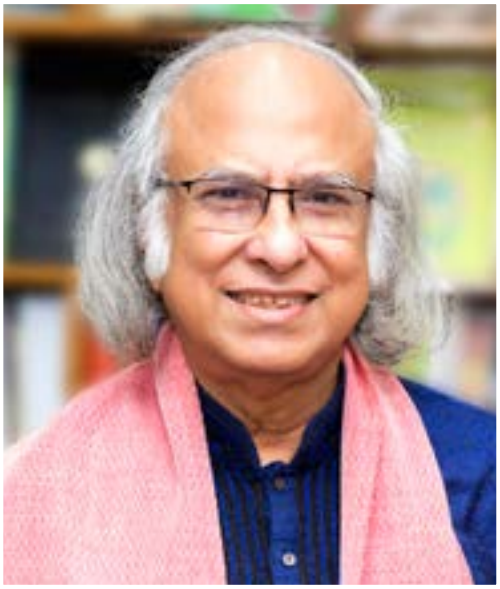

বাণী

চেয়ারম্যান

২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর এক বছরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিস্তৃতি ও সংহতকরণের পথে আরো এগিয়েছে। পিকেএসএফ যেসব বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়, সেগুলি হল: বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানবিক উন্নয়ন এবং মানবমর্যাদা, সব ধরনের কৃষির আধুনিকায়ন; উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, স্থায়িত্বশীলতা এবং গুচ্ছ পদ্ধতির প্রতি গুরুত্বসহ উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ব্যবস্থাপনা।

প্রধানত ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে পিকেএসএফ ১৪ লক্ষ অতিদরিদ্র, দরিদ্র এবং অদরিদ্র মানুষের সঙ্গে কাজ করে। পিকেএসএফ-এর বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থার প্রতিফলন পাওয়া যাবে এই বার্ষিক প্রতিবেদনে। কতিপয় কৌশলগত মাত্রা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই।

পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমের একটি মৌলিক দিক হল– উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, তাদের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ে জানা, কী তাদের প্রত্যাশা, কিসে তাদের আগ্রহ, তা বুঝে তাদের মতামতের ওপর গুরুত্ব দিয়েই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অত্যন্ত সুবিধাবঞ্চিত ১৬টি গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিত ও চাহিদা রয়েছে। একক কোন পন্থা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনার মধ্যে তাদের ভিন্ন অবস্থা ও চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও মৌলিক তথ্য সরাসরি তাদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। পিকেএসএফ ঠিক এই কাজটিই করে থাকে।

আবার **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির ক্ষেত্রে মানব মর্যাদার প্রশ্নটি সবার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এই বিষয়টি সকলের ক্ষেত্রে সমরূপ নয়। তাই এই প্রশ্নে সমস্যা এবং পরিধি উভয়কে বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন প্রকরণের সেবা দানের কথা চিন্তা করতে হয়। ব্যক্তির ভিন্ন রকমের বাস্তবতা গণ্য করতে হয়। উদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা হয়। পিকেএসএফ অতিদরিদ্র খানা নিয়ে কাজ করে, যেগুলি আবার ক্রমান্বয়ে দরিদ্র এবং তারপর অদরিদ্র অবস্থায় উপনীত হয়ে টেকসই উন্নয়নের ধারায় যুক্ত হয়। পিকেএসএফ পিছিয়ে থাকা মানুষদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ওপর জোর দিয়ে থাকে। লক্ষ্য হলো, এই মানুষরা যেন তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কাজ খুঁজে পায় বা সেজন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগ নিতে পারে। সারা দেশেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা, প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিন্তু যেখানে সম্ভব শুধু সেখানেই স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা আছে। **সমৃদ্ধি** ইউনিয়নগুলিতে স্বাস্থ্যসেবার পরিধি যথেষ্ট ব্যাপক।

পিকেএসএফ-এর মানবকেন্দ্রিক কর্মসূচিতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক সেবা প্রদান করা হয়। সব **সমৃদ্ধি** ইউনিয়নের জন্যই এই কথাটি প্রযোজ্য

এবং পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কার্যক্রমেও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা হয়। এমনকি পিকেএসএফ-এর বাইরে যেসব সংস্থা সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ করে তারাও এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে।

সমৃদ্ধি ইউনিয়নগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে সারা দেশ থেকে পিকেএসএফ ২ লাখ ৩০ হাজার তরুণ তরুণীকে সংঘবদ্ধ করেছে। এদের মধ্যে সমসংখ্যক তরুণ তরুণী রয়েছে। এদের অধিকাংশই মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছে, অন্যদের যথাসময়ে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। এরা খুবই উদ্দীপ্ত, এতটাই যে তারা নিজেরাই তাদের এলাকায় ভাল কাজের উদাহরণ সৃষ্টি করছে। যেমন, মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ও অন্যদের বিরত রাখতে প্রণোদিত করা, বাল্যবিবাহ, নারী উত্যক্তকরণ এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধ। এদের একটি অংশ নিজেদের এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিচালনা করে। যারা মূল্যবোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তাদেরকে নিজেদের পছন্দমতো পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যাতে তারা চাকুরি পেতে পারে অথবা ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারে। উদ্যোক্তাদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপযুক্ত অর্থায়ন করা হয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা যেমন, বাজার-তথ্য সরবরাহ, যথাযথ প্রযুক্তি আহরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পিকেএসএফ প্রায় ১১০০ কিশোরী ক্লাব গঠন করেছে। লক্ষ্য হলো: বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কিশোরীরা যেন তাদের সামাজিক পরিবেশের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শক্তি গড়ে তুলতে পারে। তারা যেন মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আগামী দিনের পথে ব্যক্তিক ও পারস্পরিক পর্যায়ে নিজেদের গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে। কৈশোর এক কঠিন ও পরিবর্তমান সময়। এই সময় বিন্দুতে সর্বোত্তম পথ অনুসন্ধানে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। পরিবার এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে তারা সে সাহায্য পেলেও, একটি ক্লাবের গোষ্ঠীবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে তারা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নসমূহ আলোচনার সুযোগ পায়। প্রত্যেকের আত্ম-উন্নয়নের জন্য এই সুযোগ এক প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রত্যেক ক্লাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ভিত্তিতে একজন সহায়ক তাদের নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

প্রবীণদের জন্য পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি এক অনন্য লক্ষ্য পূরণ করছে। গ্রামাঞ্চলসহ দেশের সর্বত্র প্রবীণরা নিঃসঙ্গতার শিকার। দরিদ্র পরিবারগুলিতে তারা যথাযথ খাদ্য ও চিকিৎসা পায় না। পিকেএসএফ-এর প্রবীণ কর্মসূচিতে, বিশেষত সমৃদ্ধি ইউনিয়নসমূহে বয়স্কদের চিকিৎসা চাহিদা বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয় এবং তাদের পরিবারকেও এই বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়। প্রবীণকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে তারা মিলিত হয়ে চমৎকার সময় কাটাতে পারেন। এর মাধ্যমে তাদের কাছে জীবনের শেষ পর্যায়টি অর্থবহ হয়ে উঠে।

আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি, বিশেষত অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের সহায়তা আমাদের কর্মসূচিসমূহকে সফল করে তোলে।

আমি পিকেএসএফ সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে তাদের বিরতিহীন সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পিকেএসএফ কর্মীদল দক্ষতা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে থাকে। উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ আমাদের সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। এদের সবাইকে ধন্যবাদ।

পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পিকেএসএফ বলতে আমি সকল সহযোগী সংস্থাসহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকেই বোঝাতে চাই। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দকে তাদের প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যে কর্মযোগের তারা অংশীদার, তা দায়বদ্ধতার সঙ্গে এগিয়ে নেবার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে চাই। আমরা যেসব লক্ষ্যে কাজ করি, তার অভিযাত্রায় অন্য যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কোন না কোনভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

মুখবন্ধ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে প্রবর্তিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর প্রথম কর্মসূচি **জাগরণ** (যার পূর্বের নাম Rural Microcredit and Urban Microcredit)। আর অক্টোবর ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত হল Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) কর্মসূচির পরীক্ষামূলক পর্যায়ের প্রথম আয়োজন। প্রায় তিন দশকের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পিকেএসএফ নিজেকে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে সারা দেশে ২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ ১৩.৯১ মিলিয়ন ব্যক্তির কাছে বহুমুখী সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। যে কোন বিচারেই এ এক অসামান্য অর্জন।

পিকেএসএফ-এর কাজ-কর্মে যুগপৎ পরিমাণগত এবং গুণগত ঊর্ধ্বমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। পিকেএসএফ-এর প্রবৃদ্ধির অর্থ হল, অধিকতর সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে আসছেন; এর মানে হল নারীরা ক্রমবর্ধমানভাবে ক্ষমতায়িত হচ্ছেন। এটার আরো একটা মানে হল বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সঠিক পথেই আছে। এই বাস্তবতা একথাই নির্দেশ করে যে, দেশের GDP-র প্রবৃদ্ধি মসৃণ ও অবিরত থাকবে এবং জনগণ ২০২০ সালে মুজিব বর্ষ এবং ২০২১ সালে দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনে সঠিক উৎসাহ ও ছন্দ খুঁজে পাবে।

পিকেএসএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-এ বিধৃত হয়েছে বিগত এক বছরে আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাফল্য। অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় এ কথাই প্রমাণ করে যে, যেসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এই সংস্থা কাজ করে, তাদের জীবনে দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন আনার মাধ্যমে পিকেএসএফ উন্নয়ন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দরিদ্র মানুষদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অর্থায়ন অবশ্যই প্রধান উপাদান।

দারিদ্র্যসীমাকে নিম্নমুখী করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উজ্জ্বল এবং দৃষ্টান্তমূলক অর্জন সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। সরকারের রাজনৈতিক

> অর্থায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের নিজস্ব পেশা ও জীবনে নির্বাচনিক স্বাধীনতা অর্জনে উন্নয়নের তাত্ত্বিক বিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রেই রয়েছে পিকেএসএফ-এর আসল শক্তি। তাই, যদিও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে সহায়তায় কৃষি এখনও প্রধান খাত হিসেবে চিহ্নিত, পিকেএসএফ উদ্যোক্তা উন্নয়নে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবং এর যথাযথ সুফলও পাওয়া গেছে।

সদিচ্ছা অত্যন্ত প্রবল এবং সেই সদিচ্ছার সমর্থন ও বাস্তবায়নে যথাযথ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সরকারের

এই অভিযাত্রায় পিকেএসএফ এক বিশিষ্ট সহায়ক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার সবিনয় দাবী করতে পারে। বিগত কয়েক বছরে ক্রমবর্ধমানভাবে অধিক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের অর্থায়নে এবং সেই অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় আমাদের কার্যক্রমের উর্ধ্বমুখী গতি লক্ষণীয়। কিন্তু যারা এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষদর্শী, তাদের কাছে অর্থের অংকের বৃদ্ধির চেয়ে যা আরো বেশি মুগ্ধকর তা হল, অর্থায়নের জন্য অধিকতর বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বাস্তবায়ন। উন্নয়নের এই মানচিত্রে এটাও পরিলক্ষিত হবে যে, উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ যেসব মানুষকে 'সুবিধাবঞ্চিত' হিসেবে শ্রেণিবিভক্ত করেন পিকেএসএফ তাদের চাহিদার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী। এইসব মানুষ উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি এলাকায় অথবা দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলে অথবা উত্তরের পশ্চাৎপদ সমতলে বাস করে।

আমরা মনে করি, অর্থায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের নিজস্ব পেশা ও জীবনে নির্বাচনিক স্বাধীনতা অর্জনে উন্নয়নের তাত্ত্বিক বিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রেই রয়েছে পিকেএসএফ-এর আসল শক্তি। তাই, যদিও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে সহায়তায় কৃষি এখনও প্রধান খাত হিসেবে চিহ্নিত, পিকেএসএফ উদ্যোক্তা উন্নয়নে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবং এর যথাযথ সুফলও পাওয়া গেছে। দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। তাই আমরা বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও জনগোষ্ঠীর উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্পসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করছি। আর এটা আমাদের জন্য এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা যে, এই পন্থা শুধু এক সাহসী পদক্ষেপ নয়, দরিদ্র মানুষের সার্থক ভবিষ্যত রচনার পথেও তা খুবই কার্যকর। পিকেএসএফ জানে যে আরো বহুদূর যেতে হবে, তাই এই সংস্থা অবিরাম অভিযাত্রায় অবিচল।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমি শ্রদ্ধা জানাতে চাই। তিনি তাঁর গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে পিকেএসএফসহ দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন। পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি যেসব চমৎকার কথা বলেছিলেন, সেজন্য তাঁর প্রতি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী পিকেএসএফ-এর সকল কাজে সর্বদাই পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন, তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই। উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ সর্বদাই আমাদের প্রতি বন্ধুবৎসল এবং উদার। আমরা আশা করি, আমাদের এই সম্পর্কের উত্তাপ ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ন থাকবে বা বৃদ্ধি পাবে। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।

আমাদের সহযোগী সংস্থাসমূহই হল আমাদের সম্মিলিত শক্তির উপকেন্দ্র। তাঁদের প্রতিও বিপুল ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে, পিকেএসএফ কার্যালয়ের সকল সহকর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমেই ২০১৯ হয়ে উঠেছে এক সফল বর্ষ। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

পরিচালন

সাধারণ পর্ষদ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সাধারণ পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে নীতিমালা ও কর্মপন্থা সম্পর্কিত সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করে। দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মসৃজন ও বিস্তৃত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রেও এই পর্ষদ যথাযথ পথনির্দেশ করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বহুমুখী উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদারকি ও পরামর্শ প্রদান করেন। পর্ষদের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ফাউন্ডেশনের বার্ষিক বাজেট এবং নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর অনুমোদন। এছাড়া, এই পর্ষদ পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করে।

পিকেএসএফ-এর সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি অনুযায়ী বছরে অন্তত একবার সাধারণ পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ২০১২ সালে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বছরে দুইবার পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ডিসেম্বরে সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভাকে 'বার্ষিক সাধারণ সভা' এবং জুন মাসে অনুষ্ঠিত সভাকে 'সাধারণ সভা' হিসেবে গণ্য করা হয়। পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৫। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে স্বীকৃত অর্জন রয়েছে বা এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে এমন সরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। এদের মধ্যে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান অন্যতম। প্রজাতন্ত্রে চাকুরিরত কোনো ব্যক্তি পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হতে পারবেন না। বার্ষিক সাধারণ সভায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা বা অন্য ব্যক্তিবর্গ থেকে বাকি ১০ জন সদস্য সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হন। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ২১।

সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ
২০০৭ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী 'ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ (IPCC)'-এর সদস্য

জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব

রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ
প্রাক্তন চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (BIISS)

জনাব অরিজিৎ চৌধূরী
অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব পারভীন মাহমুদ, এফসিএ
চেয়ারপার্সন, আন্ডার-প্রিভিলেজড চিলড্রেনস এডুকেশনাল প্রোগ্রাম (UCEP) বাংলাদেশ
সাবেক প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অফ বাংলাদেশ (ICAB)

জনাব নাজনীন সুলতানা
সাবেক ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM)

জনাব নাজির আহমেদ খান
সাবেক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি

ড. নাজনীন আহমেদ
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS)

প্রফেসর শফি আহমেদ
সাবেক অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বেগম মনোয়ারা হাকিম আলী
পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (FBCCI)

জনাব এস. এম. ওয়াহিদুজ্জামান বাবুর
এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (REMS)

ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব মোঃ ফজলুল হক
অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে অবসরপূর্ব ছুটিতে)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব মহসিন আলী
নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা)

ড. আর. এম. দেবনাথ
অর্থনীতি বিষয়ক কলামিস্ট

জনাব মনোয়ারা বেগম
নির্বাহী পরিচালক, প্রত্যাশী (পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা)

ড. নিয়াজ আহমেদ খান
অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শরীফা বেগম
সাবেক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS)

জনাব হেলাল আহমদ চৌধুরী
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM)
সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, পূবালী ব্যাংক লিঃ

জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
সিনিয়র সচিব (বর্তমানে অবসরপূর্ব ছুটিতে)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালন

পরিচালনা পর্ষদ

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব হলো ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রমের দিক-নির্দেশনা প্রদান ও কর্মপরিধি নির্ধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রকল্পের অনুমোদন, অনুদান, ঋণ বা সহযোগী সংস্থাকে দেয়া অন্যান্য আর্থিক সহায়তাসহ এই পর্ষদ ফাউন্ডেশনের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা সাত। দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সাফল্যের যথাযথ স্বীকৃতি আছে বা এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে এমন ব্যক্তিবর্গ থেকে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও অন্য দুইজন সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। পরিচালনা পর্ষদের বাকি তিনজন সদস্য পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা বা উন্নয়ন খাতে বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিবর্গ থেকে সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হন।

সরকারের পরামর্শসাপেক্ষে পরিচালনা পর্ষদ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পদাধিকারবলে তিনি পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদেরও সদস্য।

সদস্যবৃন্দ
পরিচালনা পর্ষদ

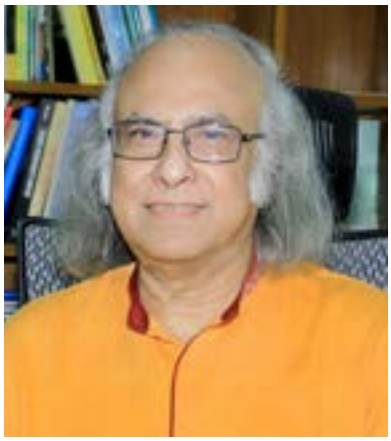

চেয়ারম্যান
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন চিন্তাবিদ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস-এর পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেলে কর্মরত ছিলেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে সবার জন্য মানবাধিকার ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে মৌলিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ। তাঁর ধারণাগত উন্নয়ন ভাবনা এবং নেতৃত্বে পিকেএসএফ প্রাথমিকভাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে মানবকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক সমন্বিত উন্নয়ন বাস্তবায়নকারী সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শভিত্তিক মূল্যবোধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুণগত মানের শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে গঠিত জাতীয় কমিটির কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তিনি একজন প্রথিতযশা জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ, যিনি পরিবেশ ও মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাবসমূহ এবং তা থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে একজন নিরলস প্রবক্তা।

তিনি বহু বছর ধরেই টেকসই উন্নয়ন ধারণার অন্যতম পথিকৃৎ। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত Post-2015 Development Agenda সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নে তিনি জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বিবেচনা ও গ্রহণ করার জন্য খসড়া টেকসই উন্নয়ন-২০৩০ কর্মসূচি প্রণয়নকল্পে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ Open Working Group-এ তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করে।

১৯৮০-এর দশক থেকে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের গবেষণা, সংলাপ ও এ্যাডভোকেসির অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা। বিশেষত, পানি সম্পদ বিষয়ে তিনি দেশীয় ও দক্ষিণ এশীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে যৌথভাবে এ অঞ্চলে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী অববাহিকায় পানি ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে কয়েকটি দিকনির্দেশনামূলক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাঁর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা রয়েছে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ নীতি পরিকল্পনা, কৃষি ও খাদ্য, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন, পানিসম্পদ, পল্লী উন্নয়ন, মানব দক্ষতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব উন্নয়ন, উন্নয়নে নারী ও জেন্ডার ইস্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত ৪০টি গ্রন্থ এবং আড়াই শ'র বেশি প্রবন্ধ (একক বা যৌথভাবে)।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক প্রেসিডেন্ট। পর পর তিন মেয়াদে তিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হন (২০০২-২০১০)। তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর সাবেক গবেষণা পরিচালক। তিনি ১৯৭৯-১৯৮৩ মেয়াদে কুয়ালালামপুরভিত্তিক এসোসিয়েশন অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউটস অফ এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (ADIPA, পরবর্তীকালে APISA)-এর সভাপতি এবং ১৯৮৮-১৯৯১ মেয়াদে রোমভিত্তিক সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (SID)-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। ২০১১ থেকে ২০১৪ মেয়াদে তিনি জাতিসংঘের কিয়োটো প্রোটোকল-এর আওতায় ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (CDM)-এর নির্বাহী সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৯৯৭-২০০১ মেয়াদ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় পানি সম্পদ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৯৮-২০০১ সালে সরকার প্রণীত জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-এর অবৈতনিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৭ সালে 'ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ (IPCC)'-এর শান্তিতে নোবেল বিজয়ে যেসব অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা রাখেন, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি IPCC-র তৃতীয় ও চতুর্থ মূল্যায়নে একজন সমন্বয়কারী/প্রধান সমন্বয়কারী প্রণেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই দু'টি মূল্যায়ন যথাক্রমে ২০০১ ও ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-এর একজন সদস্য।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯' এবং দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ২০০৯ সালে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ 'একুশে পদক' লাভ করেন। সর্বোপরি, জনসেবা ও সমাজসেবায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাঁকে ২০১৯ সালে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বিগত ১ জুলাই ২০১৯ তারিখে তিনি এই পদে যোগদান করেন। তিনি পদাধিকারবলে ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদেরও একজন সদস্য।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসনে জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহের ৩৫ বছরের উজ্জ্বল ও সফল পেশাজীবন রয়েছে। তিনি ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (NIPA)-তে 'ম্যাজিস্ট্রেট ট্রেইনি' পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে অবসর গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি দেশের মাঠ প্রশাসন পর্যায়ে সহকারী কমিশনার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও টাঙ্গাইলের জেলা পরিষদের সচিব ছিলেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-সহ বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে তিনি সুদক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

তিনি কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের একজন পূর্বতন সভাপতি। বর্তমানে তিনি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ-এর 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর' হিসেবে নিযুক্ত আছেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট)-এর সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ড সদস্য হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন-এর মহাসচিব ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

পেশাগত দায়িত্ব পালন ছাড়াও জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ২০১৭-এ বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক 'রূপালী ইলিশ' পুরস্কার লাভ করেন।

জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি দেশে-বিদেশে অসংখ্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশ নেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

মানবকেন্দ্রিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে দারিদ্র্য বিমোচন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ-কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

পিকেএসএফ: প্রবৃদ্ধির তিন দশক

রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ

রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর সাবেক চেয়ারপার্সন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়াবলীর ওপর গবেষণা ও চর্চার বিকাশ। এর পূর্বে রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭৯ সালে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সহকারী সচিব পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বেইজিং, হংকং, লন্ডন, কাতার ও নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে তিনি সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ২০০৭-১২ মেয়াদে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালনকালীন তিনি অসংখ্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

জনাব অরিজিৎ চৌধূরী

জনাব অরিজিৎ চৌধূরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত। তিনি রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (BMDF) এবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্র্যাটেজি পিয়ার লার্নিং গ্রুপ, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশন-এর সদস্য। এর আগে তিনি আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এবং নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড-এর পর্ষদে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব অরিজিৎ চৌধূরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। জনাব অরিজিৎ চৌধূরী ১৯৬২ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

জনাব পারভীন মাহমুদ, এফসিএ

জনাব পারভীন মাহমুদ, এফসিএ-এর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবন। টেকসই উন্নয়নে তিনি পরিবর্তনের প্রবক্তা এবং পেশাগত হিসাবশাস্ত্রে অনন্য দক্ষতার অধিকারী। বর্তমানে তিনি আন্ডার-প্রিভিলেজড চিলড্রেন'স এডুকেশন প্রোগ্রামস (UCEP) বাংলাদেশ এবং হার স্টোরি ফাউন্ডেশন-এর সভাপতি। জনাব পারভীন মাহমুদ ব্র্যাকে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি দেশের শীর্ষ উন্নয়ন সংস্থা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি ACNABIN, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টসের সহযোগী ছিলেন। তিনি দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশের (ICAB)-এর প্রথম নারী কাউন্সিল সদস্য এবং তিন মেয়াদে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ICAB-র প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সার্ক-এর অ্যাকাউন্টিং পেশাজীবীদের সংগঠন- সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অফ একাউন্টেন্টস (SAFA)-এর প্রথম নারী পর্ষদ সদস্য। তিনি সিএ ফিমেইল

ফোরাম- উইমেন ইন লিডারশিপ কমিটি, ICAB-র চেয়ারপার্সন এবং SAFA-র উইমেন ইন লিডারশিপ কমিটির ভাইস চেয়ারপার্সন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (TIB), ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল, RDRS, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ফ্রেন্ডশিপ, ঘাসফুল, গ্রামীণফোন লিমিটেড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পর্ষদে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড এবং বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড-এর স্বতন্ত্র পরিচালক। তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (CPD) এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স (ICC), বাংলাদেশ-এর সদস্য। জনাব পারভীন মাহমুদ মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এসিস্ট্যান্স সার্ভিস (MIDAS), এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন এবং শাশা ডেনিম লিমিটেড-এর সাবেক চেয়ারপার্সন।

তিনি ন্যাশনাল এ্যাডভাইজরি প্যানেল ফর এসএমই ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ-এর সদস্য ছিলেন। এছাড়াও, জনাব পারভীন মাহমুদ ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পর্ষদ সদস্য এবং এসএমই উইম্যান্স ফোরামের আহ্বায়ক। তিনি ২০১৯ সালে **অনন্যা শীর্ষ ১০** পুরস্কার-২০১৮, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'আরটিভি' কর্তৃক 'জাতীয় আলোকিত নারী-২০১৮', বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (BASIS) কর্তৃক 'উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক-২০১৭', ২০১৭ সালে বাংলাদেশ অরগানাইজেশন ফর লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BOLD) কর্তৃক 'উইম্যান অফ ইন্সপিরেশন এওয়ার্ডস' এবং নারীকণ্ঠ ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'বেগম রোকেয়া শাইনিং পার্সনালিটি এওয়ার্ড-২০০৬'-সহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন।

জনাব নাজনীন সুলতানা

জনাব নাজনীন সুলতানা ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের জনবল বিভাগ, ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগ, আইটি অপারেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, ক্রেডিট ইনফরম্যাশন ব্যুরো, ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনভেস্টমেন্ট বিভাগ, ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন বিভাগ ও ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি বিভাগে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে, জনাব নাজনীন সুলতানা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত 'বাংলাদেশ ব্যাংক ফর স্ট্যান্ডার্ড হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার প্যাকেজ অ্যান্ড ইআরপি প্যাকেজ'-এ তিনি প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত বিষয়াবলী ব্যবস্থাপনায় তিনি ৩০ বছরের বেশি সময় নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে অটোমেশন ব্যবস্থা উন্নয়নেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে জনাব নাজনীন সুলতানা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি InM-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM)-এর সাবেক মহাপরিচালক। তিনি ২০১০-২০১৪ পর্যন্ত পরপর দুই মেয়াদে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) এবং স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (SME) ফাউন্ডেশন-এর পর্ষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মহাসচিব, ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সচিব এবং ব্যাংকিং কমিটি অফ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স, বাংলাদেশ (ICCB)-এর সদস্য। ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়নে পরিকল্পনা কমিশনের জন্য 'ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট' বিষয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার প্রস্তুত করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রিধারী এই কৃতী ব্যক্তিত্ব ভারতের হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্যবস্থাপনা

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ সকল স্তরের সুদক্ষ জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে একটি সমন্বিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে। তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেশাগত এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কৌশলগত এবং নৈতিকভাবে প্রণোদিত বোধ করেন। নিয়মিত বিরতিতে দেশে এবং

বিদেশে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পিকেএসএফ কর্মকর্তাগণের দক্ষতাকে আরও শাণিত করে তোলা হয়।

পিকেএসএফ-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে মোট ৮টি বিভাগ ও ইউনিট রয়েছে: ১. উদ্যোগ উন্নয়ন, ২. প্রশাসন, ৩. অর্থ, ৪. অতিদারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন, ৫. নিরীক্ষা, ৬. যোগাযোগ ও প্রকাশনা, ৭. গবেষণা ও ৮. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন।

উদ্যোগ উন্নয়ন

এই বিভাগের অধীনে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ এবং সুফলন পরিচালিত হয়। আইটি শাখা এবং এমআইএস শাখার পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর ৪টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যেমন: Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE), Skills for Employment Investment Program (SEIP), Sustainable Enterprise Project (SEP), Microenterprise Development Project (MDP) এবং আশু Rural Microfinance Transformation Project (RMTP) এই বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এছাড়া, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি এবং কৈশোর কর্মসূচি নামে পিকেএসএফ-এর দু'টি বিশেষ কর্মসূচি এই বিভাগের আওতাধীন। একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশাসন

এই বিভাগের তত্ত্বাবধানের অন্তর্ভুক্ত হল: সাধারণ প্রশাসন, অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, দ্রব্যাদির সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, আইন এবং লাইব্রেরী সংক্রান্ত কার্যক্রম। প্রশাসন বিভাগ পিকেএসএফ-এর যাবতীয় কার্যক্রমে সকল প্রকার প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত ৫টি কর্মসূচি যথা, সমৃদ্ধি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, বিশেষ তহবিল ও কর্মসূচি সহায়ক তহবিল, সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা তালিকাভুক্তিকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট শাখা প্রশাসন বিভাগের আওতাভুক্ত। একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই বিভাগের আওতায় মূলস্রোতভুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ এবং সুফলন পরিচালিত হয়।

অর্থ, হিসাব ও জনবল

এই বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে তহবিল ব্যবস্থাপনা, হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত বিষয়, পুনর্ভরণ এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আর্থিক তথ্য সরবরাহ এই বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। ঝুঁকি প্রশমন ইউনিটসহ পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত অতিগুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ এবং সুফলন এই বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়। এছাড়া, জনবল ও প্রশিক্ষণ শাখা, কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, Kuwait Goodwill Fund (KGF) কর্মসূচি এবং Low Income Community Housing Support (LICHS) প্রকল্পও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ পরিচালিত হয়।

অতিদারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন

পিকেএসএফ-এর কাজে বৈচিত্র্য সৃজনের লক্ষ্যে ২০১৮ সাল হতে এ বিভাগটি মূলত Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত। এছাড়া, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি এই বিভাগের আওতাধীন। বর্তমানে এই বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মূলস্রোতভুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত দু'টি প্যানেল তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শাখাসমূহ

নিরীক্ষা

একজন মহাব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই বিভাগ পিকেএসএফ এবং সরকারি নীতিমালা মোতাবেক সংস্থার যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা যথাযথভাবে নিরীক্ষণ করে। এই শাখার 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা' এবং 'বহিঃনিরীক্ষা' নামে দু'টি শাখা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখা পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের হিসাবনিরীক্ষণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা করে। বহিঃনিরীক্ষা শাখা এবং তালিকাভুক্ত চার্টার্ড হিসাব নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পিকেএসএফ নিরীক্ষা সম্পাদন এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের হিসাবরক্ষণের ব্যবস্থাপনা সমন্বয় করে।

যোগাযোগ ও প্রকাশনা

এই ইউনিটের তত্ত্বাবধানে পিকেএসএফ সমুদয় প্রকাশনার কাজ পরিচালিত হয়। বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিটসহ পিকেএসএফ-এর সকল প্রকার প্রকাশনার উপাদান ও মানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে এই ইউনিট। এছাড়া, গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি, সংবাদ ও অনুষ্ঠানসমূহের ব্যাপক প্রচারসহ পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড এই ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বর্তমানে একজন সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজারের তত্ত্বাবধানে এই ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে।

গবেষণা

একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণা ইউনিট মোট তিন উপায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে – নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে, দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে এবং আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

একজন পরিচালকের নেতৃত্বে এই ইউনিট বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। এছাড়া, পিকেএসএফ Green Climate Fund (GCF)-এর National Implementing Entity (NIE) হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় এই ইউনিট GCF-এর সাথে পিকেএসএফ সম্পর্কিত যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করে।

কর্মকর্তা/কর্মচারী

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এ সর্বমোট ৪১৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৫২ জন নিয়মিত কর্মকর্তা, ১৯ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা, ৬৫ জন প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা এবং ৮৩ জন সহায়ক কর্মচারী।

সম্পাদকের নিবেদন

প্রতিশ্রুতি পালনে পিকেএসএফ-এর ক্লান্তিহীন পথচলা

২০১৯ সালের ১৪ নভেম্বর ছিল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর জন্য এক পরম উৎসবের দিন। ঐদিন ছিল পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯-এর উদ্বোধন। আর উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননন্দিত নেত্রী শেখ হাসিনা। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে সেদিন ঐ উৎসবকে বহুবর্ণা করে তুলেছিলেন তিনি এবং সকলের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন অনির্বচনীয় উৎসাহ ও শক্তি। প্রধানমন্ত্রী সেদিন তাঁর ভাষণে এমন কথা বলেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, দেশের উন্নয়নে পিকেএসএফ-ও এক গর্বিত অংশীদার। তাঁর এই কথায় আমরা সম্মানিত, আপ্লুত ও গর্বিত বোধ করেছিলাম।

উন্নয়ন মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় তাঁর প্রদত্ত বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বজনীন উন্নয়ন দর্শনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। জাতির পিতার সেই সমাজদর্শনের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে গণমানুষের কল্যাণ।

এবছর আমরা তাঁর জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছি। আমরা উচ্চারণ করতে চাই এক বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা। যা বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের মূলকথা।

গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে বঙ্গবন্ধুর আকাঙ্ক্ষার অনুরণন শোনা যায় আমাদের প্রধান প্রধান কবির কাব্য পংক্তিতে। সুকান্ত শপথ করেছিলেন যে, এই পৃথিবীকে নবজাতকের জন্য বাসযোগ্য করে যাবো, তারপর হবো ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, যতদিন না অযুত দুঃখী মানুষের কপাল থেকে দারিদ্র্যের ভাঁজ মুছে যাবে, ততদিন তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

নজরুল বলেছিলেন, রণক্লান্ত হলেও তিনি শুধু সেইদিন শান্ত হবেন, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না। বঙ্গবন্ধুর অনেক ভাষণে আছে এ কথারই প্রতিধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ এই আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন যে, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক। এই ইচ্ছা এবং তা পূরণে গণমুখী রাজনীতির কথা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং জনচিন্তায়।

রবীন্দ্রনাথ এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন যে, সমাজের অগণিত শক্তিহীন মূক মানুষের মুখে দিতে হবে ভাষা। তবেই সমাজের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত হবে। একটি কবিতায় তিনি যেমন বলেছিলেন, নিজের শ্রেণির গণ্ডি পেরিয়ে তিনি পিছিয়ে পড়া মানুষদের সঙ্গে মিশতে পারেননি এবং আশা প্রকাশ করছেন যে, নতুন যুগের কবি এইসব ব্যক্তিদের একতাবদ্ধ ভাষাকে প্রকাশ করতে পারবেন। বঙ্গবন্ধু সেই কবি। ১৯৭১-এ একটি প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক সাময়িকী বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল।

হৃদয়ের আবেগ এবং অন্তরঙ্গ নিবিড়তা বহুবারই প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর নানান ভাষণে। দ্বিজেন্দ্রলাল পরাণের গহীন ভিতর থেকে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন, আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে কথনে ইচ্ছায় এমন অভিপ্রায় গভীরভাবে বেজে উঠে।

২০২০ সালে, জাতির পিতার শততম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের লগ্নে আমরা আবেগে আপ্লুত হই এবং তা খুবই সকারণ। আজ বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে গতিশীল করে তোলার কথা বলা হচ্ছে বারবার। আজ ভাবি, যদি মধ্য আগস্টের ঐ কৃষ্ণ নিশীথে আমাদের পিতা নিহত না হতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আমরা অধিক মাত্রায় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতাম এবং উন্নয়নে অনেক বেশি সংখ্যক পিছিয়ে পড়া মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারতাম, অর্থবহ উন্নয়নের সড়কে ওঠার পথ আমাদের জন্যে আরো সুমসৃণ হতো।

পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিতে পিকেএসএফ সবসময় দরিদ্র এবং দুর্ভাগাদের ভাগ্য পরিবর্তনে ক্লান্তিহীন ও নিবেদিত। চেতনার সকল স্তরে জাতির পিতার গণমুখী দর্শন আমাদের পথের দিশা। ঐতিহাসিক মুজিববর্ষে, পিকেএসএফ জাতির পিতার ঐ কথাকেই আন্তরিকভাবেই ধারণ করে যে, যদি নিপীড়িত এবং দরিদ্রদের মুখে হাসি না ফোটানো যায়, স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। পিকেএসএফ জাতির পিতার দেখানো পথ ধরে হাঁটতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এই প্রথমবারের মত পিকেএসএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ইংরেজি ছাড়াও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। মুজিব শতবর্ষে এ আমাদের এক ব্যতিক্রমী ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ-এর সুনির্দেশনায় এবার থেকে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বহুসংখ্যক পাঠকের সঙ্গে পিকেএসএফ-এর আত্মীয়তা নিবিড়তর হবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

শফি আহমেদ

পিকেএসএফঃ বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রপথিক

বাংলাদেশের জন্য ২০২০ সাল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এবছর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। বাংলাদেশের মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন দেখতেন বঙ্গবন্ধু এবং আমৃত্যু সেই লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন।

আসছে বছর, ২০২১ সালে আমরা পালন করবো স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। একই সাথে সম্পন্ন হবে আওয়ামী লীগ সরকারের স্বপ্নিল রাজনৈতিক ইশতেহার, উন্নয়নের অঙ্গীকার 'রূপকল্প-২০২১'-এর মেয়াদ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। পাশাপাশি, দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের চলমান সাফল্য বিশ্বের নানা মহল থেকে নানাভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নমূলক শীর্ষ এই প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প হলো: এমন এক বাংলাদেশ যেখানে দারিদ্র্য উন্মূলিত হবে; বিদ্যমান উন্নয়ন ও সুশাসনের নীতি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানবকেন্দ্রিক, ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই এবং সমস্ত নাগরিক সুস্থ, যথাযথভাবে শিক্ষিত, ক্ষমতায়িত এবং মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করবে।

পিকেএসএফ-এর অভিলক্ষ্য হলো: মানব জীবন ও মানব দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে স্বীকার করে নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন; জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে উপযুক্ত প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে, মানুষের প্রগতিতে জীবনচক্রের সমগ্র পদ্ধতির অনুসরণ। নীতি পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের কেন্দ্রে থাকবে মানুষ এবং এসবের মূল লক্ষ্য থাকবে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষা। সহায়তা ও পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত থাকবে শিক্ষা, কর্মশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অবকাঠামো, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক সমস্যা এবং সামাজিক মূলধনের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উপযুক্ত অর্থায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজাত যথাযথ প্রতিক্রিয়া, জেন্ডার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ক্রীড়া এবং সামাজিক সচেতনীকরণ ইত্যাদি।

এই লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফ অর্থায়ন ও তার ব্যবস্থাপনার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান, যাদের পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

পুরো পৃথিবীর উন্নয়ন পরিমণ্ডলজুড়েই চলছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) নিয়ে নানা আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি দীর্ঘমেয়াদী ও স্বপ্নপ্রজ অভীষ্টের সমন্বয়ে সৃষ্ট এই এসডিজি-র বাস্তবায়ন ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এর নিহিত অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক, ন্যায়সঙ্গত এবং বহুমাত্রিক উন্নয়নের ধারণাগুলির প্রতিফলন অনেক আগে থেকেই পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ছিলো।

এসডিজি-র মূল ভাবনা হলো 'কাউকে বাদ দিয়ে [উন্নয়ন] নয়'। অথচ বহু বছর ধরেই, বিশেষ করে ২০১০ পরবর্তী সময়ে, এটি পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমের মূলমন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এসডিজি-র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অন্তত ১২টি অভীষ্ট নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে পিকেএসএফ। বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে পিকেএসএফ-এর নেতৃত্বে 'গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির সফল

বাস্তবায়ন' শীর্ষক একটি সম্মিলিত মঞ্চও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং একই সাথে, এসডিজি-র কার্যকর বাস্তবায়নে বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানকল্পে বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করার পন্থা নির্ধারণ।

সহযোগী সংস্থাসমূহের সহায়তায় দেশজুড়ে উদ্যোগ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ইতিবাচক পরিবেশ উন্নয়নে পিকেএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন আর্থিক ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতাধীন সংগঠিত সদস্য এবং ঋণ গ্রহীতারা পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করে থাকেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত এসব সহযোগী সংস্থা বিস্তৃত কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের আয় বৃদ্ধি, আত্ম ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক কল্যাণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি মানুষের মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করছে।

প্রায় তিন দশকের পথপরিক্রমায় পিকেএসএফ তার প্রাথমিকভাবে শুধুই ক্ষুদ্রঅর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি থেকে ক্রমবিবর্তিত হয়ে সার্বিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। যাত্রালগ্নে, সহযোগী সংস্থাসমূহের আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক দিকসমূহ সুদৃঢ় করার মাধ্যমে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে পিকেএসএফ।

দরিদ্র মানুষের অভিব্যক্ত চাহিদা ও উদ্যোগসমূহ বিবেচনাভুক্ত করে পিকেএসএফ ক্রমবর্ধমানভাবে তার কার্যাবলি সংজ্ঞায়িত ও পুনর্সংজ্ঞায়িত করে থাকে। একসময় এই ধারণা দেশে খুব জনপ্রিয় ছিল যে, আর্থিক সহায়তাই দারিদ্র্য দূরীকরণে অদ্বিতীয় নিদান। পরবর্তীকালে এটি ভুল প্রমাণিত হয়। দারিদ্র্য এক বহুমাত্রিক অভিশাপ এবং তাই একটি উপাদান দিয়ে তা দূর করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, এবং অন্যান্য পরিষেবায় সকলের জন্য, বিশেষত দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের অভিগম্যতা ও সমান সুযোগ। এটি হতে হবে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উপাদানের সংমিশ্রণে এটি একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া।

পিকেএসএফ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানামুখী দারিদ্র্যে পীড়িত মানুষের জন্য জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে, পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দরিদ্রদের চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন আর্থিক এবং অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন নিশ্চিত করা পিকেএসএফ-এর অন্যতম মূল কৌশল। দেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য বিবেচনায় পিকেএসএফ তাদের স্বতন্ত্র চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করে। অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী হল, অতিদরিদ্র, মধ্যম পর্যায়ের দরিদ্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়সমূহ।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্মএলাকা নির্বাচনের সময় উপকূলীয়, হাওর, চর, খরা ও বন্যা-ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

অতিদরিদ্রদের জন্য অর্থায়ন

অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ-এর বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড রয়েছে। আত্ম-প্রত্যাহার, সামাজিক বর্জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপেক্ষার কারণে অতিদরিদ্ররা প্রায়শই গতানুগতিক আর্থিক পরিষেবার বাইরে থাকে। এর পেছনে মূল কারণ হল, তাদের দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং এ ধরনের সামাজিক ধারণা যে, অতিদরিদ্রদের মাঝে উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার দক্ষতার অভাব রয়েছে। সনাতনী আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়াদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পিকেএসএফ নমনীয় আর্থিক পরিষেবা তৈরি করেছে। এই পরিষেবার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, সার্ভিস চার্জের নিম্ন হার এবং ঋণ পরিশোধের ধরনে নমনীয়তা। পিকেএসএফ তার 'বুনিয়াদ' কর্মসূচির মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের আর্থিক সেবা দিচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে 'বুনিয়াদ'-এর আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ২,৪৯৬.০০ মিলিয়ন এবং ৯,৬০০.৮৯ মিলিয়ন টাকা।

নমনীয় মাত্রার দরিদ্রদের জন্য অর্থায়ন

পিকেএসএফ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে নমনীয় মাত্রার গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য অ-কৃষি খাতে আর্থিক পরিষেবা চালু করে। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলে মধ্য পর্যায়ের দরিদ্রদের জন্য পরিবারভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়নে নিবেদিত পিকেএসএফ-এর সেই আর্থিক সেবার নাম 'জাগরণ'। এর উদ্দেশ্য দু'টি: একটি হলো নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং অন্যটি কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির ওপর চাপ কমিয়ে এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে 'জাগরণ'-এর আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ১১,০৯৭.৬০ এবং ২,১৭,৭০৩.৫৬ মিলিয়ন টাকা।

ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়ন

পিকেএসএফ ২০০১ সালে উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। পরে এর নামকরণ করা হয়, 'অগ্রসর'। প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচির প্রগতিশীল সদস্যদের জন্য আর্থিক সেবা সম্প্রসারণ, যে জন্য প্রয়োজন বেশি পরিমাণের মূলধন। এই কর্মসূচির আওতায় একজন উদ্যোক্তা ১০ লক্ষ টাকা অবধি ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অগ্রসর-এর আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ৯,১৮৭.৭০ এবং ১,৭৭,০৬৯.৫৩ মিলিয়ন টাকা।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থায়ন

কৃষকদের বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োজন বিবেচনা করে পিকেএসএফ কৃষি ঋণের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত 'সুফলন' নামে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে, সুফলনের আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ৮,৭৮০.৭০ এবং ৪৪,৪৩২.৯২ মিলিয়ন টাকা।

সমৃদ্ধি

২০১০ সাল থেকে পিকেএসএফ একটি পরিবারভিত্তিক সমন্বিত ও সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ মানুষ যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য বঞ্চনার দ্বারা পীড়িত সেইসব মানুষকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যাতে তারা তাদের নিজস্ব এবং জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে। 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' নামে পরিচিত এই অনন্য কর্মসূচি পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর সক্রিয় ও সম্মিলিত অংশগ্রহণে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মূলমন্ত্র হলো দরিদ্রদের জন্য মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবন এবং সর্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সক্রিয় পরিবেশ তৈরি করা।

বর্তমানে পিকেএসএফ ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলায় ২০২টি ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

কুয়েত গুডউইল ফান্ড (কেজিএফ)

এটি Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED)-এর অনুদানপ্রাপ্ত পিকেএসএফ-এর একটি বিশেষায়িত কর্মসূচি। এই কর্মসূচি থেকে সংগঠিত সদস্যদের আর্থিক পরিষেবা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ১,৪৯৫.০০ এবং ৩,৩৭৮.৬৬ মিলিয়ন টাকা।

প্রোমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস

পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE)' শীর্ষক ইফাদ অর্থায়িত এই প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৫ সাল হতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৩টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ১৭টি উপ-প্রকল্প বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা দ্বারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় অঞ্চলে রপ্তানীমুখী কাঁকড়া উৎপাদন উপ-খাত সম্প্রসারণের জন্য সাতক্ষীরার শ্যামনগরে দেশের প্রথম সফল কাঁকড়া প্রজননাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীর পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষ ভ্যালু-চেইন উপ-প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ফলে হালদা নদীতে মাছের ডিম ছাড়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে

বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় হালদা নদীর পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি গবেষণাগার এবং বিভিন্ন জাতের ফুলচাষ উন্নয়নের জন্য একটি টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল (ডিএমএফ)

প্রাকৃতিক বিপদ, ব্যক্তিগত পরিস্থিতি, বাজারের বৈরী আচরণ এবং অন্যান্য কারণে দরিদ্র মানুষ বছরের বিভিন্ন সময় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ এমন দরিদ্র পরিবারগুলোকে মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও পুনরুদ্ধারে দ্রুত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল** (Disaster Management Fund: DMF) সৃষ্টি করেছে। এই তহবিলটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'সাহস'। এই তহবিলের অধীনে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাগুলোকে ৩.০ মিলিয়ন টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

পিকেএসএফ একটি 'পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করেছে। এই ইউনিটের মূল লক্ষ্য হলো, সংস্থার সকল কার্যক্রমের মূলধারায় পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা। সম্প্রতি পিকেএসএফ জাতিসংঘের গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) কর্তৃক বাংলাদেশের National Implementing Entity (NIE) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট

নিম্ন আয়ের মানুষকে মানসম্মত আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ 'লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (LICHSP)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ১৩টি নির্বাচিত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসকারী স্বল্প আয়ের মানুষের উন্নত আবাসন তৈরির লক্ষ্যে নতুন বাড়ি নির্মাণ, পুরাতন বাড়ি সংস্কার এবং সম্প্রসারণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন শহরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী মানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ২০২.০০ এবং ২৩৬.২২ মিলিয়ন টাকা।

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প

পিকেএসএফ ২০১৩-২০১৯ সময়কালে 'Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito' প্রকল্পের ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিলো, টেকসইভাবে বাংলাদেশ হতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। উপকূলবর্তী উপজেলাসমূহের ইউনিয়নসমূহে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন

পিকেএসএফ ৪২টি জেলার ২৩৮টি উপজেলায় স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় ১৭০০০০টি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর পায়খানা নির্মাণ করা। ২১টি সহযোগী সংস্থা ১৭০৬৭৯টি স্বাস্থ্যকর পায়খানা নির্মাণের জন্য সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করেছে। বিশ্বব্যাংক প্রকল্পটিকে কার্যকর হিসেবে প্রত্যয়ন করেছে।

দক্ষতা উন্নয়ন

বাংলাদেশ সরকার দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে 'স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)' প্রকল্পটি গ্রহণ করে। পিকেএসএফ এই প্রকল্পের অন্যতম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ২,৭৮৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ১৫টি বিভিন্ন ট্রেডে সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। এর মধ্যে ১,৪২৭ জনের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

পিকেএসএফ ২০১৩ সালে প্রাণিসম্পদ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। পরে এই ইউনিটের নামকরণ করা হয় 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট'। এই ইউনিটের লক্ষ্য হলো, পর্যাপ্ত আর্থিক পরিষেবা নিশ্চিত করা, উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচার, ঋণ গ্রহীতাদের দক্ষতা এবং গবাদি পশু পণ্য ও উপজাত পণ্যের ভ্যালু চেইন ও বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

কৃষি উন্নয়ন

পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট দেশব্যাপী টেকসই কৃষি প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য কাজ করছে।

লার্নিং এ্যান্ড ইনোভেটিভ ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াজ (লিফট)

লিফট কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ে ৬১টি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা ইতোমধ্যে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়ন ও জীবিকায়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিঘাত সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং প্রবীণদের কল্যাণে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল হতে **প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি** বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ২২১টি ইউনিয়নে ১১৬টি সহযোগী সংস্থার দ্বারা এই কর্মসূচির আওতায় সাতটি ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া উন্নয়ন

সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমে একটি দক্ষ সমাজ ও মর্যাদাপূর্ণ দেশ গঠনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ শিশু, কিশোর, তরুণসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য ২০১৬ সাল হতে **সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি** বাস্তবায়ন করছে। এর অধীনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সারাদেশে প্রায় ৩,৭০০ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

সামাজিক সচেতনীকরণ ও জ্ঞান বিস্তরণ

সমাজে ন্যায্যতা ও সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মানব মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩ সালে 'সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামাজিক সচেতনীকরণ কার্যক্রম হিসেবে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে নীতি-নির্ধারকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে সচেতনতামূলক কর্মশালা ও প্রণোদনা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়ে থাকে।

কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নমূলক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল দ্বারা **কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল** গঠন করা হয়। এই তহবিল ব্যবহার করে সহজে যেকোন ধরনের দরিদ্র-বান্ধব কর্মসূচি পরিচালনা করা যায়। উক্ত তহবিল হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২৬.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০,১৩২ জনকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ তহবিল

অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষদের স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদি আর্থিক অনুদান এবং অন্যান্য সামাজিক সেবা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ তার নিজস্ব সম্পদ থেকে একটি 'বিশেষ তহবিল' গঠন করেছে।

পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থা

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। এই সংস্থাসমূহ একটি কঠিন এবং সুক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়। সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। সমস্ত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং নিয়মিত বিরতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। পিকেএসএফ-এর শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি গত দুই দশক ধরে ঋণ বিতরণের প্রগতিশীল প্রবণতা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। সহযোগী সংস্থার সংখ্যা, সদস্য এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা, ঋণস্থিতি এবং সদস্যদের সঞ্চয় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রম এবং প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যসমূহ নীচে দেখানো হল।

৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ২৭৮টি।

সদস্য এবং ঋণগ্রহীতা

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সদস্যবৃন্দের অবস্থান মাঠ পর্যায়ের সমস্ত কার্যক্রমের কেন্দ্রমূলে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত পিকেএসএফ এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ১৩.৯১ মিলিয়ন যার ৯১.১২% নারী। একই সময়ে, ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১০.৭৮ মিলিয়ন যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৯.৯৩ মিলিয়ন, যা মোট ঋণ গ্রহীতার ৯২.১১% (চিত্র ১)।

চিত্র ১: সদস্য এবং ঋণগ্রহীতা (মিলিয়ন)

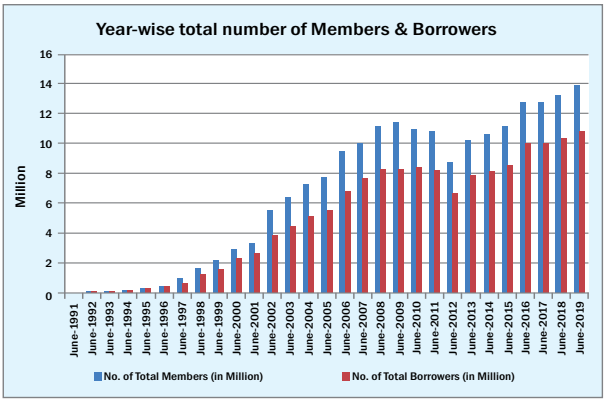

সদস্যদের সঞ্চয়

অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধির সাথে ৩০ জুন ২০১৯-এ সদস্যদের সঞ্চয় ১১৩.৪৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে (চিত্র ২)।

চিত্র ২: সদস্যদের সঞ্চয়স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

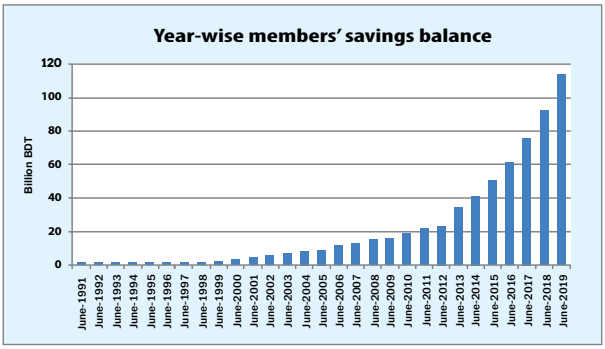

ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ–সহযোগী সংস্থা)

চিত্র ৩-এ দেখা যায়, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবা প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ছিল ৩২.৯৩ বিলিয়ন টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সময়, পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৩৬.৯৯ বিলিয়ন টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ১২.৩৩% বেশি। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাগুলোর নিকট পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৫৩.৫২ বিলিয়ন টাকা (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩: ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

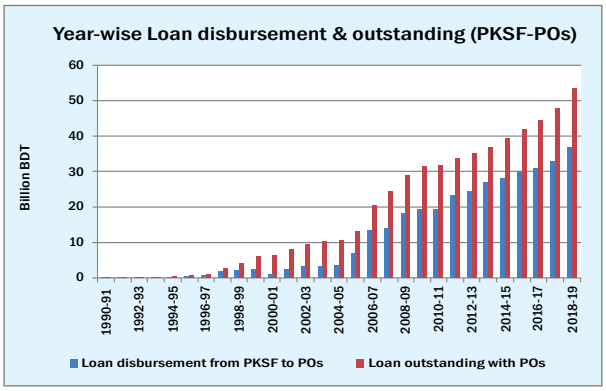

ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতি (সহযোগী সংস্থা–ঋণগ্রহীতা)

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহীতাদের নিকট আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৪৪৭.৯৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহীতাদের নিকট আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১১.৫৭ বিলিয়ন টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ১৪.২১% বেশি। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক পরিষেবা গ্রহীতাদের নিকট সহযোগী সংস্থাগুলোর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৯৮.১৮ বিলিয়ন টাকা (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪: ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

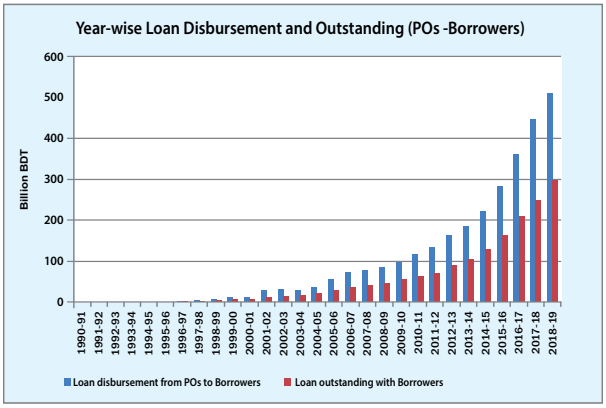

TABLE-1: PROGRESS OF PKSF IN LAST 29 YEARS

FY / Indicators	No. of POs	No. of Members (in Million)	No. of Women Members (in Million)	% of Women Members	No. of Borrowers (in Million)	No. of Women Borrowers (in Million)	% of Women Borrowers	FY Loan Disbursement (PKSF to POs)	Cumulative Loan Disbursement (PKSF to POs)	Outstanding Loan (PKSF to POs)	Outstanding Loan (POs to Borrowers)	FY Loan Disbursement (POs to Borrowers)	Cumulative Loan Disbursement (POs to Borrowers)	FY ID Loan Disbursement	Cumulative ID Loan Disbursement
								In Billion (excluding ID Loan)						In Million	
1990-91*	23	0.00	0.00	76.98	0.00	0.00	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1991-92	50	0.02	0.01	76.87	0.02	0.01	76.61	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.05	0.00	0.00
1992-93	81	0.08	0.07	85.86	0.08	0.07	85.86	0.11	0.14	0.13	0.08	0.19	0.24	0.00	0.00
1993-94	99	0.19	0.17	88.23	0.19	0.17	88.23	0.19	0.33	0.27	0.22	0.40	0.64	0.00	0.00
1994-95	116	0.29	0.25	86.66	0.29	0.25	86.66	0.30	0.63	0.46	0.48	0.76	1.40	0.00	0.00
1995-96	128	0.44	0.39	88.52	0.44	0.39	88.52	0.47	1.10	0.73	0.81	1.02	2.42	0.00	0.00
1996-97	150	0.96	0.86	89.58	0.67	0.62	91.58	0.79	1.89	1.22	1.36	2.69	5.11	0.00	0.00
1997-98	170	1.65	1.48	89.42	1.21	1.10	90.41	1.79	3.68	2.61	3.02	5.57	10.68	0.00	0.00
1998-99	182	2.19	2.00	91.45	1.58	1.44	91.40	2.10	5.77	4.23	4.68	6.70	17.38	21.44	21.44
1999-2000	189	2.92	2.65	90.52	2.31	2.09	90.33	2.47	8.25	6.11	6.82	11.35	28.73	15.17	36.61
2000-01	199	3.34	3.06	91.51	2.63	2.40	91.21	1.18	9.43	6.52	7.51	12.09	40.82	16.57	53.19
2001-02	205	5.51	4.59	83.37	3.86	3.39	87.87	2.54	11.97	8.03	12.37	28.06	68.88	8.63	61.82
2002-03	213	6.36	5.38	84.63	4.49	4.00	89.15	3.03	15.00	9.47	15.04	30.97	99.85	10.50	72.32
2003-04	219	7.24	6.23	86.08	5.10	4.62	90.53	3.39	18.39	10.44	17.64	30.77	130.62	12.41	84.72
2004-05	231	7.75	6.84	88.23	5.52	5.03	91.14	3.64	22.03	10.67	20.77	34.75	165.37	19.67	104.40
2005-06	243	9.45	8.36	88.40	6.78	6.21	91.59	6.89	28.92	13.20	28.72	55.35	220.72	39.85	144.24
2006-07	248	10.03	8.94	89.13	7.71	7.06	91.63	13.45	42.37	20.30	35.81	72.78	293.50	55.08	199.32
2007-08	257	11.17	10.06	90.06	8.28	7.61	91.87	14.05	56.41	24.30	41.95	76.15	369.65	34.87	234.19
2008-09	257	11.42	10.24	89.69	8.26	7.60	91.95	18.17	74.59	28.98	45.80	85.16	454.81	24.66	258.85
2009-10	262	10.96	10.14	92.54	8.39	7.72	92.10	19.41	93.99	31.63	55.99	96.76	551.57	8.43	267.28
2010-11	268	10.80	9.93	91.96	8.23	7.53	91.48	19.29	113.28	31.99	65.02	119.11	670.68	23.63	290.91
2011-12	271	8.72	7.85	90.10	6.65	6.09	91.53	23.19	136.48	33.82	68.97	135.20	805.88	5.91	296.82
2012-13	272	10.21	9.19	89.97	7.87	7.17	91.12	24.50	160.98	35.17	91.23	163.15	1561.87	2.81	299.63
2013-14	273	10.64	9.59	90.13	8.13	7.41	91.22	27.04	188.02	37.03	104.95	184.60	1746.48	2.15	301.78
2014-15	274	11.12	10.05	90.36	8.55	7.80	91.24	28.24	216.26	39.48	128.23	223.44	1969.92	0.00	301.78
2015-16	275	11.98	10.86	90.60	9.39	8.59	91.46	29.85	246.11	42.20	162.65	282.09	2252.00	0.00	301.78
2016-17	277	12.71	11.56	90.91	9.97	9.16	91.85	31.14	277.25	44.52	210.84	361.14	2613.14	0.00	301.78
2017-18	277	13.24	12.05	91.07	10.38	9.55	92.01	32.93	310.18	48.04	250.57	447.93	3061.08	0.00	301.78
2018-19	278	13.91	12.67	91.12	10.78	9.93	92.11	36.99	347.47	53.52	298.18	511.58	3572.66	0.00	301.78

Table-2: Five Year's Performance of PKSF's Programs and Projects

Programs		FY 2014-15					FY 2015-16					FY 2016-17					FY 2017-18					FY 2018-19				
		FY Disbursement (in Billion BDT)		No. of Borr-owers (000) **	Loan outstanding (in Billion BDT)		FY Disbursement (in Billion BDT)		No. of Borr-owers (000) **	Loan outstanding (in Billion BDT)		FY Disbursement (in Billion BDT)		No. of Borr-owers (000) **	Loan outstanding (in Billion BDT)		FY Disbursement (in Billion BDT)		No. of Borrowers (000) **	Loan outstanding (in Billion BDT)		FY Disbursement (in Billion BDT)		No. of Borrowers (000) **	Loan outstanding (in Billion BDT)	
		P to P***	P to B****		P to P***	P to B****	P to P***	P to B****		P to P***	P to B****	P to P***	P to B****		P to P***	P to B****	P to P***	P to B****		P to P***	P to B****	P to ***P	P to B****		P to P***	P to B****
Mainstream Programs																										
1	Jagoron	9.20	104.46	5484.37	17.62	54.71	9.41	142.33	5981.77	18.42	68.32	9.54	151.45	6207.24	18.91	84.56	10.40	193.68	6578.50	19.85	100.95	11.10	217.70	6883.50	21.16	121.10
2	Agrosor	5.52	62.27	727.29	10.06	35.99	6.90	90.24	966.14	11.78	49.76	7.52	114.59	1183.48	13.34	69.12	8.09	186.70	1399.03	14.66	93.01	9.19	177.07	1442.45	16.26	110.55
3	Buniad	2.16	8.67	652.54	3.07	4.69	2.33	9.75	644.72	3.29	5.30	2.24	9.91	557.99	3.25	5.30	2.24	10.09	507.19	3.21	5.38	2.50	9.60	452.47	3.45	5.20
4	Sufolon	9.69	27.97	882.77	6.60	14.37	8.82	36.06	988.11	5.94	17.18	8.86	40.84	1047.84	5.50	21.83	8.44	47.04	1036.18	5.33	22.58	8.78	44.43	882.95	5.28	24.05
5	ENRICH	0.44	0.55	17.21	0.55	0.45	0.86	1.75	45.72	1.19	1.17	1.03	3.00	75.82	1.74	2.00	1.71	4.24	94.10	2.65	2.69	1.97	5.75	132.02	3.50	3.64
6	LIFT	0.14	0.42	25.41	0.26	0.26	0.14	0.56	29.66	0.28	0.37	0.12	0.73	31.80	0.29	0.44	0.34	1.03	38.65	0.53	0.63	0.55	1.57	61.72	0.89	0.95
7	SAHOS	0.12	0.23	46.97	0.19	0.13	0.06	0.15	33.56	0.18	0.09	0.22	0.14	23.38	0.29	0.09	0.10	0.24	27.13	0.30	0.09	0.00	0.67	10.23	0.12	0.03
8	SDL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.06	5.57	0.18	0.05	0.13	0.66	60.15	0.26	0.39	0.02	0.00	4.81	0.16	0.01
9	SL-ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00
10	ABASON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.08	0.29	0.15	0.07
11	KGF	0.96	1.68	34.47	0.88	0.94	1.33	2.88	49.88	0.91	1.27	1.38	2.95	56.46	0.76	1.48	1.35	3.29	63.33	0.88	1.57	1.50	3.38	54.83	0.96	1.66
Sub Total		**28.24**	**206.23**	**7871.01**	**39.22**	**111.54**	**29.85**	**283.73**	**8739.55**	**41.99**	**143.45**	**31.09**	**323.66**	**9189.58**	**44.26**	**184.88**	**32.80**	**446.97**	**9804.24**	**47.65**	**227.29**	**35.75**	**460.25**	**9925.30**	**51.94**	**267.26**
Projects																										
10	MFTS	0.00	0.01	13.11	0.00	0.07	0.00	0.00	10.92	0.00	0.06	0.00	0.00	8.60	0.00	0.04	0.00	0.00	7.78	0.00	0.04	0.00	0.00	6.91	0.00	0.03
11	MFMSF	0.00	0.02	8.83	0.12	0.12	0.00	0.00	6.64	0.09	0.08	0.00	0.00	4.38	0.09	0.05	0.00	0.00	2.28	0.09	0.03	0.00	0.00	1.77	0.09	0.02
12	PLDP-II	0.00	0.00	21.26	0.09	0.11	0.00	0.00	17.17	0.09	0.09	0.00	0.00	13.28	0.09	0.07	0.00	0.00	13.15	0.09	0.07	0.00	0.00	12.05	0.09	0.06
13	LRP	0.00	0.00	17.16	0.00	0.03	0.00	0.00	9.09	0.00	0.01	0.00	0.00	8.54	0.00	0.01	0.00	0.00	7.76	0.00	0.01	0.00	0.00	7.23	0.00	0.01
14	LICHSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.12	0.10	0.40	0.15	0.09	0.20	0.24	1.15	0.33	0.28
15	PACE: Start-up Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.00	0.02	0.25	0.02	0.01	0.00	0.01	0.13	0.01	0.01
16	Agrosor-SEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.11	0.57	1.02	0.10
17	EFRRAP	0.00	0.00	17.87	0.02	0.05	0.00	0.00	13.66	0.02	0.04	0.00	0.00	7.42	0.01	0.02	0.00	0.00	4.56	0.01	0.02	0.00	0.00	0.95	0.01	0.01
Sub Total		**0.00**	**0.03**	**78.23**	**0.23**	**0.37**	**0.00**	**0.00**	**57.48**	**0.20**	**0.28**	**0.05**	**0.00**	**42.22**	**0.25**	**0.20**	**0.12**	**0.12**	**36.17**	**0.36**	**0.27**	**1.22**	**0.35**	**30.76**	**1.55**	**0.54**
Special Programs																										
17	SAHOS-Old	0.00	0.00	7.71	0.00	0.03	0.00	0.00	7.11	0.00	0.03	0.00	0.00	5.73	0.00	0.02	0.00	0.00	4.72	0.00	0.02	0.00	0.00	2.68	0.00	0.01
18	RESCUE	0.00	0.00	18.06	0.02	0.10	0.00	0.00	16.48	0.01	0.10	0.00	0.00	12.74	0.01	0.08	0.00	0.00	7.28	0.01	0.04	0.00	0.00	3.69	0.01	0.03
19	RNPPO	0.00	0.00	0.58	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	FSOEUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total		**0.00**	**0.00**	**26.35**	**0.03**	**0.14**	**0.00**	**0.00**	**23.60**	**0.01**	**0.13**	**0.00**	**0.00**	**18.48**	**0.01**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**12.01**	**0.01**	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**6.37**	**0.01**	**0.05**
ID Loans																										
21	Mainstream	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Others*		**0.00**	**17.18**	**0.00**	**0.00**	**16.18**	**0.00**	**-1.64**	**1179.95**	**0.00**	**18.79**	**0.00**	**37.47**	**1349.27**	**0.00**	**25.65**	**0.01**	**0.84**	**1185.49**	**0.01**	**22.95**	**0.01**	**50.97**	**819.43**	**0.02**	**30.34**
Total:		**28.24**	**223.44**	**8547.21**	**39.48**	**128.23**	**29.85**	**282.09**	**9388.95**	**42.20**	**162.65**	**31.14**	**361.14**	**9967.48**	**44.52**	**210.84**	**32.93**	**447.93**	**10383.37**	**48.04**	**250.57**	**36.99**	**511.58**	**10781.86**	**53.52**	**298.18**

N.B. In FY 2015-16, loan disbursement under other Programs/Projects (BDT 1.64 billion) has been transferred to Mainstraem Program.
* 'Others' Programs include REDP, FSP, SRLP, IFADEP, PLDP etc. and all other microcredit programmes of all Partner organizations.
** Total number of borrowers has been calculated excluding overlapped borrowers.
*** P to P : PKSF-POs
**** P to B : POs to Borrowers

পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রা

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
১৯৯১	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	দরিদ্রদের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
১৯৯৬	পোভার্টি এলিভিয়েশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রজেক্ট-১	বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সম্প্রসারণ	বিশ্বব্যাংক
১৯৯৭	পার্টিসিপেটরী লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (PLDP)	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	এডিবি
১৯৯৮	ট্রেনিং এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ইনকাম জেনারেটিং প্রজেক্ট (যমুনা মাল্টিপারপাস ব্রিজ অথরিটি-JMBA)	ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
১৯৯৯	ইন্টিগ্রেটেড ফুড এসিসটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (IFADEP)	অতিদরিদ্রদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
১৯৯৯	সুন্দরবন বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন প্রজেক্ট (SBCP)	বন ব্যবহারকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিশ্চিতকরণ অর্থায়ন	এডিবি
১৯৯৯	নগর অঞ্চলের জন্য ক্ষুদ্রঋণ	নগরের দরিদ্রদের অর্থায়ন	পিকেএসএফ
২০০০	সোশিও-ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেশন লোন প্রোগ্রাম (SRLP)	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অর্থায়ন	এডিবি
২০০১	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ	অগ্রগামী ঋণগ্রহীতাদের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
২০০১	পোভার্টি এলিভিয়েশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রজেক্ট-২	দরিদ্রদের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ, নগর ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০২	ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা পুওরেস্ট (FSP)	অতিদরিদ্রদের অর্থায়ন	বিশ্বব্যাংক
২০০৩	মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট (MFTS) প্রজেক্ট	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	ইফাদ
২০০৪	লাইভলিহুড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (LRP)	দুর্যোগ উত্তরণে ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৪	পার্টিসিপেটরী লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (PLDP-II)	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	এডিবি
২০০৪	অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৫	মাইক্রোফিন্যান্স ফর মার্জিনাল এন্ড স্মল ফারমার্স প্রজেক্ট (MFMSFP)	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান	ইফাদ
২০০৫	মঙ্গা মিটিগেশন ইনিশিয়েটিভ পাইলট প্রোগ্রাম (MMIPP)	মৌসুমী ক্ষুধা নিরসনে উদ্যোগ	বিশ্বব্যাংক
২০০৫	মৌসুমী ঋণ	জীবিকায়নের সুযোগসমূহ শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০০৬	লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (LIFT)	দরিদ্রবান্ধব উদ্ভাবনীমূলক ধারণাসমূহে অর্থায়ন	ডিএফআইডি
২০০৬	প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভস ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন (PRIME)	মৌসুমী ক্ষুধা নিরসনে উদ্যোগ	ডিএফআইডি
২০০৭	ইমার্জেন্সী ২০০৭ ফ্লাড রিস্টোরেশন এন্ড রিকভারি এসিসটেন্স প্রোগ্রাম (EFRRAP)	দুর্যোগ উত্তরণে ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৭	ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অব দ্যা আল্ট্রাপুওর প্রজেক্ট (FSOEUP)	অতিদরিদ্রদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে সহায়তা	পিকেএসএফ
২০০৭	মাইক্রোফিন্যান্স সাপোর্ট ইন্টারভেন্শন ফর এফএসভিজিডি এন্ড ইউপি বেনিফিশিয়ারিজ প্রজেক্ট	অতিদরিদ্রদের ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
২০০৭	রিহ্যাবিলিটেশন অব নন-মটোরাইজড ট্রান্সপোর্ট পুলার্স এন্ড পুওর ওনার্স (RNPPO) প্রজেক্ট	অযান্ত্রিক পরিবহন চালকদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৭	রিহ্যাবিলিটেশন অব সিডর এ্যাফেক্টেড কোস্টাল ফিশারি, স্মল বিজনেস এন্ড লাইভস্টক এন্টারপ্রাইজ (RESCUE)	দুর্যোগ উত্তরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৭	রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (REDP)	বিদ্যুৎ সেবাপ্রাপ্তিতে সহায়তা	ডিএফআইডি
২০০৭	স্পেশাল এ্যাসিসটেন্স ফর হাউজিং অব সিডর এ্যাফেক্টেড বরোয়ার্স (SAHOS)	দুর্যোগ উত্তরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৮	ফিন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (FEDEC) প্রজেক্ট	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন	ইফাদ
২০০৮	কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	দেশের খাদ্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১০	ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP)	দরিদ্রদের বীমা সহায়তা প্রদান	এডিবি

পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রা

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০১০	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)	মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পরিবারভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০১০	বিশেষ তহবিল	দরিদ্রদের জরুরি সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১০	হেলথ ইন্সুরেন্স ফর দ্যা পুওর অব বাংলাদেশ (HIPB)	বীমা প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান	Rockefeller Foundation
২০১১	কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান	বিসিসিআরএফ
২০১১	কুয়েত গুডউইল ফান্ড ফর দ্যা প্রমোশন অব ফুড সিকিউরিটি ইন ইসলামিক কান্ট্রিজ (KGFPFSIC)	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বর্ধিত ঋণ সহায়তা প্রদান	কেএফএইডি
২০১১	কর্মসূচি সহায়ক তহবিল	দরিদ্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১২	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড	বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০১৩	ইউপিপি-উজ্জীবিত	সম্বলহীন ও নারীপ্রধান খানাসমূহের অতিদারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসই উত্তরণ	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০১৩	প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং কৃষি ইউনিট	দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য চাষ উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ	পিকেএসএফ
২০১৩	সোস্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবমর্যাদা নিশ্চিত এবং সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উন্নয়ন ধারণা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিস্তরণ	পিকেএসএফ
২০১৩	রেজাল্টস- বেসড মনিটরিং (RBM)	বিভিন্ন উদ্যোগের ফলাফল, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ	পিকেএসএফ
২০১৪	প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এন্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE)	দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণে কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণ	ইফাদ ও পিকেএসএফ
২০১৫	স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়েপড়া পরিবারের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক ও স্ব-কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ	এডিবি, বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি
২০১৬	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	দুর্দশাগ্রস্ত প্রবীণদের সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১৬	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের সুকুমার বৃত্তির সমন্বয়ে দেশীয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠন	পিকেএসএফ
২০১৬	নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	বাংলাদেশে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন	বিশ্বব্যাংক
২০১৭	ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম	স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্রদের উপযুক্ত ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০১৭	গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহণ	ইউএনএফসিসিসি
২০১৮	সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)	লক্ষ্যভুক্ত ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের পরিবেশগতভাবে টেকসই উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০১৯	মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)	অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা প্রদান	এডিবি
২০১৯	পাথওয়েজ টু প্রোসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP)	অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, তাদের মূলস্রোত অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে যুক্ত করা, অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করতে সহযোগিতা প্রদান	ডিএফআইডি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

পিকেএসএফ-এর প্রধান সেবাসমূহ

কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভকাল	মূল বৈশিষ্ট্য
জাগরণ - গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	১৯৯০-৯১	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
জাগরণ - নগর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	১৯৯৮-৯৯	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
বুনিয়াদ - অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	২০০৪-০৫	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
অগ্রসর - ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ	২০০৪-০৫	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
সুফলন - মৌসুমী ঋণ	২০০৬-০৭	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভস ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন (PRIME)	২০০৬-০৭	• নমনীয় ক্ষুদ্রঋণ ও জরুরী ঋণ • কাজের বিনিময়ে অর্থ • প্রশিক্ষণ • সুপেয় পানির ব্যবস্থা • টিকা ও স্বাস্থ্য ক্যাম্প • প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা • প্রাগ্রসর ও সহায়তাকারী সংযোগ
লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (LIFT)	২০০৬-০৭	বিভিন্ন ধরনের অর্থায়ন পদ্ধতি যেমন, সহজশর্তে ঋণ, অনুদান, সাম্যতার অংশীদারিত্ব, ঋণ ও অনুদানের মিশ্র পদ্ধতি
সাহস (SAHOS)	২০০৭-০৮	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান
সুফলন - কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	২০০৮-০৯	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
ফিন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (FEDEC) প্রজেক্ট	২০০৮-০৯	• ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ • নির্বাচিত উদ্যোগসমূহের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন
দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)	২০০৯-১০	• স্বাস্থ্য • শিক্ষা • উপযুক্ত ঋণ • বিশেষ সঞ্চয় • উন্নয়নে যুব সমাজ ও কর্মসংস্থান • সমৃদ্ধ বাড়ি • সমৃদ্ধি কেন্দ্র • উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন • কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন
ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP)	২০১০-১১	• ক্ষুদ্রবীমা পাইলট স্কিম • বাজার যাচাইকরণ ও পণ্যের মানোন্নয়ন • নিয়মনীতি, আইন ও নিয়ন্ত্রণকাঠামো শক্তিশালীকরণ • সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন
কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)	২০১০-১১	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান
বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF)	২০১২-১৩	• গবেষণা ও বাস্তবায়ন • বনায়ন • স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন • নলকূপ স্থাপন • বন্ধুচুলা স্থাপন
ইউপিপি-উজ্জীবিত	২০১৩-১৪	• দক্ষতা উন্নয়ন • বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ • নিয়মিত পরামর্শদান/সচেতনতা সৃষ্টি • পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচেতনীকরণ • জনমত সৃষ্টিতে স্থানীয় উদ্যোগ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, এবং কৃষি ইউনিট	২০১৩-১৪	• প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য ভ্যালু চেইন উন্নয়নে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি এবং সেবা সম্প্রসারণ

পিকেএসএফ-এর প্রধান সেবাসমূহ

কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভকাল	মূল বৈশিষ্ট্য
		• প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি • প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্যচাষে বিভিন্ন শ্রেণিতে উপযুক্ত আর্থিক সেবার (ঋণ ও বীমা) বিকাশ • প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্যচাষে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি বাধ্যবাধকতা/বিধিসমূহ গ্রহণ • জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্যচাষের বিকাশ
সোস্যাল এ্যাডভোকেসি এন্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	২০১৩-১৪	• সেমিনার, কর্মশালা ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন • সচেতনতামূলক ও জ্ঞানভিত্তিক বই, পোস্টার ও লিফলেট প্রকাশনা • জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিলবোর্ড ও মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে জনসেবামূলক ঘোষণা প্রচার ও ভিডিও ডক্যুমেন্টারি প্রদর্শন • কমিউনিটি রেডিও এবং তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত সংস্থাগুলির নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে জনসভা, বিতর্ক, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে অংশীজনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন • দরিদ্রবান্ধব নীতি সমর্থন
রেজাল্টস - বেসড মনিটরিং (RBM)	২০১৩-১৪	• ফলাফলের মেলবন্ধন সৃজন এবং ফলাফল পরিমাপ উদ্যোগসমূহের সাফল্যের ধারা ও অধিকতর উৎকর্ষ সাধনের জন্য ফলাফল বিনিময়
প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এন্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE)	২০১৪-১৫	দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করতে কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণ
স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	২০১৫-১৬	• চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান • প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের কর্মসংস্থান
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	২০১৬-১৭	• প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন • বয়স্ক ভাতা প্রদান • বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম ও পেনশন ফান্ড গঠনের উদ্যোগ • সমাজে বয়স্কদের অবদানের স্বীকৃতি • পিতা-মাতা ও বয়স্কদের কল্যাণে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান • দরিদ্র প্রবীণদের উপযুক্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান • প্রবীণদের জেরিয়াট্রিক ফিজিওথেরাপি প্রদানের লক্ষ্যে প্যারা-ফিজিওথেরাপিস্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	২০১৬-১৭	• দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার (চিত্রাঙ্কন, সুন্দর হাতের লেখা, দেয়াল পত্রিকা, আবৃত্তি, বিতর্ক, গান, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি) • ক্রীড়া চর্চা (ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ক্রিকেট, শরীরচর্চা ইত্যাদি)
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	২০১৬-১৭	• গৃহ ঋণ • গৃহ নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান
ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম	২০১৬-১৭	• স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণে কারিগরি সহায়তা • পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন ঋণ (এসডিএল) বিতরণ • স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ
গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)	২০১৬-১৭	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহণ
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)	২০১৮-১৯	• ব্র্যান্ড উন্নয়নের জন্য ইকো-লেবেলিং এবং প্রধান বাজারসমূহে অভিগম্যতা বৃদ্ধি • রাজস্ব বৃদ্ধিমূলক সাধারণ সেবাসমূহে বিনিয়োগ • রাজস্ব বহির্ভূত কায়িক কার্যাবলিতে বিনিয়োগ • পরিবেশবান্ধব এবং উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি ও চর্চা গ্রহণ
মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)	২০১৯-২০	পরিবেশবান্ধব ও আর্থিকভাবে টেকসই উদ্যোগ গ্রহণে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান
পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP)	২০১৯-২০	• কর্মসংস্থান সৃষ্টি • লক্ষ্যভুক্ত খানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জেলাসমূহে টেকসই বাজার চাহিদার উন্নয়ন • দুর্দশা ও অভিঘাতসহিষ্ণু বিকল্প জীবিকায়ন ব্যবস্থা

মূলস্রোতভুক্ত কর্মসূচিসমূহ

বুনিয়াদ

২০০৪ সাল থেকে বুনিয়াদ কার্যক্রম চলমান। এই কার্যক্রম পূর্বে 'অতিদরিদ্র কর্মসূচি' হিসেবে পরিচিত ছিল। সাধারণ ধারণা এমন যে, অতিদরিদ্রজনরা ঋণ পরিশোধে অক্ষম। এই ধারণা থেকেই তাদের অর্থায়ন কর্মসূচির বাইরে রাখা হয়। বুনিয়াদ বিশেষভাবে এমন অতিদরিদ্রদেরই সহায়তা প্রদানের জন্যই প্রণীত, যাতে উপযুক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে তারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

বুনিয়াদ অতিদরিদ্রদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও তাদের জন্য টেকসই আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। জমা, সঞ্চয় উত্তোলন, ঋণ পরিশোধ, গোষ্ঠীসভায় অংশগ্রহণ এবং নতুন অর্থায়নে সর্বনিম্ন সঞ্চয়ের নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে বুনিয়াদ অতিদরিদ্রদের প্রতি বিশেষ নমনীয়তা প্রদান করে থাকে। বুনিয়াদের আওতায় অতিদরিদ্র জনগণকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ এবং ভূমি ইজারা ঋণও প্রদান করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে (৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) বুনিয়াদের তথ্য

- পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ২,৪৯৬.০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৩,৪৫০.২৬ মিলিয়ন টাকা।
- সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৯,৬০০.৮৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৫,১৯৫.১৮ মিলিয়ন টাকা।
- মোট ঋণগ্রহীতা ০.৪৫ মিলিয়ন।
- গড় ঋণের পরিমাণ ২০,৭২৬ টাকা।

বুনিয়াদের আওতায় বছরভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা (মিলিয়ন টাকায়)

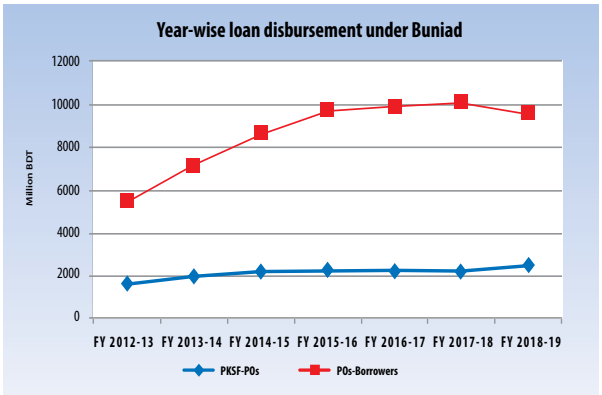

৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বুনিয়াদের আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ২৪.৪৯ এবং ৮৮.৮৬ বিলিয়ন টাকা।

জাগরণ

‘জাগরণ’ বাংলাদেশের পল্লী ও নগর অঞ্চলে পরিবারভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়ন সহায়তার জন্য পিকেএসএফ-এর একটি ঋণ কার্যক্রম। অক্টোবর ১৯৯০ সাল থেকে ‘জাগরণ’ (পূর্বে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে পরিচিত) কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের পরিবারভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারিত করেছে। জাগরণের আওতায় গ্রামীণ এলাকায় ন্যূনতম শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে পিকেএসএফ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গ্রামীণ এলাকায় সীমিত কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি কারণে গ্রামীণ দরিদ্ররা নগরে চলে আসায় নগরে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সাল থেকে পিকেএসএফ নগরের দরিদ্রদের জন্য জাগরণের আওতায় উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

শ্রম বাজারে অংশগ্রহণের সুযোগ, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা, সম্পদের অভিগম্যতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের তুলনায় শহরের নারীদের বেশি সুযোগ থাকায় শহরাঞ্চলে জাগরণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ পল্লী অঞ্চলের তুলনায় বেশি।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে (৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) জাগরণের তথ্য

- পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ১১,০৯৭.৬০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ২১,১৬১.৩২ মিলিয়ন টাকা
- সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ২,১৭,৭০৩.৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ১,২১,১০১.৪৩ মিলিয়ন টাকা
- সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট পিকেএসএফ-এর ঋণ বিতরণ ৬.৭২% এবং ঋণগ্রহীতাদের নিকট সহযোগী সংস্থার ঋণ বিতরণ ১২.৪১% বৃদ্ধি পেয়েছে আগের বছরের তুলনায়
- মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৬.৮৮ মিলিয়ন (এই কর্মসূচির আওতায় মোট সদস্যের ৭২.৯৬%)
- গড় ঋণের পরিমাণ ৩২,৯৬০ টাকা

জাগরণের আওতায় বছরভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা (মিলিয়ন টাকায়)

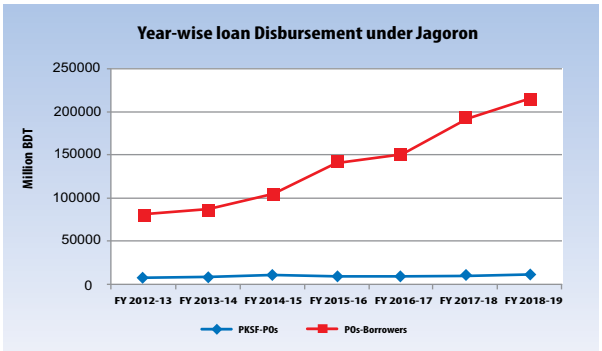

জুন ২০১৯ পর্যন্ত জাগরণের আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ১৩৫.৫৬ এবং ১,৫৫৯.৩৭ বিলিয়ন টাকা। সহযোগী সংস্থার নিকট পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতিতে জাগরণ এখনো প্রাধান্য বিস্তার করে আছে (৩৯.৫৪%)।

খাতভিত্তিক সহযোগী সংস্থার নিকট ঋণস্থিতি

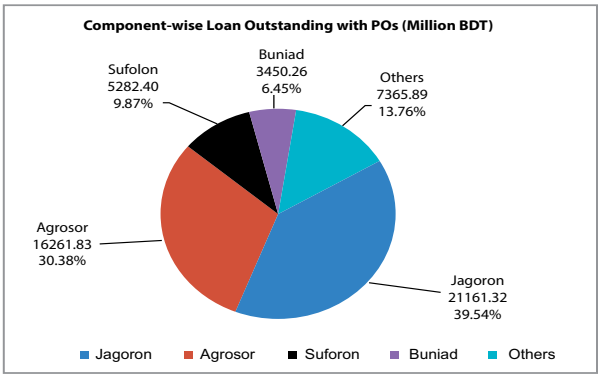

অগ্রসর

২০০১ সাল থেকে ‘অগ্রসর’ কর্মসূচি চলমান। এই কার্যক্রম পূর্বে ‘ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ’ কার্যক্রম হিসেবে পরিচিত ছিল। এই কর্মসূচির মাধ্যমে অধিক মূলধন প্রয়োজন এমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কর্মসূচিভুক্ত প্রাগ্রসর সদস্যদের আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা হয়। যে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগে ১.৫ মিলিয়ন টাকা (জমি ও ভবন বাদে) বিনিয়োগ থাকলে তা অগ্রসর কর্মসূচি কর্তৃক প্রদেয় সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।

অগ্রসর কর্মসূচির আওতায় একজন উদ্যোক্তা ১.০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারে। উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনের নিরিখে পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে এর উদ্যোগ উন্নয়ন নীতিমালা হালনাগাদ করে থাকে।

এছাড়াও, আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি ২০১৫ সালে প্রবর্তিত 'Promoting Agricultural Commercialization and Enterprise (PACE)' প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের কারিগরি ও প্রযুক্তি সহয়তা প্রদান করে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে (৩০ জুন ২০১৯) অগ্রসরের তথ্য

- সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৯,১৮৭.৭০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ১৬,২৬১.৮৩ মিলিয়ন টাকা
- সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক ঋণগ্রহীতাদের নিকট আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ১,৭৭,০৬৯.৫৩ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ১,১০,৫৪৭.৪৮ মিলিয়ন টাকা
- মোট ঋণগ্রহীতা ১.৪৪ মিলিয়ন (এই কর্মসূচির আওতায় মোট সদস্যের প্রায় ৮৩.১৪%)
- গড় ঋণের পরিমাণ ১,২৭,৩৬৮ টাকা

অগ্রসর কর্মসূচির আওতায় বছরভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা (মিলিয়ন টাকায়)

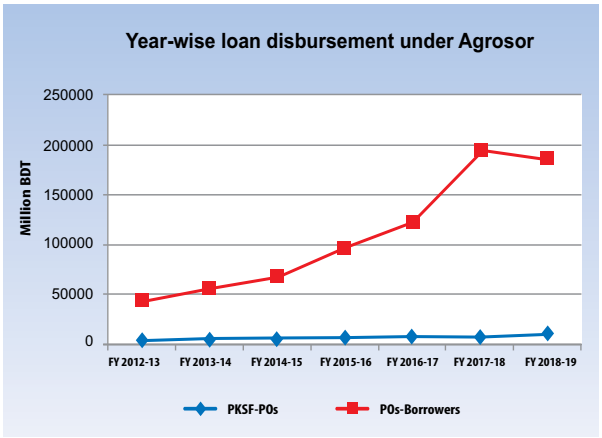

জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রসরের আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ৬২.৭৪ এবং ৮১০.৩১ বিলিয়ন টাকা।

সুফলন

কৃষিখাতে প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিষেবার অভাবে দেশের কৃষক -- বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা -- কৃষি উৎপাদনে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। এমন কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য পিকেএসএফ 'Microfinance for Marginal and Small Farmers Project (MFMSFP)'-এর কার্যক্রম শুরু করে।

এই প্রকল্পের সফলতার ফলে পিকেএসএফ ২০০৮ সালে কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এছাড়াও, কৃষকদের মৌসুমি ফসল উৎপাদনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে পিকেএসএফ মৌসুমী ঋণ কর্মসূচি শুরু করে।

২০১৪ সালে 'কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি' এবং 'মৌসুমী ঋণ কর্মসূচি'-কে একত্রিত করে 'সুফলন' নামকরণ করা হয়। সুফলন কর্মসূচির আওতায় প্রদানকৃত বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবার সুবাদে নানাবিধ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (যেমন, শস্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ; গবাদিপশু পালন; মৎস্য চাষ; কৃষি-বনায়ন; কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি) ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুফলনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: নমনীয় ঋণ পরিশোধের বিভিন্ন ধরন (যেমন, মৌসুমী কৃষি কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এককালীন পরিশোধ, মৌসুমী বা বেলুন পরিশোধ) এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষি উৎপাদনের জন্য একাধিক ঋণ গ্রহণের বিধান। পণ্য বিক্রির পর এক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের বিধান সুফলন কর্মসূচিকে ঋণগ্রহীতাদের -- বিশেষত গরু মোটাতাজাকরণ এবং শস্য উৎপাদনে জড়িত কৃষকদের -- নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে (৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) সুফলনের তথ্য

- সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৮,৭৮০.৭০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ৫,২৮২.৪০ মিলিয়ন টাকা
- সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৪৪,৪৩২.৯২ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ২৪,০৪৬.৬৭ মিলিয়ন টাকা
- মোট ঋণ গ্রহীতা ০.৮৮ মিলিয়ন
- এই কর্মসূচির আওতায় গড় ঋণের পরিমাণ ২৬,১৩২ টাকা

সুফলনের আওতায় বছরভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা (মিলিয়ন টাকায়)

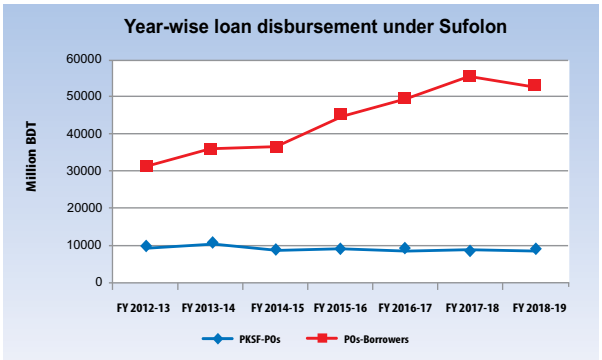

জুন ২০১৯ পর্যন্ত সুফলনের আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ৮৮.৪০ এবং ২৮২.০৫ বিলিয়ন টাকা।

কৃষি ইউনিট

২০১৩ সালের জুন হতে পিকেএসএফ আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা, ভ্যালু চেইন সৃষ্টি এবং কৃষি কার্যক্রমে আর্থিক পরিষেবার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম হিসেবে কৃষি ইউনিট গঠন করে। পরিবেশবান্ধব উপায়ে টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এই ইউনিটের লক্ষ্য। পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও প্রশাসনিক সক্ষমতার মধ্যে থেকে এই ইউনিট সরকারের সম্পূরক ও অতিরিক্ত সেবা প্রদানকারী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফাউন্ডেশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেটে **কৃষি ইউনিট**-এর আওতায় সর্বমোট ৮.৫০ কোটি টাকার সংস্থান ছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের ৩২টি সহযোগী সংস্থার মোট ২৬ জেলার ৫৫টি উপজেলায় ২৫টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে কৃষি ইউনিটের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের দোরগোড়ায় লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ও সেবাসমূহ পৌঁছানো, কৃষি উৎপাদন সহায়ক উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রাপ্তিতে সহায়তা, কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা এবং কৃষির খাতভিত্তিক মেয়াদকাল, ভৌগোলিক অবস্থান, মৌসুম, উৎপাদন খরচ, খামারের প্রকৃতি ও আকার এবং চাহিদা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ঋণ প্রদানে সহায়তা করা হচ্ছে।

জলবায়ুগতভাবে ঝুকিপূর্ণ এলাকায় এ ইউনিটের আওতায় উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, যেমন: লবণাক্ত এলাকায় সর্জান ও ফসলের ক্ষেতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ইত্যাদি। বর্তমানে কৃষি ইউনিটের আওতায় সম্প্রসারিত বেশকিছু প্রযুক্তি যেমন: ফেরোমন ফাঁদ, গ্রীষ্মকালীন টমেটো, বেবি তরমুজ ইত্যাদি পিকেএসএফ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দ্বারা প্রতিরূপায়িত হচ্ছে।

কৃষি ইউনিট-এর আওতায় কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে 'তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি' শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থার নির্বাচিত ৬০০ জন কৃষক প্রায় ৩২০ একর তামাকের জমিতে বিভিন্ন খাদ্য ফসল উৎপাদন করেছে। একই সঙ্গে তারা বহুমুখী ও অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে বাড়িতে গরু মোটাতাজাকরণ, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও টার্কি পালন করছেন। প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে, এর ফলাফল বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। তামাকচাষীরা আর্থিক, স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত ও শিক্ষাগত দিক থেকে তামাকের তুলনায় খাদ্য ফসল উৎপাদনের সুফলসমূহ উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।

প্রযুক্তি সম্প্রসারণ: এই পর্যন্ত কৃষি ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি ও উচ্চমূল্যের ফসলের জাতের ওপর প্রায় ২০,৯৭৮টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষি ইউনিটের আওতাধীন কর্মএলাকায় কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে মোট ২,১০৭টি সভা পরিচালনা করা হয়েছে যেখানে কৃষকগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলার সরকারি অফিসের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছেন। বর্ণিত সময়ে মাঠ পর্যায়ে নতুন ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ওপর ১০৪৯টি মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে। কৃষি ইউনিটের আওতায় একই সময়ে ধানক্ষেতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের লক্ষ্যে ৬৮৭টি গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর মেশিন, ২০০০ একর জমিতে নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য ৭৮,৮০৫টি ফেরোমন ফাঁদ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ধানক্ষেতে ২৭,০৭৬টি পারচিং স্টিক, নিরাপদ ফল উৎপাদনের জন্য ১,০৭,১৫০টি ফ্রুট ব্যাগ এবং ১,৯৩৭ জন সদস্যের বাড়িতে সবজি বাগান করার লক্ষ্যে সবজির বীজ সদস্য পর্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি: এই পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত ৩০,৭৭৫ জন সদস্যকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত ৪০৭ জন সদস্যকে বগুড়াস্থ 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী' ও সহযোগী সংস্থাসমূহের নিজস্ব প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে বিশেষায়িত কৃষি কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে কৃষি ইউনিটের আওতাভুক্ত সহযোগী সংস্থার মোট ৭১২ জন কৃষিবিদ কর্মকর্তাকে বগুড়াস্থ 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী', 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট' ও 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট' ও সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে বিভিন্ন প্রকার উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

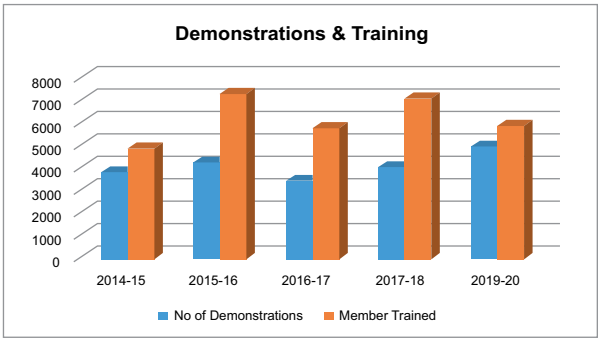

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

২০১৩ সালে পিকেএসএফ-এর প্রাণিসম্পদ ইউনিট গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এটির নামকরণ হয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট। বর্তমানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের কার্যক্রম একত্রে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ইউনিটের মাধ্যমে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ-এর সাথে জড়িত খামারিদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি খামার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পণ্যের ভ্যালু চেইন ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

এই ইউনিট যথোপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ করে, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা করে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদজাত উৎপাদিত পণ্য ও উপ-পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে এই ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যেসকল উন্নত প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণ করা হয়েছে তা হলো: মাংসের জন্য পেকিন হাঁস পালন, দেশি মুরগি উৎপাদন, নিবিড় পদ্ধতিতে গাভি

পালন, নিরাপদ ডিম ও মুরগির মাংস উৎপাদন, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ব্ল্যাক-বেঙ্গল ছাগল ও বেঙ্গল ভেড়া পালন, নিরাপদ গরুর মাংস উৎপাদন, কেঁচো সার উৎপাদন, সমন্বিত পদ্ধতিতে কবুতর পালন, রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারি, প্রজননের জন্য পাঠা পালন, বাণিজ্যিক ঘাস উৎপদান, স্টিয়ার ক্যাটল মোটাতাজাকরণ, হাইড্রোপোনিক ফডার উৎপাদন, গরুর অপ্রচলিত খাদ্য তৈরি এবং টার্কি উৎপাদন প্রযুক্তি। প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় প্রদানকৃত কারিগরি সহায়তার মধ্যে রয়েছে প্রজনন সামগ্রী সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম বিষয়ক রূপরেখা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা। এই ইউনিটের আওতায় প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি বিষয়ে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৪৪,৩৫৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মৎস্য বিষয়ক যেসব প্রযুক্তি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো হলো, কার্প, মলা, লাল তেলাপিয়া মিশ্র চাষ, কার্প-গলদা মিশ্র চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ, কুচিয়া চাষ/মোটাতাজাকরণ, ভেটকি-কার্প মিশ্র চাষ, বাহারি মাছের চাষ, সেমি ফার্মেন্টেড ফিশ প্রোডাক্ট তৈরি, খামার পর্যায় মৎস্য খাদ্য তৈরি এবং বিশেষায়িত জলাশয়ে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ। খামারী পর্যায়ে মৎস্যচাষ বিষয়ে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১১,৯৭৮টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে ১২,২২৫ কেজি মাছের পোনা ও মৎস্য খামারি পর্যায়ে মোট ৯,৫৯৭টি ঝাঁকি জাল বিতরণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের গণ-টিকাদান কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১.২৭ মিলিয়ন প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রিকে ক্ষুরা, তড়কা, গলাফোলা, বাদলা, পিপিআর, রাণীক্ষেত ও ডাক প্লেগ রোগের টিকা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, প্রায় ০.৪১ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রোমন্থনকারী প্রাণীকে বিস্তৃত বর্ণালীর কৃমিনাশক প্রদান করা হয়েছে।

সদস্যের খামারে কারিগরি সেবা নিশ্চিতকল্পে সহযোগী সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তা পর্যায়ে ভেটেরিনারি ও মৎস্য বিষয়ক কিটবক্স সরবরাহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গাভির ম্যাসটাইটিস রোগ শনাক্তকরণের জন্য California Mastitis Test (CMT) কিট সরবরাহ করা হয়েছে।

Results Based Monitoring (RBM)-এর তথ্য মোতাবেক খামারিদের কর্মসংস্থান পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, ৫৪% ছাগল পালনে, ৩৬% গাভি পালনে, ২০% ভেড়া পালনে, ৬১% লেয়ার মুরগি পালনে, ৪০% কুচিয়া চাষে, ৪১% কার্প-মলা মিশ্র চাষে ইত্যাদি। এছাড়া, এই ইউনিটের আওতায় প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়নকারী খামারীরা ১০-১২টি ছাগল পালন করে মাসে প্রায় ২,৫০০ টাকা হতে ৫,০০০ টাকা, ১০-১২টি টার্কি পালন করে ২,৫০০ হতে ৩,৫০০ টাকা, ২০০টি পেকিন হাঁস মাংসের জন্য পালন করে মাসে প্রায় ৬,৫০০ হতে ৯,০০০ টাকা মুনাফা পাচ্ছেন।

ইউনিটের আওতায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত মৎস্য খাতে ১৩,৯৭৫ জন সদস্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ বিষয়ে ও প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় ৫০,৩৬৫ জন সদস্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সদস্য পর্যায়ে কারিগরি সেবা প্রদানের জন্য ২৫০ জন Livestock and Poultry Service Providers (LPSPs) গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও, সহযোগী সংস্থার ২৫২ জন কর্মকর্তাকে প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তিভিত্তিক প্রদর্শনীর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭৭১ জন কর্মকর্তার জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করা হয়েছে।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে সাধারণ মানুষের অসচেতনতা এবং সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা টেকসই উন্নয়নের পথে বিশেষ অন্তরায়। এই অনুধাবন থেকে ২০১৩ সালে পিকেএসএফ 'সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন' ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। এই ইউনিটের প্রধান উদ্দেশ্য হল, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাদের মধ্যে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উন্নয়ন ধারণা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া। এই লক্ষ্যে, এই ইউনিটের আওতায় জেন্ডার সমতা, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, জন্ম নিবন্ধন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিতভাবে সেমিনার, কর্মশালা, র‍্যালি, প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সচেতনতামূলক প্রকাশনা (যেমন- লিফলেট, পোস্টার, পুস্তিকা) বিতরণসহ বিজ্ঞাপন ও তথ্যচিত্র নিয়মিত বিরতিতে প্রচার করা হয়ে থাকে।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট নারী ও শিশুর অধিকার

রক্ষায় নানাবিধ সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৪১টি ইউনিয়নে এ সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি ইউনিয়নের মোট ১৪০০ জন অংশগ্রহণকারীকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৯টি ইউনিয়নের ৩৫টি মাধ্যমিক স্কুল/ মাদ্‌রাসার ৬৮৫ জন শিক্ষক, ২০,৮৫৭ জন শিক্ষার্থীকে "বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয়" শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, এই ইউনিট বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করে থাকে। এ সকল কার্যক্রম এসডিজি-৫ (জেন্ডার সমতা) অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছু সচেতনতামূলক উদ্যোগ রয়েছে। মা ও শিশুর পুষ্টি বিষয়ে একটি পোস্টার এবং একটি সচেতনতামূলক নাটক তৈরি করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়মিত মা ও শিশুর পুষ্টি বিষয়ক নাটক প্রদর্শন করা হচ্ছে।

এই ইউনিটের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হল কিশোরী ক্লাব গঠন। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ১২-১৮ বছর বয়সী ৩৯৪০ জন সদস্যের সমন্বয়ে মোট ১৯৭টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবের সদস্যদের জন্য পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিতভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যুতে জাতীয় সেমিনার আয়োজন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পিকেএসএফ ভবনে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, ইউনিট-এর উদ্যোগে ৮২টি সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ১০০টি ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গণসমাবেশ, আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে বিগত ১২ মে ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ও তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্ম যৌথভাবে সেমিনার ও 'তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক' প্রদান শীর্ষক এক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। প্রতি বছর তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন এবং অবদান রাখছেন এরূপ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে ৩টি শ্রেণীতে (প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি উদ্যোগ ও গবেষণা/প্রকাশনা) 'তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক' প্রদান করা হয়। ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা) 'প্রতিষ্ঠান' শ্রেণিতে; প্রফেসর প্রাণগোপাল দত্ত 'ব্যক্তি' শ্রেণিতে; এবং বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি 'প্রকাশনা' শ্রেণিতে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক ২০১৯' লাভ করে। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে তরুণ গবেষক জনাব সৈয়দা সাজিয়া আফরোজ টুম্পাকে Land Degradation and Marginalization from Tobacco Cultivation in Bangladesh: A Case Study of Alikadam Upazila, Bandarban শীর্ষক গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য 'বিশেষ সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

এই ইউনিট বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশনা, তথ্যচিত্র, পটগান ও গণনাটকের মাধ্যমে সতর্কতামূলক বার্তা প্রচার করে থাকে। যার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষা, মানব পাচার প্রতিরোধ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

বাংলাদেশের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় ২০১৬ সালে পিকেএসএফ-এর ১৮৯তম পরিচালনা পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিকেএসএফ 'পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় গঠিত গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)-এর সরাসরি অর্থ ব্যবহারে স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। পিকেএসএফ এ পর্যন্ত চারটি প্রকল্প প্রস্তাবনা GCF বরাবর দাখিল করেছে।

GCF-এর অর্থ ব্যবহার এবং এতে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বিগত ৭ মার্চ ২০১৯ পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে "The Role of PKSF as Direct Access Entity to Green Climate Fund (GCF)" শীর্ষক অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। "Access to Green Climate Fund (GCF): Role of PKSF" শিরোনামে উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, পিকেএসএফ। কোরিয়ায় অবস্থিত GCF সদর দপ্তর থেকে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ, বেসরকারি সংস্থা, সামাজিক সংস্থা, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ২-৭ মার্চ ২০১৯ GCF-এর তিনজন প্রতিনিধি যথাক্রমে জনাব প্যাট্রিক এ্যামায়েল ভ্যান লাকে, বাস্তুসংস্থান বিষয়ক উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ; জনাব ফ্রেইজার গোমেজ, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং জনাব ব্রেট মারফি বারস্ট্রো, অভিযোজন ও প্রশমন কর্মকর্তা পিকেএসএফ-এ প্রথম মিশন সম্পন্ন করেন। মিশনের সদস্যগণ পিকেএসএফ কর্তৃক দাখিলকৃত বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা, প্রকল্পের প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রভাব, বাজেট ইত্যাদি বিষয় যাচাই করেন। প্রতিনিধিগণ পিকেএসএফ কর্তৃক GCF-এ দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবনার বিভিন্ন বিষয়ে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদেরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

GCF-এর accredited entity হিসেবে পিকেএসএফ-এর অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা বা Entity Work Program (EWP) এপ্রিল ২০১৯ GCF বরাবর দাখিল করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা বা EWP-তে ২০২১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১৩টি সম্ভাবনাময় প্রকল্প প্রস্তুত ও দাখিলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে Simplified Approval Process (SAP)-এর আওতায় বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য দাখিলকৃত "Extended Community Climate Change Project- Flood (ECCCP-Flood)" শীর্ষক প্রকল্প GCF-এর Independent Technical assessment Panel (ITAP) কর্তৃক পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত এবং Sustainable Enterprise Project (SEP) এর আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিষয়ে ৫টি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। নির্দেশিকাসমূহ হচ্ছে: গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিবেশগত নির্দেশিকা, হস্তচালিত তাঁতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা, পাদুকা শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিবেশগত নির্দেশিকা, নিরাপদ কলা উৎপাদনের পরিবেশগত নির্দেশিকা ও নিরাপদ আম উৎপাদনের পরিবেশগত নির্দেশিকা।

বিশেষ কর্মসূচিসমূহ

সমৃদ্ধি

‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’ প্রশ্নাতীতভাবে পিকেএসএফ-এর কর্মসূচিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১০ সাল থেকে শুরু হয়ে এই কর্মসূচি চলমান। **সমৃদ্ধি**-র দর্শন হলো দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিবেচনা করা। ক্রমবর্ধমানভাবে এই কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ বিরতিহীনভাবে এই কর্মসূচিতে অধিকতর এলাকা ও অধিক সংখ্যক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ করে থাকে। এই কর্মসূচির মানবকেন্দ্রিক ও সার্বিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সকল মহল এবং সরকারের প্রশংসা অর্জন করেছে।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত নির্দেশকসমূহ অন্তর্ভুক্ত। এই কর্মসূচি মানুষের জীবনের গর্ভাবস্থা থেকে জীবনাবসান পর্যন্ত সেবা প্রদান করে। ১১৫টি সহযোগী সংস্থা দেশের ৬৪ জেলার ১৬৬ উপজেলার ২০২টি ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে ১২.৬২ লক্ষ খানায় ৫৭.৮৫ লক্ষ জনসংখ্যাকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। **সমৃদ্ধি**-র ৬টি প্রধান কার্যক্রম হলো: স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা, সামাজিক মূলধন গঠন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নগুলোতে যেসকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় সার্বিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রতিদিন স্ট্যাটিক ক্লিনিকে উপস্থিত থাকেন। অতিদরিদ্রজনদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয় এবং হ্রাসকৃত মূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে একজন এমবিবিএস ডাক্তার সপ্তাহে একদিন চিকিৎসাসেবা দেন। দেশব্যাপী ৩৭৫ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২,৬৩৪ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭১,৭৭৩টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, (এমবিবিএস ডাক্তারের অধীনে) ১৭,৯৪৭টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ৭৯৭টি স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে সেবা পেয়েছেন মোট ১৪,৪৭,১১৪ জন। এছাড়া সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৩,০৫০ জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

শিক্ষা

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম: যেসব দরিদ্র শিক্ষার্থীর পিতামাতা-অভিভাবকের সহায়ক শিক্ষকের সেবা নেবার সামর্থ্য নেই, প্রাথমিক পর্যায় থেকে তাদের ঝরে পড়া রোধ করতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের **সমৃদ্ধি**-র অধীনে বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে পাঠদান করা হয়। এসব কেন্দ্রে বিদ্যালয়ের পড়া তৈরি করে দেয়ার পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান, সৃজনশীল শিক্ষা এবং পাঠক্রম-অতিরিক্ত বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, আবৃত্তি, নাচ, গান গাওয়া এবং অঙ্কন প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বর্তমানে ২০২টি ইউনিয়নের ৬,৬০৬টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১,৭৫,১৮৮ জন শিক্ষার্থী এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসবের ফলে এই কর্মসূচির অধীনে পাঠরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার নেমে এসেছে ০.০৬%-এ। জাতীয় পর্যায়ে এই হার হল ৪-৪.৫%।

শিক্ষাবৃত্তি: 'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল'-এর অধীনে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী পরিবারের সদস্যদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের (বছরে শিক্ষার্থীপ্রতি ১২,০০০ টাকা) শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই তহবিল থেকে ৬,৭২,৩৬,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ২০,১৩২ জন শিক্ষার্থীকে এই উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন

উন্নয়নে যুব সমাজ: সমৃদ্ধি-র এই কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবক ও যুবমহিলাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তদুপরি, তাদের মধ্যে মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রণোদনা জাগিয়ে তোলা হয়। বর্তমানে ১.৫ লাখের অধিক যুব সদস্য এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছেন। 'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব ও কর্তব্য বিকাশ' শীর্ষক ২ দিনব্যাপী একটি ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২,২৫৮ জন যুবক এই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মোট ৮০,৬২৮ জন। কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। যুববৃন্দ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ও পাঠাগারের মত সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত এলাকায় কালভার্ট, সেতু এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন বা মেরামত করে থাকে। তারা সামাজিক অন্যায়, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধ করে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান: বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৩টি বিষয়ে

নতুন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেগুলো হল: গাড়ি চালনা, ICT for Outsourcing এবং ICT & MIS for Microfinance। ইতোমধ্যে প্রথম ব্যাচে ১২৩ জন যুব প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন। বর্তমানে দ্বিতীয় ব্যাচে ১২৫ জন যুবকের প্রশিক্ষণ চলছে। এ পর্যন্ত ৮১০ জন যুব ৪৪টি ব্যাচে ১৮টি ভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। সফল প্রশিক্ষণ শেষে তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে এ পর্যন্ত ১,০৯৪ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ২১৪ জন যুব আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নিয়েছেন।

আর্থিক সহায়তা

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম: নারীপ্রধান ও প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে এমন পরিবারসমূহের প্রতি অগ্রাধিকার দিয়ে অতিদরিদ্রদের জন্য এই কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারকে দু'বছর ধরে প্রতি মাসে ন্যূনতম ১০০ টাকার সঞ্চয় হিসাব খোলার পরামর্শ দেয়া হয়। সদস্যের সঞ্চয়ের অঙ্কের সমপরিমাণ টাকা পিকেএসএফ দু'বছর পর্যন্ত শর্তাধীনে তার অনুকূলে অনুদান হিসেবে যোগ করে। অনুদানের অঙ্ক অনূর্ধ্ব ২০,০০০ টাকা। শর্ত হল, ওই টাকা কোন সম্পদ ক্রয়ে ব্যবহৃত হবে। যেমন, জমি, খামারের প্রাণী অথবা পরিবারের কোন সদস্য তার দ্বারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং তা করতে হবে সহযোগী সংস্থার সঙ্গে পরামর্শক্রমে। এর দ্বারা পরিবারটি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৬৩৯ জন সদস্য তাদের ব্যাংক হিসাবে ৪,৭৮,৬৯৬ টাকা জমা করেছেন এবং মেয়াদ পূর্ণকারী ৪২১ সদস্য ৬১,৮২,৫৮২ টাকা ফেরত পেয়েছেন। এ পর্যন্ত এই কার্যক্রমে সর্বমোট ৪,৯৪৮ জন সদস্য এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা জমা রেখেছেন।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন: 'কেউ থাকবে না পিছিয়ে পড়ে'-টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের এই দর্শনের আলোকে আয়বর্ধনমূলক কাজে এমনকি ভিক্ষুকদেরও অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের জন্য অর্থায়নের সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের ১ লাখ টাকা মূল্যের সম্পদ প্রদান করা হয়। সহযোগী সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে দারিদ্র্যাবস্থা থেকে তাদের উত্তরণের পর্যায় পরিবীক্ষণ করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ২৮৮ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

ঋণ বিতরণ: সমৃদ্ধি থেকে তিন ধরনের অর্থায়ন পরিষেবা প্রদান করা হয়: ১. আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ঋণ (Income Generating Activities Loan - IGAL), ২. জীবিকা উন্নয়ন ঋণ (Livelihood Improvement Loan - LIL), এবং ৩. সম্পদ সৃজনী ঋণ (Asset Creation Loan - ACL)। একটি পরিবার একই সময়ে সবগুলি পরিষেবাই পেতে পারে। বর্তমানে, প্রথমটির জন্য টাকার সর্বোচ্চ সীমা হল ১০ লক্ষ টাকা এবং এর সেবা চার্জ ২৫%-এর বেশি হবে না; দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সীমা হল ১০ হাজার টাকা এবং সেবা চার্জ ৮%; তৃতীয়টির সর্বোচ্চ সীমা হল ৮% সেবা চার্জসহ ৩০ হাজার টাকা। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে সেবা চার্জ নির্ধারিত হয়। এ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ১২৩৮ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এর পরিমাণ ৩৮৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

সামাজিক মূলধন গঠন

সমৃদ্ধি কেন্দ্র: সমৃদ্ধি কেন্দ্রসমূহ সামাজিক যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। এই কেন্দ্রের ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করে পিকেএসএফ এবং জমি প্রদান করেন স্থানীয় অধিবাসীরা। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব ও সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে মোট ১১ সদস্যের একটি কমিটি এই কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। কমিটির সভায় স্থানীয় সামাজিক উন্নয়ন এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কেন্দ্রসমূহ স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্থানীয় বিবাদের সালিশি, যুব প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক মূলধন গঠনের জন্যও

ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে দেশব্যাপী ২০২টি ইউনিয়নে ১,৪৬০টি **সমৃদ্ধি** কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৯৮টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত সদস্যরা প্রতি দুই মাসে একটি সভায় মিলিত হন। এই সভায় তারা সাধারণত সামাজিক মূলধন গঠন নিয়ে আলোচনা এবং **সমৃদ্ধি**-র উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৪৬০টি **সমৃদ্ধি** কেন্দ্রে এ ধরনের মোট ১০,৭৯৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন: এই কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন এলাকা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১৮,০০০টি পরিবারভিত্তিক স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ১,৮১১টি কমিউনিটিভিত্তিক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: এই কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইউনিয়নসমূহে ফুটবল টুর্নামেন্ট, দৌড় প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও গানের আয়োজন করা হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে **সমৃদ্ধি**-র শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা এবং যুব সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

সমৃদ্ধ বাড়ি: প্রতিটি বসতবাড়ির নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস থেকেই উদ্ভূত হয়েছে সমৃদ্ধ বাড়ির ধারণা। এসব বাড়িতে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী ও কবুতর পালন, শাকসবজি উৎপাদন, লেবু, সজনে ডাটা, ফলমূল ও ওষধি বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। অধিকাংশ সমৃদ্ধ বাড়িতে পরিবেশবান্ধব ভার্মি-কম্পোস্ট সার উৎপাদিত হয়। প্রত্যেক সমৃদ্ধ বাড়িতে একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে; অনেক বাড়িতে নলকূপও আছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৮,৬৫৭টি সাধারণ বসতবাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে মোট ১২,০১৮টি সমৃদ্ধ বাড়ি রয়েছে।

বন্ধুচুলা ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা: পরিবেশবান্ধব উন্নত মানের বন্ধুচুলা ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার মাধ্যমে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে পরিবেশবান্ধব এবং নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৫১টি বসতবাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও ৪৫৫টি পরিবারে বন্ধুচুলা বসানো হয়েছে।

গবেষণা ও মূল্যায়ন: সমৃদ্ধি কর্মসূচির নিরপেক্ষ মূল্যায়নের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স-এর ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (IDS) 'Pathways to Sustainable Development and Human Dignity and Choice' শীর্ষক এক গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেছে। IDS-এর রিসার্চ ফেলো ও প্রখ্যাত উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. মার্টিন গ্রিলি এই গবেষণাকর্মের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে IDS চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়, যেখানে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়াও, পিকেএসএফ-এর গবেষণা শাখা এই অর্থবছরে সমন্বিত কর্মসূচি হিসেবে **সমৃদ্ধি**-র প্রভাব মূল্যায়নের জন্য 'Impact of ENRICH: An Integrated Approach to Poverty Alleviation and Development' শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে।

২০১৫ ও ২০১৬ সালে ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিনান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM) পরিবার পর্যায়ে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির প্রভাব বিষয়ে দুইটি গবেষণা পরিচালনা করে। ড. আখতার হোসেন 'ওয়ার্ড কমিটি ও **সমৃদ্ধি** কেন্দ্রের উপযোগিতা' বিষয়ে সমীক্ষা করেন। এইসব গবেষণা-কর্মের মাধ্যমে এই কর্মসূচির ইতিবাচক দিকসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণের সময় কী কী বিষয়ে মনোযোগ দেয়া দরকার তা বোঝা গেছে।

LIFT কর্মসূচি

২০০৬ সাল থেকে প্রবর্তিত Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন। তাত্ত্বিক সংজ্ঞার দিক থেকে এটি একটি বৈচিত্র্যময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পটভূমি থেকে উত্থিত উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ এমন সম্ভাবনার সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে বর্তমান উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা যাবে, আবার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। প্রচলিত অর্থায়ন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ দুর্লভ। সুতরাং বহু দরিদ্র জনগোষ্ঠী এমন সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির জন্মকথা এই বাস্তবতায়ই নিহিত।

বর্তমানে কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো, পিকেএসএফ-চিহ্নিত সুবিধাবঞ্চিত ১৬টি উপশ্রেণির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। উদ্ভাবনীমূলক নানাবিধ বাস্তবসম্মত উদ্যোগে LIFT কর্মসূচির তহবিল পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ ছাড়াও বহিঃসংস্থার জন্য উন্মুক্ত। পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মসূচি ও প্রকল্পের সঙ্গে LIFT তার শিখন ও সৃজনশীল উদ্যোগ বিনিময় করে থাকে।

বর্তমানে কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ-এর ৪৩টি সহযোগী সংস্থা এবং ১৩টি বহিঃসংস্থা বা ব্যক্তি উদ্যোক্তার মাধ্যমে ৩৪টি সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত এই কর্মসূচির অনুকূলে সর্বমোট ১৪৬.৩৪ কোটি টাকা তহবিল মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২৮.১০ কোটি টাকা নমনীয় ঋণ এবং ১৮.২৪ কোটি টাকা অনুদান। এই সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত ঋণের পরিমাণ ৯৯.৬৫ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত ৫১.৪৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

LIFT উদ্যোগসমূহ

LIFT কর্মসূচির আওতায় দিনাজপুরে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দলিত শ্রেণির জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডভিত্তিক আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা সরবরাহ করা হচ্ছে। কর্মসূচিভুক্ত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিজ দিনমজুরদের আগাম শ্রম ও আগাম ফসল বিক্রি প্রতিরোধে বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

LIFT কর্মসূচির আওতায় কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জের বিস্তৃত হাওর অঞ্চলের অতিদরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য বিকল্প ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। হাওরে বসবাসরত ২২ হাজারের অধিক সদস্যের মাঝে দারিদ্র্য বিমোচন ও জলবায়ু পরিবর্তনজাত অভিঘাত মোকাবেলায় এ যাবৎ প্রায় ৮৭.৬১ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

চরাঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্রদের জন্য জমি লীজ/বন্ধক ঋণ কার্যক্রম LIFT কর্মসূচিভুক্ত অন্যতম সফল উদ্যোগ। এ উদ্যোগের আওতায় বর্তমানে জমি লীজ বা বন্ধক ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৮২ হাজারের অধিক। এসব সদস্যদের গৃহীত সহজ শর্তে ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৯০ কোটি টাকা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর

জন্য এই অর্থায়ন সক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবদান রাখছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা সৃষ্টিতে পিকেএসএফ LIFT কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতামূলক এ্যাডভোকেসি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায়, শারীরিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও সহজ শর্তে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপি, সরকারি পরিষেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলায় উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের পর উদ্যোগটি গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

প্রবীণবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, স্বাস্থ্যসেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি ও আন্তঃপ্রজন্ম সংহতি সৃষ্টির লক্ষ্যে LIFT কর্মসূচির আওতায় উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নমনীয় ঋণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে ৬০ বা তদূর্ধ্ব বয়সী অসচ্ছল প্রবীণদের কর্মমুখীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। দুঃস্থ প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন ও মানবমর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে মুন্সিগঞ্জে প্রবর্তিত এই কর্মসূচি এখন ঢাকা, পিরোজপুর, নরসিংদী, গাজীপুর, বাগেরহাট ও নওগাঁয় পরিচালিত হচ্ছে।

শারীরিক, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার দরিদ্র কিশোরী ও নারী এবং মাদকাসক্ত, বেকার ও বিপথগামী কিশোর-যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখছে LIFT কর্মসূচি।

প্রান্তিক মানুষের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রসারণে পিকেএসএফ LIFT কর্মসূচির অধীনে এ যাবৎ ৭টি সহযোগী সংস্থায় অর্থায়ন করেছে। কর্মসূচির আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জে রেডিও মহানন্দা, চট্টগ্রামে রেডিও সাগরগিরি, ঝিনাইদহে রেডিও ঝিনুক, গাইবান্ধায় রেডিও সারাবেলা, ঢাকায় রেডিও সজাগ, নোয়াখালীতে রেডিও সাগরদ্বীপ ও ভোলায় রেডিও মেঘনা সম্প্রচারিত হচ্ছে। এইসব সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় লোকজ সংস্কৃতি, জীবিকা, সামাজিক সমস্যার সমাধান, আবহাওয়া, দুর্যোগ মোকাবেলা, সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্যনির্ভর, শিক্ষণীয় ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

উপকূলে সুপেয় পানির সংকট মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধানের প্রচেষ্টায় পিকেএসএফ LIFT কর্মসূচির আওতায় খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় ১২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২০টি সুপেয় পানির প্ল্যান্ট পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম) 'Innovative Solutions to Sustaining Access to Safe Drinking Water for the Poor in the Salinity-prone Coastal Belt' শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করেছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, উপকূলীয় অঞ্চলে আরও অধিক সংখ্যক সুপেয় পানির প্ল্যান্ট স্থাপনের চাহিদা রয়েছে। এছাড়া, কর্মসূচির আওতায় ৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের উপকূলবর্তী লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য ২,০০০ পানির ট্যাংক বিতরণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি LIFT কর্মসূচিতে নতুন কিছু উদ্যোগ সংযোজিত হয়েছে। এগুলির লক্ষ্য হল, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমির অধিকার রক্ষা এবং তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, প্রতিবন্ধী স্কুল-শিক্ষার্থীদের জন্য ইশারা ভাষার ব্যবহারে সহায়তা, জনবান্ধব সামাজিক পরিষেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে প্রণোদিতকরণ, এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় আনয়ন।

উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ

উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় যা সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগগুলো 'উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ'-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য হলো, উদ্ভাবনীমূলক কৃষি উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তার পাশাপাশি সম্প্রসারণ ও প্রতিরূপায়ণ।

অধিকাংশ উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিঘাত সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এ কর্মসূচি কৃষিক্ষেত্রে নতুন খামার প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ও ব্যবসা উন্নয়ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে। এই কর্মসূচি প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন, ডেইরি ভ্যালু চেইনভিত্তিক কর্মকাণ্ড, রেড চিটাগাং ক্যাটল-এর জাত

সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, টার্কি খামার, উন্নত জাতের ভেড়া পালন, জলবায়ু সহিষ্ণু দেশী মুরগী পালন কার্যক্রম সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করছে। মৎস্য খাতে পরিবারভিত্তিক কুচিয়া চাষ, উচ্চমূল্যের দেশীয় মাছ চাষ, মাছের পিটুইটারী গ্রন্থি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সামুদ্রিক শৈবাল চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্প্রসারণে এই কর্মসূচি সহায়তা প্রদান করছে।

কৃষিখাতে এই কর্মসূচির আওতায় লবণাক্ততা ও খরাসহিষ্ণু জাতের ধান বীজ উৎপাদন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ২,২৫০ জন কৃষক লবণাক্ততায় ক্ষতিগ্রস্ত ২,৪৫০ একর জমিতে লবণাক্ততা ও খরাসহিষ্ণু জাতের ধান চাষ করছে। নাইট্রোজেন সারের অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে বিকল্প হিসাবে পরিবারভিত্তিক ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন ও ব্যবহার করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে এই কর্মসূচি সহায়তা প্রদান করছে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ কর্মসূচির আওতায় ৫২টি সংস্থার (৪৫টি সহযোগী সংস্থা ও ৭টি বহিঃসংস্থা) মাধ্যমে মোট ৪৫টি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ উদ্যোগসমূহের জন্য মোট ২২৭.২৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয় যার মধ্যে ১৮৬.৩৫ কোটি টাকা ঋণ এবং ৪০.৯২ কোটি টাকা অনুদান। এ সময়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮৭.০৭ কোটি টাকা। উদ্যোগের আওতায় এ পর্যন্ত ১,২২,৫৪৪ পরিবারের ৫,০৩,৫৬০ জন সদস্য সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। এ কর্মসূচির আওতায় উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক, কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

কুয়েত গুডউইল ফান্ড

কুয়েত গুডউইল ফান্ড কর্মসূচি (কেজিএফ) কুয়েত ফান্ড ফর আরব ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট-এর অনুদান সহায়তায় ২০১১ সাল থেকে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম। ইসলামী দেশসমূহের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা প্রদান ও মৌলিক খাদ্য চাহিদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কুয়েতের মহামান্য আমীর কর্তৃক 'কুয়েত গুডউইল ফান্ড' গঠন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত সদস্যদেরকে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে,
ক. কারিগরি কার্যক্রমের সাথে টেকসই কৃষি বিষয়ক আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংযোগ স্থাপন,
খ. ফসল সংগ্রহের সময়কালের সাথে সম্পর্ক রেখে নমনীয় ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি উন্নয়ন এবং
গ. টেকসই কৃষিপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৬৫ কোটি এবং কারিগরি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩.৬ কোটি অর্থাৎ সর্বমোট ১৬৮.৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। বর্তমানে দেশের ১৮টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে অবস্থিত ৩১টি জেলার ৭৩টি উপজেলায় কেজিএফ কর্মসূচির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৩৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঋণ সহায়তা: কেজিএফ কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ১২,৮২০টি দলের মাধ্যমে এই পর্যন্ত ৫,৮৮,৬০০ সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৭৩% মহিলা সদস্য। এসব সদস্যের সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ ৩১ কোটি টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত উক্ত কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে ৩৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে

ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১,৬৪২.২০ কোটি টাকা। বর্তমানে ঋণস্থিতির পরিমাণ ১৬৬.১৮ কোটি টাকা এবং আদায় হার শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৪৯% ফসল উৎপাদন, প্রায় ৩৭% গরু মোটাতাজাকরণ ও অন্যান্য প্রাণিপালন, এবং অবশিষ্টাংশ মৎস্য চাষ ও বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রমে বিতরণ করা হয়েছে।

সদস্য ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ: জুন ২০১৯ পর্যন্ত কেজিএফ কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মোট ৮৭,০০০ সদস্যকে ফসল চাষ (৬২%) এবং মৎস্য (৯%) ও প্রাণিপালন (২৯%) বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তির ওপর সাধারণ এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থার প্রায় ৪,০০০ কর্মকর্তাকে কেজিএফ কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশল, মৌলিক কৃষি এবং কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তি হালনাগাদকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এই কর্মসূচির ২৬০ জন কারিগরি কর্মকর্তাকে আধুনিক ধান, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ; উন্নত মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা; সমন্বিত বালাই দমন ও জৈব সার ব্যবস্থাপনা এবং গ্রীষ্মকালীন টমেটো, সীম ও পেঁয়াজ উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রযুক্তি বিস্তরণ: কেজিএফ কর্মসূচি থেকে নির্দিষ্ট এলাকা উপযোগী, পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং ব্যয়সাশ্রয়ী কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষক পর্যায়ে ৪,১৫০টি (ফলাফল প্রদর্শনী ১,০৪০, ব্লক প্রদর্শনী ১,১২০ এবং পদ্ধতি প্রদর্শনী ১,৯৯০) প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, সফলভাবে বাস্তবায়িত প্রদর্শনী মাঠে ৩৬৫টি মাঠ দিবস এবং ৮০টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ আয়োজন করা হয়েছে।

উপকরণ/যন্ত্রপাতি বিতরণ: নিরাপদ সবজি উৎপাদনের জন্য ৮৬,২০০টি ফেরোমন ফাঁদ ও লিউর, সেচের পানি সাশ্রয়ে ৮০০টি পোরাস পাইপ, ধান চাষে ইউরিয়া সাশ্রয়ের জন্য ৫৮০টি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র এবং আমের রোগ ও পোকামাকড় দমনে নিয়ন্ত্রিত বালাইনাশক ব্যবহারের জন্য ৩৩০টি পাওয়ার স্প্রেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

উদ্ভাবনীমূলক কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকল্প পরীক্ষামূলক প্রয়োগ

কেজিএফ কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করছে:

- চাঁপাইনবাবগঞ্জে দ্বি-স্তর অরচার্ড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে নিরাপদ গৌড়মতি আম ও মাল্টা উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা;
- ঠাকুরগাঁও জেলায় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত Mozzarella Cheese (পনির) উৎপাদনে সহায়তাকরণ এবং ডেইরি ক্লাস্টার সম্প্রসারণ;
- নীলফামারী ও দিনাজপুর জেলায় উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজার সংযোগ সমন্বিত সেবা;
- শরীয়তপুরে অস্থায়ী বালুচরে মিষ্টি কুমড়া ও অন্যান্য উপযোগী ফসল উৎপাদন;
- ভোলা জেলায় দেশি মুরগির জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং পারিবারিক পর্যায়ে পালন;
- ভোলায় ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি; এবং
- রাজশাহী জেলায় উন্নত পদ্ধতিতে পান চাষের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

আবাসন কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় জানুয়ারি ২০১৯ থেকে মাঠ পর্যায়ে **আবাসন ঋণ** কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল, স্বল্প আয়ের ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ পরিবেশে বসবাসরত মানুষের জন্য নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা। আবাসন কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন গৃহ নির্মাণ বা মেরামতের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ১৫টি জেলার ২৬টি উপজেলায় ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৫০ মিলিয়ন টাকা সংস্থা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এই পর্যন্ত ৩১৫ জন সদস্যের মাঝে মোট ৭৪.৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

একটি বাড়ির চিত্রঃ কর্মসূচির অধীনে আসার আগে

কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন এলাকাসমূহ

সহযোগী সংস্থার নাম	উপজেলা ও জেলা
আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	শার্শা, যশোর
ইকো-সোস্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
টিএমএসএস	বগুড়া সদর, বগুড়া
গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)	পার্বতীপুর, দিনাজপুর
শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)	শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর
জাকস ফাউন্ডেশন	জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, ধামুরহাট ও বদলগাছি, জয়পুরহাট
ঘাসফুল	পটিয়া, আনোয়ারা, হাটহাজারি, চট্টগ্রাম; ফেণী সদর, ফেণী
গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)	ভোলা সদর, ভোলা
ওয়েভ ফাউন্ডেশন	চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা
হীড বাংলাদেশ	মৌলভীবাজার সদর, কমলগঞ্জ ও রাজনগর, মৌলভীবাজার
ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা)	সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	ঝিকরগাছা, যশোর
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সুবর্ণচর, নোয়াখালী
পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)	কিশোরগঞ্জ সদর, বাজিতপুর ও কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ
শতফুল বাংলাদেশ	রাজশাহী সদর, রাজশাহী

একই বাড়ির চিত্রঃ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরে

কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল

শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল গঠন করা হয়েছে। ২০১১ সালে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল থেকে প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকার এই তহবিল গঠিত হয় । জুন ২০১৯ নাগাদ এই তহবিলের অঙ্ক ২৬২.২৮ কোটি টাকা। এই তহবিলের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি

কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল-এর আওতায় প্রতিবছর দেশব্যাপী পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত দরিদ্র সদস্যগণের মেধাবী সন্তানদেরকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও, পিছিয়েপড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার শিক্ষারত সন্তানদেরও এই বৃত্তি প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়।

তহবিল প্রতিষ্ঠা হতে এ পর্যন্ত মোট ২০,১৩২ জন শিক্ষার্থীকে ২৭,০২,৯৭,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই তহবিল থেকে ৫,৬০৩ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৬,৭২,৩৬,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে বৃত্তি হিসেবে বাৎসরিক ১২,০০০ টাকা করে প্রদান করা হয়।

সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পর্যায়ের ১ম ও ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীগণ এবং বিশেষ বিবেচনায় মাধ্যমিক পর্যায়ের অতিদরিদ্র যেমন দলিত, বেদে, যৌনকর্মী ও ভিক্ষুকদের শিক্ষারত সন্তান এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিবেচিত হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কারিগরি বিষয়ে অধ্যয়নরত কিংবা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরও এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সেচ প্রকল্প

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলাধীন রাজানগর ইউনিয়নের গচিয়া গ্রামে সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল হতে ২০,৬০,২২০ টাকা অনুদান এবং ৬,০০,০০০ টাকা নমনীয় ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা Friends in Village Development Bangladesh (FIVDB)-এর মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গচিয়া গ্রামের ২৫ হেক্টর কৃষিজমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে।

শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলাধীন পাঁচগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল-এর আওতায় মোট ৭,০০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা হীড বাংলাদেশ এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা সহায়তা

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে 'সুইড বাংলাদেশ'। এই কর্মকাণ্ড আরও বেগবান করতে কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল-এর আওতায় সহযোগী সংস্থা ডাক দিয়ে যাই-এর মাধ্যমে সুইড বাংলাদেশ-এর অনুকূলে ৭,৬০,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়, যা থেকে স্কুলের জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে।

বিশেষ তহবিল

দেশের অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক ও মানবিক কারণে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও উত্তরণে সাহায্যার্থে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের ও সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল থেকে ২০১০ সালে বিশেষ তহবিল গঠন করে।

এছাড়াও দুঃস্থ, অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক ও উন্নয়নকর্মীদেরকে এই তহবিলের আওতায় সহায়তা করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে এবং সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি বিশেষ তহবিল-এর আওতায় জমাকৃত আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে অনুদান মঞ্জুর করে থাকে।

উদ্দেশ্য

ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সহায়তা প্রদান;

খ) বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমষ্টিগত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা। যেমন, কোন অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট মোকাবেলায় জরুরি ভিত্তিতে সুপেয় পানির

ব্যবস্থা; রাস্তা, কালভার্ট বা সেতু মেরামত ও এ ধরনের যে কোন অবকাঠামো সংস্কার;

গ) সহযোগী সংস্থার অতিদরিদ্র সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে নেয়ার জন্য বৃত্তি/আর্থিক সহায়তা প্রদান (ক্ষেত্রবিশেষ বৃত্তি/আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত অন্যান্য আবেদন বিবেচনা করা হয়);

ঘ) অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক/পণ্য সহায়তা প্রদান;

ঙ) বিশেষ (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া) দিবস উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ;

চ) দুরারোগ্য ব্যাধিতে (বড় ধরনের অস্ত্রোপচার, ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনী সংক্রান্ত জটিলতা, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, লিভার সিরোসিস, পক্ষাঘাত প্রভৃতি) আক্রান্ত অসমর্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক/পণ্য সহায়তা প্রদান।

কার্যক্রম

বিশেষ তহবিলের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩৯ জন ব্যক্তি এবং ২টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ৪৬ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

- মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে ৭,০৫,০০০ টাকা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪,০০,০০০ টাকা অনুদান;
- চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে ৩৪,৯৫,০০০ টাকা অনুদান।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে পিকেএসএফ বর্তমানে অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে গর্ভধারণ থেকে কবর পর্যন্ত জীবনচক্রের সকল পর্যায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল থেকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ১০৮টি সহযোগী সংস্থা ২২১টি ইউনিয়নে ৩.৫ লক্ষ প্রবীণকে নিয়ে কাজ করছে। সরকারের প্রবীণ নীতিমালার আলোকে গৃহীত এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, স্বাস্থ্যবান ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিতের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে পিকেএসএফ।

সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণ: সামাজিক কেন্দ্রগুলো প্রবীণদের প্রতিদিনের মিলনস্থল, যেখানে প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন ইনডোর খেলাধুলা, বিনোদন, প্রশিক্ষণ, ফিজিওথেরাপি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের আয়োজন থাকে। এছাড়া, সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে যেমন- দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন, সম্পদ সংগ্রহের উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবীণদের সচেতন করে তোলার অনুশীলন প্রদান করা হয় এই কেন্দ্রগুলোতে। প্রবীণ ব্যক্তিরাই এই সামাজিক কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করে থাকে। এ পর্যন্ত মোট ৯৮টি প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

পরিপোষক ভাতা প্রদান: প্রতিটি ইউনিয়নে নির্বাচিত ১০০ জন প্রবীণকে মাসিক ৬০০ টাকা পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭,৭০৩ জন প্রবীণকে ৮.৩১ কোটি টাকা ভাতা দেওয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট ১৪.২৬ কোটি টাকা পরিপোষক ভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

সহায়ক সামগ্রী বিতরণ: বিশেষ সহায়তা হিসেবে প্রবীণদের মাঝে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১,৩৮০টি কম্বল, ৩,৬৩৫টি ছাতা, ৩,৪৪০টি ওয়াকিং স্টিক, ৭,৩৬৭টি চাদর, ৩,২৯৩টি চেয়ার কমোড এবং ৩২৭টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বিশেষ সহায়তা হিসেবে ১৮,০৫৯টি কম্বল, ৬,৫০৯টি ছাতা, ৬,১১৮টি ওয়াকিং স্টিক, ১১,৯২৩টি চাদর, ৫,৬৩৭টি চেয়ার কমোড এবং ৫৪৯টি হুইলচেয়ার প্রবীণদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

মৃতের সৎকার : অসচ্ছল মৃত প্রবীণদের সৎকারের জন্যে প্রতি পরিবারকে এককালীন ২,০০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সুবিধার আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৭৬৩ জন এবং এ পর্যন্ত ৪,৫৭৬ জন মৃত ব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমাজে অনন্য অবদানের জন্য ৯৯৪ জন প্রবীণকে সিনিয়র সিটিজেন সম্মাননা এবং প্রবীণ হিতৈষী কাজের জন্য ৯০১ জন প্রবীণদের সন্তানকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২,১৩২ জন প্রবীণ ও ১,৮৫৬ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদান: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬০,৫৪৪ জন প্রবীণ এবং এ পর্যন্ত ১,৩২,০০০ লক্ষ প্রবীণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবীণ কমিটির প্রচেতনীকরণ: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ের ৮,৪৫৩ জন এবং এ যাবৎ ১৬,৬৬৮ জন প্রবীণ কমিটির সদস্যকে কার্যক্রম বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬,৮৮১ জন এবং এ যাবৎ ১৩,১৩২ জন প্রবীণকে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নিজ ভূমে নিবাস-এর ব্যবস্থা: নিঃস্ব প্রবীণের জন্য 'নিজ ভূমে নিবাস' উদ্যোগের আওতায় প্রতি ইউনিয়নে একজন নিঃস্ব প্রবীণকে মাসিক ৪,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১৮ জনকে এ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

প্রবীণবান্ধব ঋণ: পিকেএসএফ-এর প্রবীণবান্ধব ঋণ নীতিমালার আওতায় প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ১৫টি সহযোগী সংস্থার ৪০টি ইউনিয়নে সক্ষম ও আগ্রহী প্রবীণদের মাঝে ঋণ বিতরণের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সর্বজনীন অপ্রদায়ক সামাজিক পেনশন স্কিম: ষাটোর্ধ্ব প্রবীণদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে সর্বজনীন অপ্রদায়ক সামাজিক পেনশন স্কিম চালু করার লক্ষ্যে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

জাতীয় প্ল্যাটফর্ম গঠন: পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর নেতৃত্বে 'প্রবীণ মঞ্চ, বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ ডিমেনশিয়া ফেন্ডস্ কমিটি' শীর্ষক দু'টি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়েছে।

ডিমেনশিয়া বিষয়ক সেমিনার: আলঝেইমার সোসাইটি অব বাংলাদেশ এবং পিকেএসএফ-এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে ডিমেনশিয়া: যত্ন, ভালবাসা ও আশা শীর্ষক দিনব্যাপী একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের সুকুমার বৃত্তির সমন্বয়ে সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল থেকে 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম অর্থাৎ শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ লালন এবং তার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে প্রণোদনা দেয়া এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক অনাচার এবং অপরাধ যেমন: সন্ত্রাস, মৌলবাদ, যৌন হয়রানি, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, মাদক সেবন, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি সামাজিক ন্যায়বিচার, সততা, স্বচ্ছতা এবং সমতা প্রতিষ্ঠা এবং পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে কাজ করছে।

বর্তমানে এই কর্মসূচি প্রায় ৩.৫০ হাজার স্কুল/কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে ৬০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থা যৌথভাবে এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করছে।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯ সময়কালে প্রায় ৩৭০০টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আয়োজিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে-- ছবি আঁকা; সুন্দর হস্তলিপি; দেয়াল পত্রিকা; রচনা; কবিতা আবৃত্তি; গল্প বলা; রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, লোক ও আঞ্চলিক সঙ্গীত; বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। বিভিন্ন ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ফুটবল, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, কাবাডি, সাঁতার, মিনি ম্যারাথন, সাইক্লিং ইত্যাদি।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে যৌন হয়রানি রোধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিচ্ছন্নতা বোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের নির্বাচিত বিভিন্ন এলাকায় যৌন হয়রানি রোধ ও পরিচ্ছন্ন এলাকা গঠন বিষয়ক দিশারী কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এছাড়া, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা-সমাবেশ, র‍্যালি, কর্মশালা, আলোচনা সভা, নাটিকা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, গ্রাম, মহল্লাভিত্তিক কমিটি গঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ে অভিভাবক ফোরাম গঠনের মাধ্যমে এসব কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে।

কৈশোর কর্মসূচি

তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন- এই প্রতিপাদ্য নিয়ে জুলাই ২০১৯ হতে মূলস্রোতের আওতায় কৈশোর কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। একটি উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাসম্পন্ন ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

৫৯টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় নির্বাচিত ৭৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে মোট ১৫৪৬টি ক্লাব এবং ১০৬০টি স্কুল ফোরাম গঠনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ক্লাবগুলোর কার্যক্রমে ৪টি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়: সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন; নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন; পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা; এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড।

বিগত ১৬ জুন ২০১৯ পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান

আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত ৭৪টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, ফোকাল পার্সন ও প্রোগ্রাম অফিসার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাঠপর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে ১৬-১৭ জুন ২০১৯ তারিখে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ-কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ছিল প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যক্রম

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বিগত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় সহযোগী সংস্থা আইডিএফ আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয়, মিনি ম্যারাথন, কাবাডি, ব্যাটমিন্টন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং ডঃ মোঃ জসীম উদ্দিন চেয়ারম্যান মহোদয়ের সফরসঙ্গী ছিলেন।

বিগত ২৪ মার্চ ২০১৯ স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি নেত্রকোণায় দেয়াল পত্রিকা উৎসব ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কোস্ট ট্রাস্ট-এর আয়োজনে বিগত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ কক্সবাজার সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ‘পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা’ ও ‘যৌন হয়রানি রোধ’ কর্মসূচি বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের।

গবাদিপশু সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গবাদিপশু খাতে ঋণ সহায়তার পাশাপাশি গবাদিপশুর অসুস্থতা ও মৃত্যুজনিত ঝুঁকিহ্রাসকরণে খামারিদের আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করছে। এ সকল সেবার মধ্যে রয়েছে গবাদিপশু লালন-পালনকারী খামারিদের খামার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, গবাদিপশু লালন-পালনের ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতা সৃষ্টি ও টিকাদান কর্মসূচিসহ অন্যান্য সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ, ক্ষতিকারক সংক্রামক রোগ হ্রাস, জলবায়ুজনিত সৃষ্ট রোগ ও মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং খামারিদের আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদি।

এ সেবাসমূহ ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২০ জুন ২০১৯ পিকেএসএফ ভবনে 'গবাদিপশু সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম'-এর উদ্বোধন করা হয়।

জুলাই ২০১৯ হতে মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের ১৫টি সহযোগী সংস্থার ৩৬৬টি শাখার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রম

কৃষি জমির পরিমাণ ও কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস, কৃষি মজুরি বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ খাতে অর্থায়নের কার্যক্রম শুরু করেছে। পরীক্ষামূলকভাবে দিনাজপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুমিল্লা, ভোলা এবং জয়পুরহাট এই পাঁচটি জেলায় কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হবে। সহযোগী সংস্থা গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) ভোলা এবং এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো) জয়পুরহাট জেলায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সংস্থা দু'টিতে এ পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী প্রধানের হাতে চেক হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমে অর্থায়ন শুরু করেন।

প্রকল্পসমূহ

ফুড সিকিউরিটি ২০১২ বাংলাদেশ

ইউপিপি-উজ্জীবিত

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে নভেম্বর ২০১৩ থেকে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত 'ফুড সিকিউরিটি ২০১২ বাংলাদেশ–উজ্জীবিত' শীর্ষক প্রকল্পটির মূল কম্পোনেন্ট দু'টি: (১) কাজের বিনিময় অর্থ কার্যক্রম এবং (২) দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত কম্পোনেন্টের নাম Rural Employment and Road Maintenance Programme-2 (RERMP-2) এবং পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কম্পোনেন্টের নাম Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito। প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্প-এর আওতায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১.৮৩ লক্ষ অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করা সম্ভব হয়েছে।

পিকেএসএফ ৩৬টি নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পের Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito কম্পোনেন্টটি ১,৭২৪টি ইউনিয়নে (বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সকল ইউনিয়ন এবং নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলবর্তী সকল ইউনিয়ন) বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিলো টেকসইভাবে বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। কর্মএলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করার উদ্দেশ্যে এই সকল খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য-বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন

উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে: কৃষিজ, অকৃষিজ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি সহায়তা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পরামর্শ প্রদান, ঝুঁকি তহবিল প্রদান ইত্যাদি।

প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর ১.৮৩ লক্ষ অতিদরিদ্র খানা ছাড়াও অবশিষ্ট ১.৪২ লক্ষ অতিদরিদ্র খানার সদস্যদের মধ্যে বিশেষত নারী ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের মানসম্মত জীবনযাপনের বিভিন্ন উপায় সৃষ্টি হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় কিছু ব্যতিক্রমধর্মী অথচ বাস্তবমুখী ও কার্যকর উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা অন্যান্য প্রকল্পে প্রতিরূপায়ণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ‘গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং শিশুদের জন্য ১০০০ দিনের বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা কার্যক্রম’; স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ‘উজ্জীবিত কিশোর-কিশোরী ক্লাব’ গঠন; স্থানীয় পর্যায়ে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে উজ্জীবিত কমিউনিটি লাইব্রেরী ‘আলোর কারখানা’ কার্যক্রম; প্রতিবন্ধী উপযোগী জীবিকায়ন কর্মকাণ্ড; হিজড়াদের উপযোগী জীবিকায়ন; এবং শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উজ্জীবিত প্রাথমিক স্কুল ফোরাম, উজ্জীবিত মাধ্যমিক স্কুল ফোরাম ও উজ্জীবিত পুষ্টি গ্রাম গঠন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, স্ব-কর্মে নিয়োজন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অতিদারিদ্র্য অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া, আর্থিক সেবায় অভিগম্যতা এবং বহুমাত্রিক সেবা, যেমন- খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র্য আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের গতিকে আরো ত্বরান্বিত করেছে।

স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)

আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়েপড়া পরিবারের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ ২০১৫ সালের মে মাস হতে SEIP প্রকল্প পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কোঅপারেশন-এর যৌথ অর্থায়নে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান জনমিতিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে বাংলাদেশ সরকার SEIP-কে অন্যতম একটি অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ সময়ের ৮০% ট্রেডভিত্তিক এবং ২০% ব্যবসায় উন্নয়ন ও যোগাযোগ দক্ষতার ওপর বরাদ্দ করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে কমপক্ষে ৬০% তরুণের টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে চাকুরিদাতা সমাবেশে এবং চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এছাড়া আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন

ও চাহিদা সাপেক্ষে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রারম্ভিক ও উপযুক্ত ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে।

প্রকল্পের সার সংক্ষেপ

নাম	ট্রাঞ্চ-১	এ্যাডিশনাল ট্রাঞ্চ-১	ট্রাঞ্চ-২	মোট
প্রকল্পের মেয়াদ	মে ২০১৫-জুন ২০১৮	জুন-ডিসেম্বর ২০১৯	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০	
প্রকল্পের বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকা)	৪৮৭.১	৯৯.৪	৬২৮.৩	১,২১৪.৮
প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা (জন)	১০,০০০	২,৩৫০	১২,০০০	২৪,৩৫০
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২১	১৪	৩২	৩৮
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	৫০	২৭	৬৭	৬৭
কর্ম-এলাকা (জেলা)	২৬	২৩	৩১	৩১
ট্রেডের সংখ্যা	১৩	১০	১৫	১৭

প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে পিকেএসএফ ৩৮টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ৬৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ৮টি অগ্রাধিকার খাতের আওতাধীন ১৭টি ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে পিকেএসএফ ২৪,৩৫০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

ট্রাঞ্চ ১-এর আওতায় অর্জনসমূহ

ট্রাঞ্চ ১-এর আওতায় পিকেএসএফ ২১টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৩টি ট্রেডে মে ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮-এর মধ্যে ৯,৮৮২ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষে সনদ লাভ করেছেন এমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৪,৯৮৭ জন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে মজুরিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত আছেন এবং ২,৬৬৪ জন আত্ম-কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়েছেন। ২৩৪ জন কাতার, সৌদি আরব, ওমান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইটালি ও মরিশাসে চাকুরি করছেন।

এছাড়া, উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক তরুণদের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পিকেএসএফ-এর ১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১২৮ জন তরুণের মধ্যে প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা প্রারম্ভিক ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

এ্যাডিশনাল ট্রাঞ্চ ১-এর অগ্রগতি

এ্যাডিশনাল ট্রাঞ্চ ১-এর আওতায় ১৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১০টি ট্রেডে ২,৩৫০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর (১১৯ জন পুরুষ ও ৩১ জন নারী) ভর্তি কার্যক্রম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

ট্রাঞ্চ ২-এর অগ্রগতি

SEIP প্রকল্পের ট্রাঞ্চ ২-এর আওতায় জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৩২টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৫টি ট্রেডের আওতায় দেশব্যাপী ১২,০০০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২,৭৮৮ জন তরুণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন, এর মধ্যে ২,৩৩৪ জন পুরুষ ও ৪৫৪ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন। প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের মাঝে ইতোমধ্যে ১,২২৬ জন পুরুষ ও ২০১ জন নারী কাজে যুক্ত হয়েছেন এবং ১,৩৬১ জনের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE) প্রকল্প

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে 'প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ছয় বছর মেয়াদি এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ৯২.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইফাদ অর্থায়ন করছে। এছাড়া, প্রকল্পটির আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইন বিপণনের জন্য ০.৩৬ মিলিয়ন ডলার কোরিয়ান গ্র্যান্ট ফান্ড হতে অনুদান সহায়তা পাওয়া গেছে। পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মোট ৫২.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগান দিচ্ছে।

স্বকর্ম ও মজুরি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করতে প্রকল্পটি কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে (ক) ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের জন্য আর্থিক পরিষেবা প্রদান, (খ) ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও (গ) প্রযুক্তি স্থানান্তর -- এই তিনটি কম্পোনেন্টের আওতায় উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সেবাসহ অর্থনৈতিক উপখাত উন্নয়নে নানাবিধ সহায়তা প্রদান করছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য আর্থিক সেবা

PACE প্রকল্পের সহায়তায় পিকেএসএফ-এর চলমান ক্ষুদ্র উদ্যোগ (অগ্রসর) কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে অগ্রসর কার্যক্রমের আওতায় ১৪ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তাদের উদ্যোগ পরিচালনার জন্য ঋণ সহায়তা পাচ্ছেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে মোট ৯১৮.৭৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ হিসেবে প্রদান করেছে।

অন্যদিকে সহযোগী সংস্থাসমূহ থেকে ৪৩,৪২০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ১৭,৭০৬.৯৫ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে অর্থ সহায়তা গ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তদের নিকট ঋণস্থিতির পরিমাণ ১১,০৫৫ কোটি টাকা এবং উদ্যোক্তাদের গড় ঋণের আকার প্রায় ১,৩৭,৩২৬ টাকা।

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম

PACE প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সম্ভাবনাময় কৃষি ও অকৃষি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণে ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ভ্যালু চেইন সহায়তা প্রদানের সংস্থান রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৪টি নতুন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উপ-প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নে দেয়া হল:

উপ-প্রকল্প	বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা	উপ-প্রকল্প এলাকা
উপকূলীয় চরাঞ্চলে মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা (ডিইউএস)	হাতিয়া, নোয়াখালী
উপকূলীয় চরাঞ্চলে মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)	মনপুরা, ভোলা এবং বাউফল, পটুয়াখালী
উপকূলীয় চরাঞ্চলে মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই)	সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

বাণিজ্যিকভাবে দেশী মুরগী পালন ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প	গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)	বগুড়া সদর ও শাহজানপুর, বগুড়া
হাওর অঞ্চলে উন্নত পদ্ধতিতে মহিষ পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ	ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)	রাজনগর ও কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
নগর বর্জ্য হতে উৎপাদিত জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি চাষীদের আয়বৃদ্ধিকরণ	সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)	ফরিদপুর সদর ও বোয়ালমারি, ফরিদপুর
প্লাবনভূমি অঞ্চলে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন ও প্রচলিত মাছের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি	সেন্টার ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসটেন্স (সিসিডিএ)	দাউদকান্দি ও মেঘনা, কুমিল্লা
কাঁকড়ার হ্যাচারী প্রযুক্তি স্থানান্তর	নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই ও সীতাকুন্ডে ইকোট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)	সীতাকুন্ড ও মীরসরাই, চট্টগ্রাম
আনারস/কলা ও অন্যান্য ফলভিত্তিক শুষ্ক প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য উৎপাদন	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)	মাটিরাঙা, খাগড়াছড়ি
কাঁঠালের চিপস ও অন্যান্য ভোগ্য পণ্য তৈরি ও বাজারজাতকরণে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)	গাজীপুর
আম শুষ্ককরণ ও অন্যান্য ভোগ্য পণ্য তৈরি ও বাজারজাতকরণে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
শিমের বীজ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)	সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
কৃষি পণ্য (সবজি ও ফলমূল) প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার উন্নয়ন	ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও

এই সকল ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণ নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

প্রযুক্তি স্থানান্তর

PACE প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তর ও বিদেশ থেকে উপযুক্ত প্রযুক্তি স্থানান্তরে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই পর্যন্ত ১৭টি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প গ্রহণ করে বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তি স্থানান্তর করা হচ্ছে। এই সকল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ২০,২৭৩ জন উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের বিকাশে আর্থিক পরিষেবা প্রদান ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে PACE প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সহযোগী সংস্থার ২০ জন কর্মকর্তার জন্য "Business Sector/Policy Analysis" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। PACE প্রকল্পের আওতায় ৫৯২ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে "Business awareness & Accounting" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, ভ্যালু চেইন পর্যালোচনা বিষয়ক দু'টি কর্মশালা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

IFAD-এর সুপারভিশন মিশন নিয়মিতভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন করছে। IFAD-এর মূল্যায়নে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক বিবেচিত হচ্ছে।

PACE প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেটের প্রস্তাবিত এই প্রকল্পে IFAD-এর অর্থায়নের পরিমাণ হবে ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। RMTP-এর মাধ্যমে শস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী, এবং মৎস্য -- এই তিনটি খাতভুক্ত বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। গ্রামীণ উদ্যোগ বিকাশে তহবিল প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে এই প্রকল্পে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত এবং ব্লক চেইন, ক্রাউড ফান্ডিং প্লাটফর্ম স্থাপনের মাধ্যমে উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি প্রচলন করা হবে।

লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রকল্প

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) 'লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রকল্প (এলআইসিএইচএসপি)' মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, বাংলাদেশে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, শহুরে পরিবেশে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার সাথে মিল রেখে উন্নত আবাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র-আবাসন-ঋণের পরীক্ষালূক মডেল বাস্তবায়ন করা। পিকেএসএফ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উন্নত আবাসনের জন্য ক্ষুদ্রঋণের প্রসার এক নতুন উদ্যোগ যা সার্বিক দিক বিবেচনায় নিরাপদ, বাস্তবায়নযোগ্য ও ঋণগ্রহীতাবান্ধব। এই প্রকল্পের চারটি কম্পোনেন্ট -- জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করা ও পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিষয়, জনগোষ্ঠী ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ, সম্পদের নিরাপত্তা, প্রযুক্তি ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান -- বাস্তবায়ন করছে জাগৃক। অন্যদিকে পিকেএসএফ নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-৩ (অবকাঠামো নির্মাণ ও অর্থ সহায়তা প্রদান) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। ৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের (অক্টোবর ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১) প্রথম দুই বছরের পাইলট পর্যায় ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

একটি বাড়ির চিত্রঃ প্রকল্পের অধীনে আসার আগে

সহযোগী সংস্থার নাম	শহরের নাম
গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)	ভোলা
শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)	শরীয়তপুর
টিএমএসএস	কুমিল্লা, বগুড়া, ও নারায়ণগঞ্জ (প্রস্তাবিত)
আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	মাগুরা ও যশোর
ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	ঠাকুরগাঁও ও রংপুর
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	সিরাজগঞ্জ ও পাবনা
পিদিম ফাউন্ডেশন	গাজীপুর ও নরসিংদী

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-৩ বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে অনুদান বাবদ ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ বাবদ ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ রয়েছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৭টি সহযোগী সংস্থা অর্থ সহায়তা বাবদ মোট ৩৫৩ মিলিয়ন টাকা ও অনুদান বাবদ ৭.০৮ মিলিয়ন টাকা পিকেএসএফ থেকে গ্রহণ করেছে। এই সময়ে ৭টি সহযোগী সংস্থা ১,১৬২ জন সদস্যের মাঝে নতুন গৃহ নির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ বাবদ ৩৩৫.৬০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। বর্তমানে অর্থ পরিশোধের হার শতভাগ।

বিশ্বব্যাংক তার মিশন রিপোর্টে এই প্রকল্পের অগ্রগতি 'সন্তোষজনক' বলে উল্লেখ করেছে। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে নিরাপদ, সহজ ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে 'আবাসন ঋণ পণ্য' পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। 'এলআইসিএইচএসপি' পিকেএসএফ-এর আবাসন ঋণ কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

একই বাড়ির চিত্রঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

পিকেএসএফ ২০১৮ সালের আগস্ট থেকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে বিশ্বব্যাংকের ঋণ ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ নিজে যোগান দেবে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্পটি ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূকে পরিবেশগতভাবে টেকসই করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে কৃষি এবং উৎপাদন খাতের মোট ৪০ হাজার ক্ষুদ্র উদ্যোগ উপকৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রকল্পটি তিনটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত উপাদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সহায়তা এবং সেবা প্রদান করবে। এগুলো হলো ১) সেবা ত্বরান্বিতকরণ ও পদ্ধতি রপ্তকরণ, ২) পরিবেশবান্ধব ও বাণিজ্যিকভাবে সক্ষম ক্ষুদ্র-উদ্যোগে অর্থায়ন শক্তিশালীকরণ এবং ৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ। এই উপাদানগুলি প্রকল্পের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে, এগুলো হলো- ক) সাধারণ পরিষেবা, খ) ব্যবসাগুচ্ছের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গ) ব্র্যান্ড উন্নয়নের জন্য ইকো-লেবেলিং, ঘ) সহযোগী সংস্থা এবং ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ঙ) ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ঋণ সহায়তা এবং চ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

প্রকল্পের কর্মকাণ্ডসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একজন প্রকল্প সমন্বয়কারীর নেতৃত্বে ১৯ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক অনলাইনে জমাদানকৃত উপ-প্রকল্প ধারণাপত্রসমূহ মূল্যায়নের অংশ হিসেবে ব্যবসাগুচ্ছের যথার্থতা এবং সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ প্রস্তাবিত কর্ম-এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন। সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক জমাদানকৃত উপ-প্রকল্প ধারণাপত্রসমূহ মূল্যায়নের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ উপ-প্রকল্প ধারণাপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত উক্ত কমিটির মোট চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিস্তারিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে সহায়তা করতে বিগত ৭ মার্চ ২০১৯ এবং ২২ মে ২০১৯ তারিখে দু'টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা দু'টিতে ২১টি সহযোগী সংস্থার মোট ৪২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন)-এর নেতৃত্বে বহিঃবিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কারিগরি কমিটি বিস্তারিত উপ-প্রকল্প ধারণাপত্রসমূহ মূল্যায়ন করে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত উক্ত কমিটি মোট ১১টি সহযোগী সংস্থার বিস্তারিত উপ-প্রকল্প

প্রস্তাবনা অনুমোদন করেছে। প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ প্রকল্প কার্যক্রম বাছাই করার জন্য প্রস্তাবিত কর্ম-এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন।

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-২ এর আওতায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২১টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে মোট ১০২ কোটি টাকা অগ্রসর-এসইপি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিগত ১৭ থেকে ১৯ জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জন্য "এসইপি পলিসি এবং সেফগার্ড ডকুমেন্টস" শীর্ষক একটি তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিগত ১৬-১৯ জুন ২০১৯ তারিখে সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষকদের জন্য একটি চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপখাতের পরিবেশগত সমস্যা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় এবং নিরাপত্তা নীতিমালাসমূহের পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট থেকে উপ-প্রকল্প ধারণাপত্র আহ্বানের নিমিত্ত বিগত ৭-৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৮০টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাংকের একটি দল বিগত ৮-২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে প্রকল্পের দ্বিতীয় মিশনে অংশগ্রহণ করে। উক্ত মিশনে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদানের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে একটি প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা বিগত ১৪ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা এবং বাজেট সম্পর্কিত আলোচনা হয়। সভায় প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহের পরিবেশগত বিষয়ে কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়।

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP) প্রকল্প

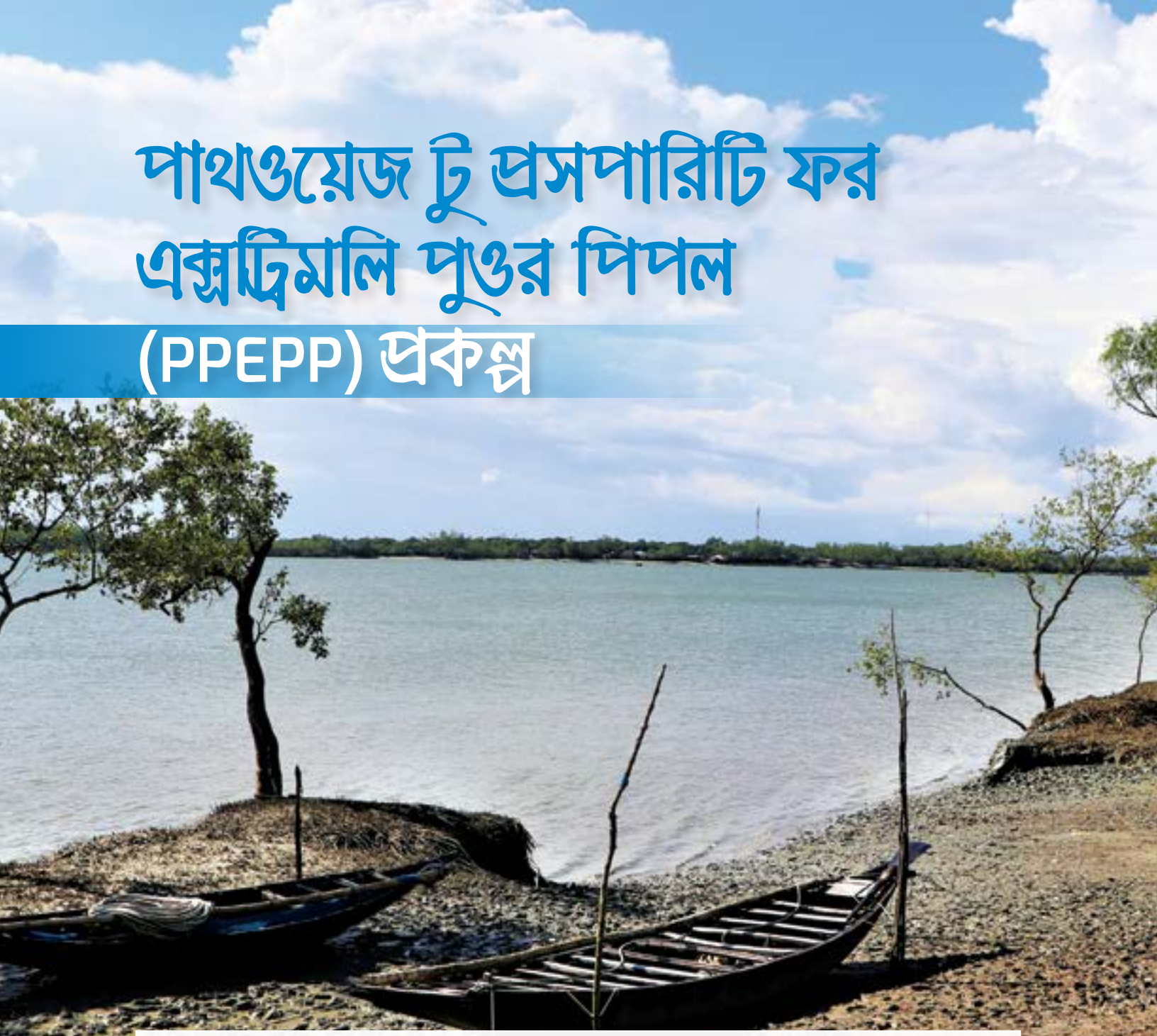

বিগত বছরগুলোতে অতিদারিদ্র্য হ্রাসের ধারা অব্যাহত রেখে আসছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'খানার আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপ-২০১৬' অনুযায়ী, ২০০৫ সালে দেশে অতিদারিদ্র্যের হার ছিলো ২৫.১ শতাংশ, যা ২০১৮ সালে নেমে এসেছে ১১.৩ শতাংশে। তবে, দেশের ২.১ কোটি মানুষ এখনও অতিদরিদ্র।

যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)-এর যৌথ আর্থিক সহযোগিতায় পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেছে পিকেএসএফ।

এক বছর মেয়াদি Inception Phase-সহ প্রকল্পের মেয়াদ ছয় বছর। ২০১৯ থেকে ২০২৫ মেয়াদে প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর ২০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১০ লক্ষ মানুষের টেকসই উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

PRIME, UPP-Ujjibito, CLP, SHIREE, TUP প্রভৃতি পূর্ববর্তী সফল দারিদ্র্য নিরসন প্রকল্প বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে PPEPP প্রকল্পের ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। অতিদারিদ্র্য থেকে উত্তরণের গতানুগতিক পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে PPEPP প্রকল্প-পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছে টেকসই সমৃদ্ধি অর্জনের এক উদ্ভাবনী পন্থা 'Pathways out of Poverty'। প্রকল্পের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের পথে বাধাগুলো দূরীকরণের মাধ্যমে লক্ষিত পরিবারগুলোকে দারিদ্র্য থেকে স্থায়ী মুক্তি এবং ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধির পথে সংযুক্ত করা হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

দু'টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

- ২০ লক্ষ মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন; এবং
- অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করতে সহযোগিতা প্রদান।

PPEPP প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত পরিষেবা সম্বলিত ৬টি বিষয়ভিত্তিক কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হবে: ১. Resilient Livelihoods (resilience building and value-chain development), ২. Nutrition, ৩. Community Mobilization, ৪. Market Development, ৫. Policy Advocacy, এবং ৬. Life-cycle Grant Pilot। প্রকল্পের তিনটি আন্তঃসম্পর্কীয় বিষয় হলো Disability, Disaster and Climate Resilience, এবং Women's Empowerment Leading to Gender Equality।

প্রকল্পের মূল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ প্রকল্পভুক্ত তিনটি আন্তঃসম্পর্কীয় বিষয়ের সাথে সমন্বয় রেখে Resilient Livelihoods, Nutrition এবং Community Mobilization কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করবে। বাকি তিনটি কম্পোনেন্ট পৃথকভাবে বাস্তবায়ন করবে প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য অংশী প্রতিষ্ঠান।

প্রত্যাশিত ফলাফল

২০১৯-২০২৫ মেয়াদে (প্রথম পর্যায়ে) PPEPP প্রকল্প নিম্নোক্ত ফলাফলসমূহ অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে:

- ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের অতিদারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা;
- অতিদরিদ্র পরিবারভুক্ত ৩.৫৭ লক্ষ নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং গর্ভধারণে সক্ষম বয়সে উপনীত নারী ও কিশোরীদের জন্য পুষ্টিকেন্দ্রিক বিশেষ পরিষেবা সরবরাহ; এবং
- ১.২৫ লক্ষ নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা সৃষ্টি।

অতিদারিদ্র্যপ্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ চারটি ভিন্ন ভৌগোলিক বাস্তবতায় দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (কুড়িগ্রাম, রংপুর, নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলা),

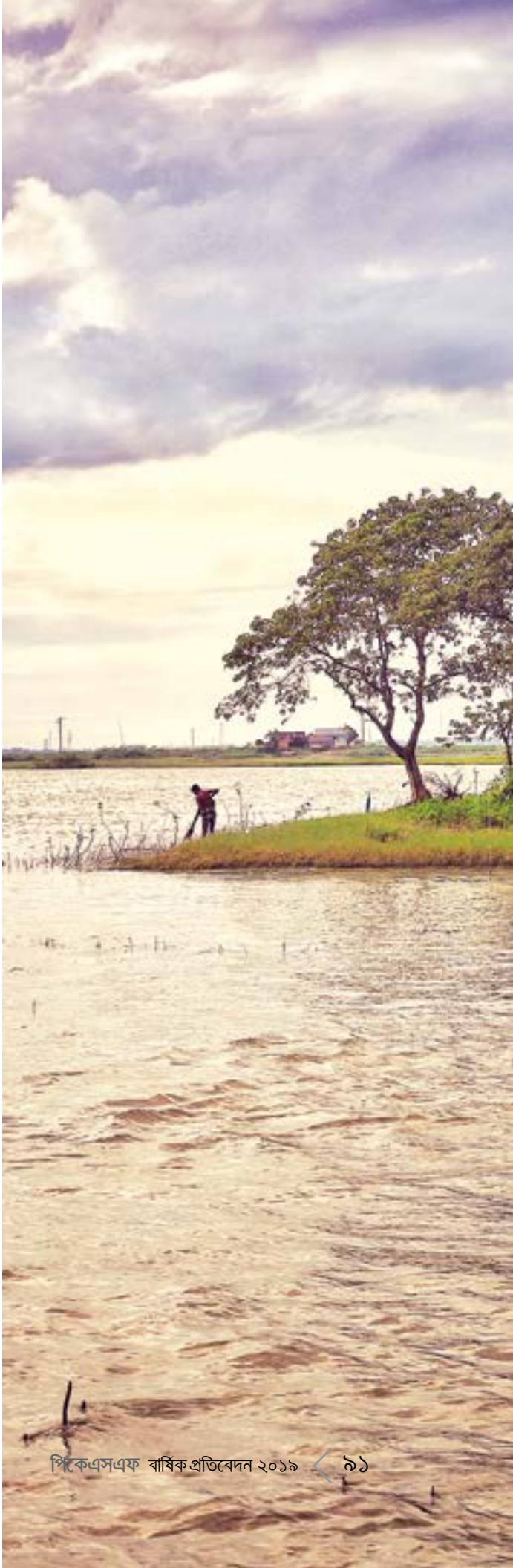

দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় অঞ্চল (খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, ভোলা ও বাগেরহাট জেলা), উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চল (কিশোরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা) এবং দলিত ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত চরম দারিদ্র্যগ্রস্ত ইউনিয়নসমূহে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে বিশেষ পরিষেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া, গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মা, পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের নির্ধারিত পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নির্দিষ্ট কর্মএলাকায় বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে বসবাসকারী নাজুক পরিবারগুলোর অভিযোজন সক্ষমতা সৃষ্টি করা হবে। কর্মক্ষম নয় এমন পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে PPEPP প্রকল্প।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পিকেএসএফ Project Implementation Unit (PIU) এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পাইলটিং-এর অধীনে দেশের ঝুঁকিপূর্ণ চারটি অঞ্চলের ১০ জেলাভুক্ত ১৭টি ইউনিয়নে অতিদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে PIU।

পাইলটিং পর্যায় থেকে লব্ধ শিখন ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন পর্যায়ে ১৩ জেলাভুক্ত প্রায় ১৫০টি ইউনিয়নে বসবাসকারী ২.৫ লক্ষ অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ এবং উপযুক্ত পরিষেবা সরবরাহ করা হবে।

২০১৯-২০২৫ মেয়াদে প্রকল্পের বাজেট ১০৯.৬ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং, যার মধ্যে পিকেএসএফ-এর জন্য বরাদ্দ ৬৩.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের সন্তোষজনক অগ্রগতি বিবেচনায় দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৫ বছর মেয়াদে বাড়তি ২.৫ লক্ষ পরিবারভুক্ত ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষকে প্রকল্পভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনের জন্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ 'মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)' শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ এবং এডিবি-এর মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প চুক্তিপত্র এবং বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি-এর মধ্যে ঋণ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের মধ্যে প্রকল্পের Subsidiary Loan Agreement (SLA) সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বিগত ৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে অর্থায়নকারী সংস্থা এডিবি কর্তৃক কার্যকর ঘোষণা করা হয়েছে।

দুই বছর মেয়াদি MDP প্রকল্পে মোট ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা ছাড়াও কারিগরি সহায়তা বাবদ ৫ লক্ষ মার্কিন ডলারের সংস্থান রয়েছে যা ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম নির্দেশিকা তৈরি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, মোবাইল ফোনভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন, ব্যবসাগুচ্ছ উন্নয়ন এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পিকেএসএফ হতে ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে অর্থায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতে ঋণ প্রদানে সহযোগী সংস্থাসমূহেরও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া প্রকল্পটির মাধ্যমে শক্তিশালী প্রাগ্রসর ও সহায়তাকারী সংযোগ সৃষ্টিসহ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই ক্ষুদ্র উদ্যোগের কলেবর বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃজন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সক্ষমতা উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ জন্মলগ্ন থেকেই নিজস্ব কর্মকর্তা এবং সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের মানব উন্নয়ন, সুনির্দিষ্ট পেশাগত কর্মদক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ আর্থিক পরিষেবা, টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য সমন্বিত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করছে।

শুধু প্রশিক্ষণই নয়, পিকেএসএফ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রামেরও আয়োজন করে থাকে। পাশাপাশি দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক সফরের আয়োজন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ শাখার বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ১.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের বিদেশে শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ

পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট ১৫ কর্মকর্তা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর জনবল শাখার আয়োজনে ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে কিছু খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করেছেন।

সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য (২০১৮-১৯)

মডিউলের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
সফটওয়্যার-ভিত্তিক মনিটরিং ও সুপারভিশন	৯	১৮৩
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	৬	১২২
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৪	৮৩
ক্রয় ও মজুদ ব্যবস্থাপনা	৪	৮০
মূসক ও আয়কর	৫	১০২
জনবল ব্যবস্থাপনা	২	৪২
অনুপাত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	২	৪২
এ্যাকাউন্টিং ফর নন এ্যাকাউন্টেন্টস	২	৪১
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৬	৩৬০
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	১৪	৩২২
প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	৫	১০৫
বিজনেস/সেক্টর পলিসি এ্যানালাইসিস এ্যান্ড এ্যাডভোকেসি	১	২১
মোট	**৭০**	**১৫০৩**

ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩৪ শিক্ষার্থী ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করেন।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর জনবল শাখার আয়োজনে মোট ২৭৮ জন পিকেএসএফ কর্মকর্তা (একজন কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করেছেন) দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে Human Resource Management Competencies (HRMC), Customs & VAT Management, Leadership and Change Management (LCM)-সহ ২৫টি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া, পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন কর্মশালায়ও অংশগ্রহণ করেছেন।

বিদেশে প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফর

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর জনবল শাখার আয়োজনে ৪৫ জন পিকেএসএফ কর্মকর্তা (একজন কর্মকর্তা একাধিক দেশও সফর করেছেন) বিদেশে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তাগণ নেদারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মিশর, চীন, ভারত, ইথিওপিয়া, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন।

গবেষণা

পিকেএসএফ-এর গবেষণা ইউনিট বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধান নিরূপণ, ভিত্তি জরিপ, অভিঘাত মূল্যায়ন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। ইউনিটটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে তিনটি প্রক্রিয়ায় যথা- নিজস্ব জনবল দ্বারা, যৌথভাবে ও আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে।

২০১৯ সালে পিকেএসএফ-এর গবেষণা ইউনিট পাঁচটি গবেষণাকর্মের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই গবেষণাগুলোর মূল বিষয়বস্তুসমূহ হল: ENRICH (সমৃদ্ধি) কার্যক্রম, Community Climate Change Project (CCCP) প্রকল্প, Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) প্রকল্প, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং কৃষি প্রযুক্তির অভিঘাত মূল্যায়ন। এছাড়াও, ইউনিটটি পিকেএসএফ পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের বহুমুখী বিষয়ে গবেষণা কাজের জন্য পরামর্শক নির্বাচন, ইনসেপশন প্রতিবেদন পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা প্রদান করেছে।

'Impact of ENRICH: An Integrated Approach to Poverty Alleviation and Development in Bangladesh' শীর্ষক গবেষণাটির খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণাটি মোট

৩,৪২০টি খানার ওপর পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে সমৃদ্ধি ইউনিয়ন থেকে ২,২৫২টি এবং সমৃদ্ধি বহির্ভূত ইউনিয়ন থেকে ১,১৬৮টি নমুনা খানার ওপর জরিপ করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহনশীলতা বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত CCCP প্রকল্পের কার্যকারিতা নিরূপণের লক্ষ্যে 'Effectiveness of Community Based Approach in Enhancing Sustainable Resilience of the Climate Vulnerable Communities' শীর্ষক গবেষণাটির মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষে বর্তমানে সংগৃহীত তথ্যের সম্পাদনার কাজ চলছে। গবেষণায় ১,১২৫টি খানা জরিপ করা হয়, যেগুলি CCCP প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গবেষণা এলাকাকে তিনটি প্রধান জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি এলাকায় বিভক্ত করা হয়, যথা: বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা প্রবণ।

PPEPP প্রকল্পের আওতায় বিবিধ শিক্ষণ ও অভিঘাত নিরূপণের জন্য একটি Pathways to Prosperity Lab স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে Randomized Controlled Trial (RCT) ব্যবহারের সম্ভাব্যতা এবং এর সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রাপ্তির লক্ষ্যে গবেষণা ইউনিটের আয়োজনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে RCT বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. আবু এস সঞ্চয়, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তিনি RCT বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত।

'Agricultural Technology Transfer and its Impact on Productivity and Livelihoods: Experience from Farmers and Branch Level Activities' শীর্ষক একটি গবেষণার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে কাজ করছে গবেষণা ইউনিট।

এছাড়াও, গবেষণা ইউনিট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অনুসরণে পিকেএসএফ-এ শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে পিকেএসএফ-এর একটি খসড়া শুদ্ধাচার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

যোগাযোগ ও প্রকাশনা

যোগাযোগের বিভিন্ন প্রযুক্তি দিনের পর দিন বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠার ফলে বিভিন্ন আধেয় অধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে দেয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন আধেয় ও বার্তা সহজেই লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী যোগাযোগ পন্থার ব্যবহার নিশ্চিতে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ সর্বদাই তৎপর থাকে। বৈচিত্র্যময় যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান এই প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ-এর যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন আধেয় লক্ষিত পাঠকের নিকট সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য যোগাযোগের নানা বিচিত্র কর্মপন্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। 'যোগাযোগ' ও 'প্রকাশনা' এই দু'টি পরিসরে এই ইউনিট কাজ করে থাকে।

পিকেএসএফ-এর একটি সুবিস্তৃত ও তথ্যবহুল ওয়েবসাইট (www.pksf-bd.org) রয়েছে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের হালনাগাদকৃত তথ্য এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের নিবিড় তত্ত্বাবধানে নিয়মিতভাবে পিকেএসএফ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

যখনই স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে তথ্য ও সংবাদ পৌঁছানোর প্রসঙ্গ আসে, তখনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের উল্লেখ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও পিকেএসএফ পিছিয়ে নেই। ফেইসবুকে (www.facebook.com/PKSF) পিকেএসএফ-এর রয়েছে সরব উপস্থিতি। সাম্প্রতিককালে ইউটিউবেও **সমৃদ্ধি** নামে পিকেএসএফ নিজস্ব চ্যানেলের কার্যক্রম শুরু করেছে। যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন অডিও-ভিজুয়্যাল, আলোকচিত্র ও অন্যান্য আধেয় প্রস্তুত করে নিয়মিতভাবে তা পিকেএসএফ-এর ফেইসবুক পেজে প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে প্রতিদিনই বাড়ছে ফাউন্ডেশনের ফেইসবুক পেজের অনুসারীর সংখ্যা। এছাড়াও, ইউনিটটির তত্ত্বাবধানে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিটের প্রামাণ্যচিত্র, নাটক ও অন্যান্য ভিডিও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের অন্যতম একটি দায়িত্ব হল গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে নিয়মিতভাবে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা। এতে গণমাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংবাদ সম্প্রচার নিশ্চিত করা হয়। ফাউন্ডেশনের বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো, প্রেস রিলিজ/সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত ও বিতরণ, অনুষ্ঠানের সংবাদ পিকেএসএফ ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেজে প্রকাশ করার কাজ যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট করে থাকে। এছাড়াও, গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়মিত বিরতিতে মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করা হয়।

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা ও মুদ্রণের কাজও যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট বিশেষ গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করে থাকে। এই প্রকাশনাসমূহ কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পিকেএসএফ-এর সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরার পাশাপাশি ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্যোগের প্রভাব আরো অধিক কার্যকর করে তুলতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইউনিটের প্রকাশনা সংক্রান্ত প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ত্রৈমাসিক তথ্যসাময়িকী (বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায়) প্রকাশনা। ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকাশনাসমূহের আধেয় প্রস্তুত ও সম্পাদনা করে। এছাড়াও, প্রকাশনাসমূহের ডিজাইন ও মুদ্রণের গুণগত মান ঠিক রাখতে ডিজাইনার ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে দিকনির্দেশনা প্রদান ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

পিকেএসএফ-এর যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের তত্ত্বাবধানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক তথ্যসাময়িকীর চারটি সংখ্যা ছাড়াও উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহ হল:

- *পিকেএসএফ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮*
- *সবার সাথে সমৃদ্ধির পথে* (পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে পিকেএসএফ-এর সভার বিশদ বিবরণ সম্বলিত প্রকাশনা)
- *বিন্দু থেকে বৃত্ত* (LIFT কর্মসূচিভুক্ত সকল উদ্যোগসমূহের বর্ণনা)
- *জীবন জীবনের জন্য* (উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পুস্তিকা)
- *উন্নয়নে যুব সমাজ* ('উন্নয়নে যুব সমাজ' কর্মসূচি বিশদ পরিচিতি)
- *তোরা সব জয়ধ্বনি কর* ('পিকেএসএফ যুব সম্মেলন ২০১৯' উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা)
- *জয়যাত্রা* (ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত পুস্তিকা)
- *Sustainable Alleviation through Human & Social Capital Development in Bangladesh* (ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় গবেষণা প্রকাশনা)

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী অনুশীলনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত ইনোভেশন স্ট্র্যাটেজিক প্লান অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন গাইডলাইন ২০১৫-এর ওপর ভিত্তি করে পিকেএসএফ-এর একজন মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম বা উদ্ভাবন দল গঠন করা হয়েছে। এই দলের পক্ষ থেকে বার্ষিক উদ্ভাবন কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পিকেএসএফ ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে।

পিকেএসএফ হতে স্মার্ট ফান্ড ট্রান্সফার, রিয়েল টাইম অনলাইন ট্রেনিং এবং স্কিল লার্নিং প্লাটফর্ম নামে তিনটি ধারণা পাইলটিং করা হয়।

২৬-২৯ মে ২০১৯ তারিখে 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক একটি পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ

কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো নাগরিক সেবার জন্য উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ, যার মাধ্যমে সময়, অর্থ ও পরিদর্শনের জন্য অপচয় কম হয় এবং কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। কর্মশালাটি যৌথভাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এ্যাকাডেমি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'এটুআই' কর্মসূচি।

পিকেএসএফ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়ন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য একটি উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রদান করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর একটি উদ্ভাবন দল ওই পরিকল্পিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে অনুষ্ঠিত নিয়মিত আলোচনায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

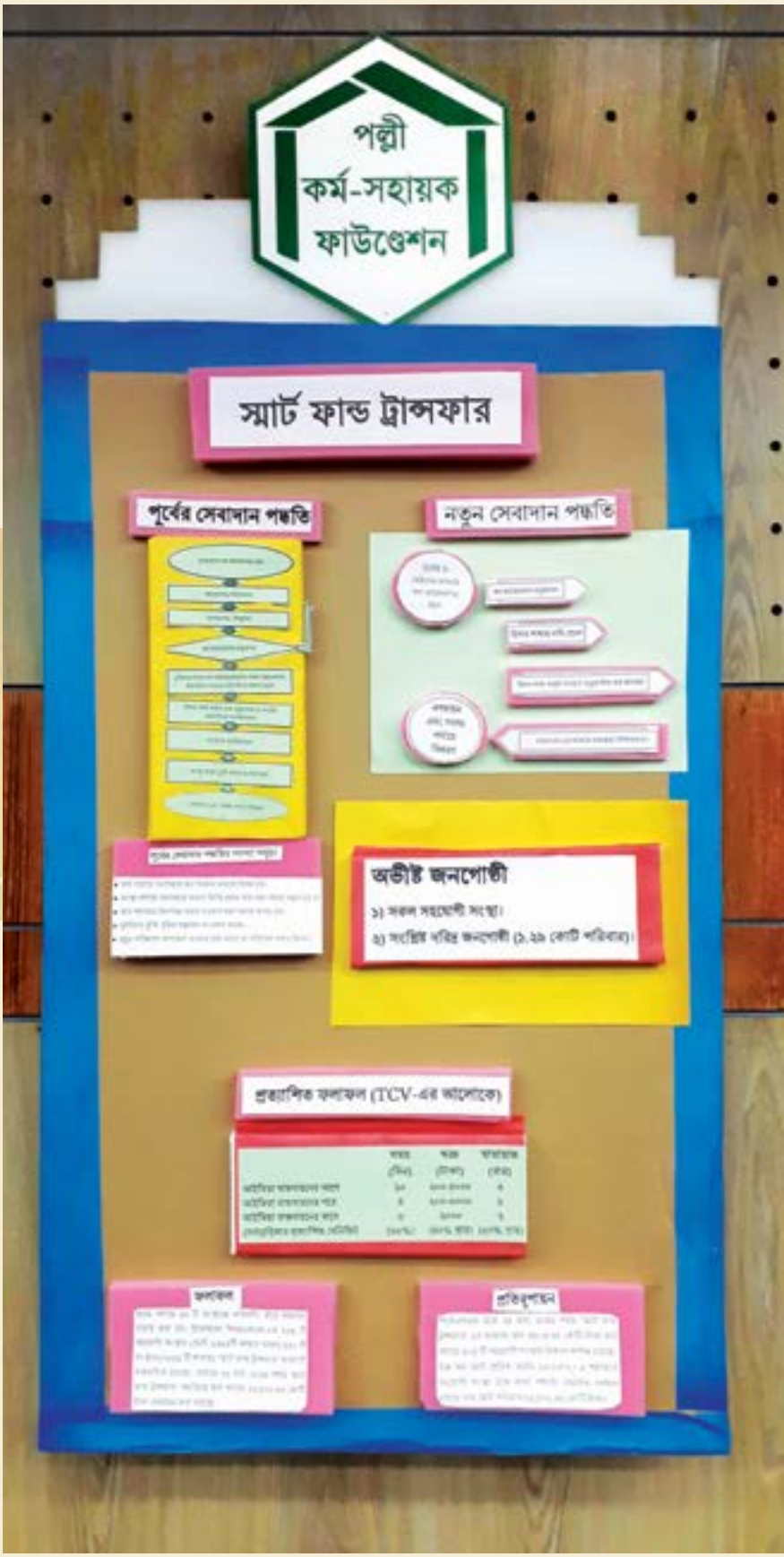

উল্লেখযোগ্য আয়োজন ও অনুষ্ঠানসমূহ

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯

অনাদিকাল থেকেই মেলা বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মেলা এমন এক উৎসব যেখানে নেই ধনী-নির্ধনের ভেদাভেদ। মেলায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত দরিদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে ক্রেতা ও দর্শনার্থী হিসেবে মিলিত হন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও ধনী ব্যক্তিরা। মেলায় থাকে না কোন বৈষম্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এমন উৎসবে। এ এমন এক মিলনস্থল, যেখানে সর্বজনীন, স্থানীয়, সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ যেন নিজ নিজ স্থান করে নেয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বার বার এই মেলাকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পটভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সাধারণত পিকেএসএফ প্রতি দুই বছর পরপর উন্নয়ন মেলার আয়োজন করে থাকে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম হতে সহায়তাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এই মেলায়। কাঠের চামচের মতো দৈনন্দিন গৃহস্থালী পণ্য থেকে শুরু করে উদ্ভাবনী নির্মাণ সামগ্রীর মত ভারী সরঞ্জামও প্রদর্শিত হয় এই মেলায়। পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ঢাকা মহানগরের বাসিন্দাদের সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সমগ্র দেশ থেকে আগত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে তৈরি করে এক আত্মীয়তার মেলবন্ধন।

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলার ২০১৯ সালের আসরটি ভরে তুলেছিল প্রত্যাশার সবটুকুই। ২০১৯-এর এ মেলা যেন পূর্বের সব গৌরবোজ্জ্বল সফলতাকে ছাপিয়ে আরও বেশি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ১৪-২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত এই উন্নয়ন মেলা পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রার এক বাস্তব প্রদর্শনীমণ্ডপ। এই মেলা ছিল ভোক্তা সমাগম ও বিক্রয়ের দিক থেকে সফলতম আয়োজন।

বিআইসিসি-র বিশাল হল অব ফেইম-এ গত ১৪ নভেম্বর ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯-এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর আগমনের সাথে সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট খ্যাতনামা ব্যক্তিদের তালিকা আরও দীর্ঘ ও বর্ণিল হয়ে ওঠে। কৃষকের কল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি খাতে উন্নয়ন ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় অবদানের জন্য পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে তাঁকে "আজীবন সম্মাননা" প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ পুরস্কার বেগম মতিয়া চৌধুরীর হাতে তুলে দেয়ার

সাথে সাথে অনুষ্ঠানে আগত সকল দর্শকের করতালিতে সরব হয়ে ওঠে সমগ্র মিলনায়তন।

প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন, যা বাংলাদেশে ২০০৫-০৬ সালের দারিদ্র্যের হার ৪১.৫ শতাংশ হতে ২০১৮ সালে প্রায় ২১ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। শ্রমজীবী জনগণের মঙ্গল কামনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে যুক্ত করার পরিকল্পনার মাধ্যমেই দেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন অর্জন সম্ভব।

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এসকল কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, পিকেএসএফ ক্ষুদ্রঋণের সীমিত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর, বাজার সংযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, সরকার ১৯৯০ সালে যখন পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠা করে তখন দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৮.৮ শতাংশ, যা এখন ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ রচিত "জাগরণের গান"-এর

ভিডিও উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক উৎসবমুখর আবহ সৃষ্টি হয়। এই ভিডিওতে বাংলাদেশের সমসাময়িক উন্নয়নের দৃশ্যমান চিত্রাবলিকে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমান্তরালে তুলে ধরা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বঙ্গবন্ধুর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দর্শন এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কেও এই গানে আলোকপাত করা হয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, পিকেএসএফ বাংলাদেশে যে মানবকেন্দ্রিক, বহুমাত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, তার নেপথ্য অনুপ্রেরণার তিনটি উল্লেখযোগ্য উৎস হলো: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও আওয়ামী লীগ সরকারের রূপকল্প ২০২১।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি পিকেএসএফ-এর জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত মেলা দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং মেলায় আগত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলেন।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, গবেষণা, তথ্য-প্রযুক্তি ও সেবা সরবরাহকারীসহ সর্বমোট ১২৫টি প্রতিষ্ঠান মেলার ১৯০টি স্টলে তাদের বিশাল ও বৈচিত্র্যময় পণ্যসম্ভার প্রদর্শন করে। মেলায় প্রতিদিন গড়ে ৪৫,০০০ দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। মেলায় বিক্রি হয়েছে মোট ৪.১৫ কোটি টাকার পণ্য।

সেমিনার

মেলার পাশাপাশি বিআইসিসিতে আয়োজিত পাঁচটি সেমিনার পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা-২০১৯ এর আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রথম চারটি সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং শেষ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ।

মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ, শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আয়োজিত এসকল সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

১৩ নভেম্বর আয়োজিত প্রথম সেমিনারে 'Promoting Microenterprise in Bangladesh: Current Status and Future Prospects' শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী ড. মোঃ মুরাদ হাসান, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব ফজলে কবির।

'Establishing Human Dignity through ENRICH Program of PKSF' শীর্ষক দ্বিতীয় সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ১৪ নভেম্বর। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ মুসলিম চৌধুরী। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আসিফ মোহাম্মদ শাহান পৃথক দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

১৫ নভেম্বর আয়োজিত 'Implementation of SDGs in Bangladesh: Current Status and Future Prospects' শীর্ষক তৃতীয় সেমিনারে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি প্রধান অতিথি এবং জনাব সুলতানা আফরোজ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

'Employment Generation in Rural Bangladesh in the Context of Technological Advancement' শীর্ষক চতুর্থ সেমিনারটি আয়োজিত হয় ১৬ নভেম্বর। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মসিউর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আসাদুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে. মুজেরী সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

'Livelihood Enhancement through Modern Agricultural Practices: PKSF's Experiences' শীর্ষক শেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ১৭ নভেম্বর। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯-এর উৎসবের আবহকে আরও বেশি রঙিন করে তুলেছিল প্রতিদিনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। মেলা উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোর পাশাপাশি দেশের খ্যাতিমান শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন তাদের অনন্য সব পরিবেশনা নিয়ে।

১৪ নভেম্বর আয়োজিত প্রথম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা দিশা-র সাংস্কৃতিক দল পরিবেশন করে লালন গীতি এবং সহযোগী সংস্থা মমতা-র শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশন করে বিচিত্র ফ্যাশন শো যেখানে বাঙালি ও আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়। এই সন্ধ্যার শেষ পরিবেশনা ছিলো সাজু আহমেদ ও তার দলের সমবেত কত্থক নৃত্য যা বিশেষভাবে দর্শক-সমাদৃত হয়।

দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা শুরু হয় পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বর্ণিল পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। তারপর জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী রফিকুল আলম ও ঐশিকা নদী সংগীত পরিবেশন করেন। সবশেষে মুগ্ধতা ছড়ায় অদিতি মহসিন পরিবেশিত রবীন্দ্র সংগীত।

তৃতীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পিকেএসএফ-এর দু'টি সহযোগী সংস্থা ডিএসকে ও হীড বাংলাদেশ-এর সাংস্কৃতিক দল আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের শেষে কামরুজ্জামান রাব্বী লোকগীতি পরিবেশন করেন।

চতুর্থ দিনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা শুরু হয় সহযোগী সংস্থা **প্রয়াস**-এর ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা গম্ভীরা দিয়ে। এরপর সহযোগী সংস্থা **আইডিএফ**-এর সাংস্কৃতিক দল আদিবাসী দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে। জিনিয়া আফরিন লুইপা এবং জনাব ইউসুফ আহমেদ খান-এর সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় চতুর্থ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

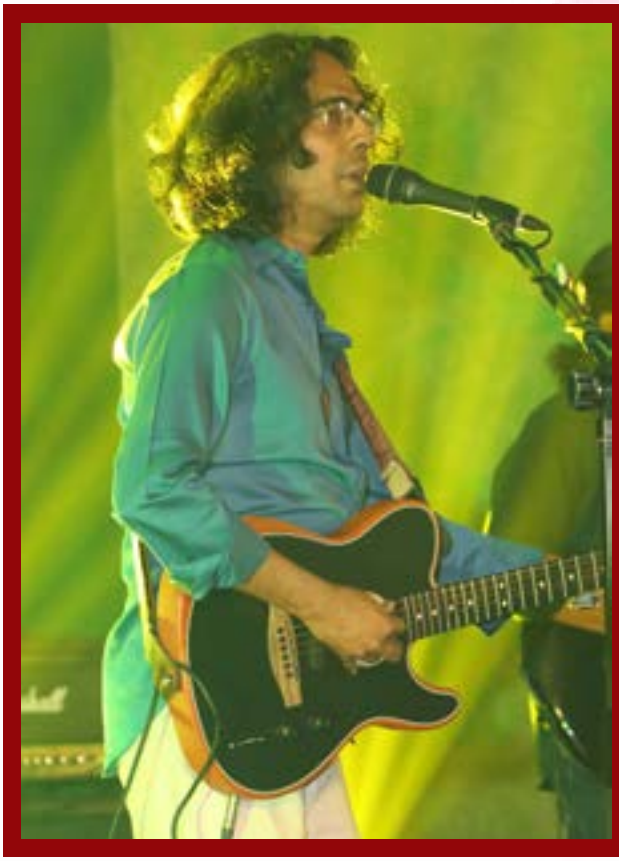

১৮ নভেম্বর জনপ্রিয় ব্যান্ডদল দলছুট-এর পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর এ মেলার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার শুভ সমাপ্তি হয়, যা অনুষ্ঠানে আগত সকল দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়।

উন্নয়ন মেলা ২০১৯-এর অন্যান্য বর্ণিল আয়োজন

মূল অনুষ্ঠানস্থলের অদূরে একাধিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। মেলা শুরু হওয়ার আগে থেকে এবং মেলা চলাকালীন প্রতিদিন দশটি উপ-কমিটি কঠোর পরিশ্রম করেছে। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ মেলার প্রস্তুতির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে উপ-কমিটির প্রধানদের সাথে নিয়মিত সভা করেছেন। মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে একটি বর্ণিল স্মরণিকা। স্মরণিকায় রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যানের বার্তা, অংশগ্রহণকারীদের নামসহ অনুষ্ঠানমালা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, দুইটি সংক্ষিপ্ত রচনা এবং অতীতের অনুরূপ মেলা থেকে নির্বাচিত কিছু স্থিরচিত্র। মেলার ব্যাপক প্রচারের জন্য গণমাধ্যম ও যোগাযোগ কমিটি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রতিদিনের অনুষ্ঠানসমূহের রঙিন স্থিরচিত্র সম্বলিত **প্রতিদিন বুলেটিন** মেলার শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। যা সকল মহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

সমাপনী অনুষ্ঠান

১৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি ও জনাব হাবিবুন নাহার, এমপি, উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর তিনটি সহযোগী সংস্থাকে 'সেরা স্টল' শ্রেণীতে পুরস্কৃত করা হয়। সংস্থাগুলো হলো: গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (প্রথম স্থান), গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (প্রথম রানার আপ) এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা (দ্বিতীয় রানার আপ)। ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন-এর সহায়তায় উৎপাদিত মোজারেলা পনির; পরিবার উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রদর্শিত ভার্টিক্যাল কাঁকড়া চাষ মডেল এবং দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার পরিবেশ-বান্ধব এবং টেকসই নির্মাণ সামগ্রীসমূহ মেলায় সেরা সম্ভাবনাময় পণ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

সমাপনী অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অংশ ছিল ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ প্রণীত 'Perspectives on People-Centred Development with Particular Reference to Bangladesh' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন।

মেলার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পরেও, স্টলগুলি ২০ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত খোলা ছিল, যা ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আকৃষ্ট করেছে। ২০ নভেম্বর -- মেলার শেষ দিন -- পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ স্টলসমূহ পরিদর্শন করে অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও তাদের হাতে ক্রেস্ট এবং শংসাপত্র তুলে দেন। পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯-এর সকল আয়োজন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার-এর সেই জনপ্রিয় প্রবচনসমৃদ্ধ 'সব ভাল তাঁর শেষ ভাল' নাটকের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে আসছে। ২০১৯ সালে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো : নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো'। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে আগারগাঁওস্থ নিজস্ব ভবনে এক সেমিনার আয়োজন করে পিকেএসএফ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, সদস্য, পরিচালনা ও সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম স্বাগত বক্তব্যে বলেন, পিকেএসএফ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সদস্যদের শতকরা ৯২ ভাগ নারী। পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫ (জেন্ডার সমতা) অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান "Accelerating Women Empowerment & Gender Integration through Access to Basic Services, Public Resources and Work Opportunities: PKSF Experience" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সানজীদা আখতার।

সেমিনারে সহযোগী সংস্থা শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব নাছিমা বেগমকে নারী উন্নয়নে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে বাংলাদেশ সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, ২০১০ সালে দেশে মোট কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ছিল ১৬.২ মিলিয়ন যা ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৬ মিলিয়নে পৌঁছায়।

সেমিনারের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, পিকেএসএফ মানুষের কল্যাণে গর্ভধারণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নারীর নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কিশোরী ক্লাব গঠনসহ বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। ড. আহমদ বলেন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

সেমিনারে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও বিভিন্ন কার্যক্রমের নারী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসডিজি ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম বিষয়ক সেমিনার

আজকের বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি প্রধান বৈশ্বিক হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৫ সালে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ নির্ধারণকালে জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবেলার ওপর জাতিসংঘ বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে।

বিগত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ও অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গঠিত 'গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ' প্ল্যাটফর্মের আয়োজনে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম' বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সুলতান আহমেদ। সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআইডিএস-এর সাবেক গবেষণা পরিচালক ড. এম আসাদুজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় তার মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সকলকে এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে একসাথে কাজ করার আহবান জানান।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কাজ করার ক্ষেত্রগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি দক্ষ জনবল সৃষ্টি, অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সঠিক সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

প্যানেল আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবসমূহ মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন বিআইডিএস-এর সাবেক গবেষণা পরিচালক ড. এম আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, অভীষ্ট ১৩ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে অভীষ্ট ২ (ক্ষুধা মুক্তি) বা অভীষ্ট ৬ (নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন) অর্জনও কঠিন হয়ে পড়বে।

সেমিনারে সরকারি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থার নানা স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত হল যুব সম্মেলন ২০১৯

‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর’ -- এই শ্লোগানকে ধারণ করে ৭ ও ৮ এপ্রিল ২০১৯ ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক বিশাল যুব সম্মেলন আয়োজন করে পিকেএসএফ। সারা দেশের মাঠ পর্যায় থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত ১,৬৫০ জন যুব প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

সম্মেলনে আয়োজিত তিনটি সেমিনার অধিবেশনে যুবরা দলগতভাবে মোট নয়টি বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিষয়সমূহ হল: বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ; বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা; দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান; সামাজিক ব্যাধি: বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মেয়েদের উত্যক্তকরণ ও মাদকাসক্তি; সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ; সাম্য ও মানব মর্যাদা; আর্থ-সামাজিক বৈষম্য; জলবায়ু পরিবর্তন; এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট।

প্রথম দু’টি সেমিনার সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে আয়োজন করা হয়। প্রথম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি এবং দ্বিতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।

সম্মেলনের তৃতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার এ্যাডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি।

সম্মেলনের প্রথম দিন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ রচিত *বাংলাদেশ আমার ঠিকানা* এবং *ওই মহামানব* শীর্ষক দু’টি কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এছাড়াও র‍্যাফেল ড্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্মেলনকে আরো উৎসবমুখর করে তোলে।

UPP-Ujjibito কম্পোনেন্টের সমাপনী

বিশেষ করে গত এক দশকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন সত্ত্বেও দেশের প্রায় ১১ শতাংশ মানুষ এখনও চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে।

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থায়িত ৫ বছর মেয়াদী Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito শীর্ষক প্রকল্পের ১১.০৫ মিলিয়ন পাউন্ড বাজেটের Ultra Poor Programme (UPP)- Ujjibito কম্পোনেন্ট নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ১,৭২৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করার উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ এই কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করেছে।

UPP- Ujjibito কম্পোনেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠান ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব মোঃ আবদুল করিম, তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফার্স্ট সেক্রেটারি Mr Manfred Fernholz এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ।

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জন, শিখন ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক ও টীম লিডার UPP- Ujjibito প্রকল্প। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের ৩৬টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে সেমিনার ও পদক প্রদান

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণের কোন বিকল্প নেই। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে বিগত ১২ মে ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ও তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্ম যৌথভাবে এক সেমিনার ও 'তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক' প্রদান শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান এবং তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আব্দুল মালিক, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ।

মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, তামাকজাত দ্রব্য থেকে সরকার বছরে ২২,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব পায়, অথচ তামাকজনিত কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে এবং এই খাতে ক্ষতির পরিমাণ ৩০,০০০ কোটি টাকা। তিনি বলেন, কৃষিজ পণ্যকে লাভজনক করতে না পারলে, আমরা তামাক চাষ থামাতে পারবো না।

জাতীয় অধ্যাপক আবদুল মালিক তামাকের পরিবর্তে বিকল্প ফসল চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পিকেএসএফ-কে সাধুবাদ জানান।

সেমিনারে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী Tobacco Free Bangladesh by 2040: PKSF's Steps শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত "তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস" শীর্ষক পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে কিভাবে কৃষকরা তামাক চাষ ছেড়ে বিকল্প ফসল চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে তিনটি শ্রেণিতে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক ২০১৯' প্রদান করা হয়। ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা) 'প্রতিষ্ঠান' শ্রেণিতে, প্রফেসর প্রাণ গোপাল দত্ত 'ব্যক্তি' শ্রেণিতে, এবং বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি 'প্রকাশনা' শ্রেণিতে এই পদক লাভ করে।

অনুষ্ঠানে তরুণ গবেষক জনাব সৈয়দা সাজিয়া আফরোজ টুম্পাকে Land Degradation and Marginalization from Tobacco Cultivation in Bangladesh: A Case Study of Alikadam Upazila, Bandarban শীর্ষক গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য 'বিশেষ সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

অতিদারিদ্র্য বিষয়ক এ্যাকাডেমিক সেমিনার

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত ইউপিপি-উজ্জীবিত ও অন্যান্য প্রকল্পের নানামুখী শিখন বিনিময়ের জন্য ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের আওতায় ২৯-৩০ এপ্রিল ২০১৯ পিকেএসএফ ভবনে চারটি বিষয়ের ওপর সেমিনার আয়োজিত হয়।

২৯ এপ্রিল 'Addressing Extreme Poverty: Nutrition Security - Learning from Ujjibito and Other Projects' শীর্ষক প্রথম সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক খালেদা ইসলাম, অধ্যাপক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাকের ভাইস-চেয়ারপারসন ড. আহমেদ মোস্তাক রাজা চৌধুরী।

'Addressing Extreme Poverty: Disability Inclusion: Learning from Ujjibito and Other Projects' শীর্ষক দ্বিতীয় সেমিনার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সিএসআইডি-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব খন্দকার জহিরুল আলম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল।

৩০ এপ্রিল 'Addressing Extreme Poverty: Targeting is a Key - Learning from Ujjibito and Other Projects' শীর্ষক দিনের প্রথম সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এস এম জুলফিকার আলী, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, পরিচালক (গবেষণা), পিকেএসএফ।

'Addressing Extreme Poverty: Resilient Livelihood: Learning from Ujjibito and Other Projects' শীর্ষক দ্বিতীয় সেমিনার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. রেজাউল ইসলাম, সাবেক আন্তর্জাতিক টিম লিডার, প্রোসপার, ডিএফআইডি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলী, সাবেক অধ্যাপক, ফাইন্যান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় শোক দিবস পালন

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নির্মমভাবে নিহত হন। প্রতি বছর এই দিনটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালিত হয়।

পিকেএসএফ যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৪তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করে। ১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মহান এই নেতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে পিকেএসএফ। পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এই দোয়া মাহফিলে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ মিলনায়তনে বিগত ২২ আগস্ট ২০১৯ **বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ** শীর্ষক এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ১৫ আগস্টে শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

আলোচনা সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক ১৯৭১ সালে আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করেন। তার স্মৃতিচারণ থেকে যুদ্ধদিনের নানা উত্তাপ ও উৎকণ্ঠার কথা শ্রোতা-দর্শকদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। উনিশ শ' একাত্তর যেন সেদিনের কষ্ট, ত্যাগ ও বিজয়ের অবিনাশী নেশা ও অনিশ্চয়তার সড়ক অতিক্রম করে শ্রোতাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। পিনপতন নীরবতার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা সাজ্জাদ জহিরের ভাষণ সকলে মুগ্ধ হয়ে শোনেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার বক্তব্যেও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া ৭ মার্চ ঢাকা রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের দৃশ্য এবং সেই থেকে কীভাবে অদ্যাবধি তার হৃদয়ের গহীনে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' এই ঘোষণা অমর অক্ষয় হয়ে আছে, সেকথা ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ যুগপৎ বঙ্গবন্ধুর দুঃসাহসী ও প্রজ্ঞাঋদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করেন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের (ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পড়ুয়া) জন্য দুই স্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

সরকারি কর্মসূচির অনুসরণে আগস্ট মাসের প্রথম তারিখ থেকে পিকেএসএফ-এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রতিদিন কালো ব্যাজ ধারণ করেন। শোকের মাসের বার্তা দৃশ্যমানভাবে প্রতিফলনের জন্য পিকেএসএফ ভবনের ছাদ থেকে নিচের সোপান পর্যন্ত দুটি দীর্ঘ ব্যানার মাসব্যাপী প্রদর্শিত হয়।

‘এসডিজি-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ’ শীর্ষক সেমিনার

স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এসডিজি-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ)-এর লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি পিকেএসএফ এ বিষয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। বিগত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ‘এসডিজি-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ’ শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করে পিকেএসএফ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি, এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন চিকিৎসা, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব শেখ ইউসুফ হারুন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ।

প্রধান অতিথি ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ‘কাউকে বাদ দিয়ে নয়’ -- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে সরকার তা বাস্তবায়নে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজি অর্জনে অর্থায়নকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তা মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি ও ব্যবসায়িক মহলের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বিশেষ অতিথি জনাব শেখ ইউসুফ হারুন এসডিজি-৩ অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি জোর দেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য প্রয়োজন বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এছাড়া, দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দুর্নীতি প্রতিরোধ, যথাযথ ও বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, বর্তমানে প্রায় ছয় কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে। তিনি বলেন, ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে পিকেএসএফও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশ নেন।

মুক্ত আলোচনা পর্বে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসহ বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন।

PPEPP প্রকল্পের পাইলটিং কার্যক্রম উদ্বোধন

গত ০১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে 'Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP)' প্রকল্পের পাইলটিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) বাংলাদেশ-এর প্রধান মিস জুডিথ হার্বার্টসন ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর হেড অব কোঅপারেশন মি. মার্শিও চ্যান। অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের ওয়েবসাইট www.ppepp.org-এর উদ্বোধন করা হয়।

প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম বলেন, ২০২০ সালের মধ্যে অতিদারিদ্র্য ৮.৯ শতাংশে নামিয়ে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। PPEPP প্রকল্প টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ডিএফআইডি বাংলাদেশ-এর প্রধান মিস জুডিথ হার্বার্টসন বলেন, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে উন্নয়নের প্রকৃত চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এখনও অসমতা, অপুষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনের মত প্রকট সমস্যা বিদ্যমান।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মি. মার্শিও চ্যান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈষম্য একটি বড় বাধা বলে উল্লেখ করেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, দেশের কমপক্ষে ছয় কোটি দরিদ্র মানুষকে পিকেএসএফ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করছে। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলা প্রকল্প সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ দেশের অন্তত ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে উন্নয়ন সহযোগী ডিএফআইডি ও ইইউ-এর যৌথ আর্থিক সহযোগিতায় ০১ এপ্রিল ২০২০ থেকে পিকেএসএফ-এর ২০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন শুরু হবে।

অনুষ্ঠানে পাইলট পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে নির্বাচিত ৪টি সংস্থা দেশের ৪টি অঞ্চলের এক হৃদয়স্পর্শী দারিদ্র্যচিত্র উপস্থাপন করে।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পিকেএসএফ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। বিশেষ এই আয়োজনের সঞ্চালনা করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

প্রধান অতিথি জনাব তোফায়েল আহমেদ ১৯৪৭-পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ওপর আলোকপাত করে বলেন, এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি ক্রমশ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। পশ্চিম পকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে স্বাধিকার আদায়ের যে সংগ্রাম দানা বাঁধতে শুরু করে, তা ১৯৭১ সালে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পরিণতি পায়। জনাব তোফায়েল আহমেদ বলেন, "বঙ্গবন্ধুর দু'টি স্বপ্ন ছিলো। একটি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন, এবং আরেকটি, বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। প্রথম স্বপ্নটি বঙ্গবন্ধু তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে নিজেই পূরণ করে গেছেন। আরেক স্বপ্ন পূরণে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।"

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে যে মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন তা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম এখনো চলমান। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দারিদ্র্য ও বঞ্চনামুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তিনি সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

স্বাগত বক্তব্যে জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের দ্বারা অতীতে বিকৃত হয়েছে। এই আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত সকলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে আরো সম্যক ধারণা লাভ করবেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই সত্য পৌঁছে দেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

নতুন সম্মাননায় ভূষিত পিকেএসএফ চেয়ারম্যান

স্বাধীনতা পুরস্কার

‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৯’ প্রদান করেছে বাংলাদেশ সরকার। ২৫ মার্চ ২০১৯ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে তাকে এই পদক প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের এই অর্জন উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিগত ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ-এর প্রধান মিলনায়তনে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কথাসাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেন।

জাতীয় পর্যায়ে জনসেবা/সমাজসেবায় নিরবচ্ছিন্ন দায়বদ্ধতা ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা

জাতীয় পরিবেশ পদক

বিশিষ্ট জলবায়ু অর্থনীতিবিদ ও মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নচিন্তক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে ‘জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯’-এ ভূষিত করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। জাতীয় পর্যায়ে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার’ শ্রেণিতে এই পদক পেলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান।

গত ২০ জুন ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ড. আহমদ-এর হাতে এই পদক তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিদায় সংবর্ধনা

জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ছয় বছরেরও বেশি সময় (০১ এপ্রিল ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৯) পিকেএসএফ-এর নবম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। গত ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে আয়োজিত এক 'বিদায় সংবর্ধনা ও আজীবন সম্মাননা প্রদান' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। পিকেএসএফ পরিবারের পক্ষে পর্ষদ সদস্য, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিনিধি, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পরিবারের সদস্যবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে তাকে উত্তরীয়, বিশেষ ক্রেস্ট, ফুল, এবং বিভিন্ন উপহার সামগ্রী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা উপহার দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। এছাড়াও, জনাব করিমের জীবনের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়।

নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগদান

পিকেএসএফ-এর ১০ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য তাঁর এই নিয়োগ কার্যকর হয়।

পিকেএসএফ-এর নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগদান উপলক্ষে ১ জুলাই ২০১৯ পিকেএসএফ মিলনায়তনে একটি পরিচিতি সভা আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ ও সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ-এ যোগদানের পূর্বে জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ৩৫ বছর ধরে নিষ্ঠা ও সাফল্যের সাথে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক, এবং ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া, তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

নীরিক্ষা প্রতিবেদন

Independent Auditors' Report to the General Body of

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), which comprise the statement of financial position as at June 30, 2019, and the statement of comprehensive income, statement of cash flows and statement of changes in equity for the year then ended, notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) as at June 30, 2019, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with International Ethics Standards Board for Accountant (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulationsand for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that gives a true and fair view.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, we also report the following:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;

b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by PKSF so far as it appeared from our examination of these books; and

c) The statements of financial position and statement of comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns.

Dated, Dhaka:
25 November 2019

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

S. F. AHMED & CO.
Chartered Accountants ...since 1958
Member Firm of HLB International

Dhaka Office
House - 51 (2nd & 3rd Floor) Road - 9, Block - F
Banani, Dhaka - 1213, Bangladesh
Phone : (880-2) 9870957, 9894026
01707079855, 01707079856
Fax : (880-2) 55042314
E-mail : sfaco@dhaka.net; ahmeds@bol-online.com

Chittagong Office
Ispahani Building (2nd Floor)
Agrabad C/A, Chittagong
Bangladesh
Phone : (880) 31-716184
Fax : (880) 31-713683

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Financial Position

As at 30 June 2019

Particulars	Notes	As at 30 June 2019 Taka	As at 30 June 2018 Taka
PROPERTIES AND ASSETS			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	4.00	770,923,930	782,508,310
Investment against provision for gratuity	5.00	863,166,305	533,401,026
Investment against provision for earn leave	6.00	119,778,198	108,781,818
Investment against PKSF fund- SF, PSF, DMF	7.00	4,688,500,000	5,754,625,000
Staff house building, computer & car loan	8.00	417,140,825	353,550,001
Loan to POs under core program	9.00	21,722,895,182	19,296,689,365
Loan to POs under project	11.00	1,084,704,533	124,977,269
Total Non-current assets		**29,667,108,973**	**26,954,532,789**
Current assets			
Loan to POs under core program	9.00	30,452,461,252	28,592,742,751
Loan to POs under capacity building	10.00	560,934	560,934
Loan to POs under project	11.00	261,045,460	23,113,638
Service charges receivable	12.00	785,518,211	723,498,622
Interest and other receivables	13.00	158,506,872	155,088,819
Grant receivables	24.00	350,270,058	205,374,503
Advances, deposits and prepayments	14.00	878,199,394	621,981,854
Cash and cash equivalents	15.00	5,884,780,552	5,437,292,897
Total Current assets		**38,771,342,733**	**35,759,654,018**
Total properties and assets		**68,438,451,706**	**62,714,186,807**
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Capital fund			
Grants	16.00	12,822,680,271	12,822,680,271
Disaster management fund		4,990,094,607	4,711,191,421
Capacity building revolving loan fund (RLF)		100,000,000	100,000,000
Special fund		103,111,658	96,523,288
Programs- support fund		2,663,355,702	2,589,949,385
Retained surplus		27,061,619,001	25,588,466,727
Total Capital fund		**47,740,861,239**	**45,908,811,092**

Particulars	Notes	As at 30 June 2019 Taka	2018 Taka
Non current liabilities			
Microfinance loan under core program	17.00	12,292,548,564	10,946,170,971
Loan for other projects	18.00	1,697,500,000	240,000,000
Provision for interest on microfinance loan	19.00	40,661,819	26,984,663
Provision for interest on loan for other projects	20.00	8,137,589	1,190,137
Provision for gratuity and severance allowances	21.00	959,278,909	583,712,684
Provision for earn-leave	22.00	215,962,114	109,817,285
Deferred income (Grant for assets)	23.00	38,759,671	28,965,218
Total Non current liabilities		**15,252,848,666**	**11,936,840,958**
Current liabilities			
Microfinance loan under core program	17.00	406,357,170	406,357,171
Provision for interest on microfinance loan	19.00	30,462,785	32,286,419
Grant received in advance	24.00	568,386,728	465,287,196
Other liabilities	25.00	1,421,915,682	1,058,004,259
Loan loss provision - core program	26.00	2,990,143,502	2,903,076,960
Loan loss provision - capacity building	27.00	560,934	560,934
Loan loss provision - project	28.00	26,915,000	2,961,818
Total Current liabilities		**5,444,741,801**	**4,868,534,757**
Total capital fund and liabilities		**68,438,451,706**	**62,714,186,807**

The annexed notes from 1 to 53 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Golam Touhid	**Mohammad Moinuddin Abdullah**	**Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad**
Deputy Managing Director	Managing Director	Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Dated, Dhaka:
25 November 2019

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Comprehensive Income

For the year ended 30 June 2019

Particulars	Notes	For the year ended 30 June 2019 Taka	2018 Taka
INCOME			
Operating income			
Service charges	29.00	2,946,139,234	2,787,920,808
Grant income	30.00	1,726,603,157	1,635,409,602
		4,672,742,391	**4,423,330,410**
Non operating income			
Interest on bank balance and short term deposit	31.00	965,570,796	766,189,180
Other income	32.00	29,434,561	28,809,446
		995,005,357	**794,998,626**
Total		**5,667,747,748**	**5,218,329,036**
EXPENDITURE			
General and administrative expenses			
Manpower compensation (salaries, allowances & other facilities)	33.00	741,766,783	543,633,982
Training, workshop and seminar	34.00	79,747,630	50,226,790
Institutional development and capacity building	35.00	6,794,690	5,095,117
Program and project cost	36.00	2,188,373,990	1,644,527,309
Socio-economic & human capability improvement program	37.00	3,290,000	12,511,500
Monitoring and evaluation	38.00	16,634,620	19,635,571
Occupancy expenses	39.00	13,420,845	12,947,767
Research and publication	40.00	44,434,229	61,964,779
Depreciation	41.00	47,062,609	46,315,512
Administrative expenses	42.00	59,151,434	75,224,039
Total		**3,200,676,830**	**2,472,082,366**
Loan loss expenses	43.00	111,019,724	272,278,734
Financial cost of operation			
Borrowing cost	44.00	116,942,502	114,987,193
Bank charge & commission	45.00	4,419,519	4,513,636
Total		**121,362,021**	**119,500,829**
Total expenditure		**3,433,058,575**	**2,863,861,929**
Excesses of income over expenditures	16.00	**2,234,689,173**	**2,354,467,107**

The annexed notes from 1 to 53 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Golam Touhid	**Mohammad Moinuddin Abdullah**	**Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad**
Deputy Managing Director	Managing Director	Chairman

Signed in terms of our separate report annexed

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Dated, Dhaka:
25 November 2019

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Cash Flows

For the year ended 30 June 2019

Particulars	Notes	For the year ended 30 June 2019 Taka	For the year ended 30 June 2018 Taka
A. Cash flow from operating activities			
Excess of income over expenditure (surplus)		2,234,689,173	2,354,467,107
Add: Adjustment for items not involving the movement of cash	46.00	237,106,104	388,686,320
Surplus before changes in operating activities		**2,471,795,277**	**2,743,153,427**
Changes in operating activities			
(Increase)/decrease in assets other than loan to POs	47.00	(385,246,006)	(117,469,106)
(Increase)/decrease in loans to POs - current portion	48.00	(2,097,650,323)	(1,695,210,458)
(Increase)/decrease in loans to POs - non current portion	49.00	(3,385,933,081)	(1,823,999,201)
		(5,868,829,410)	**(3,636,678,765)**
Increase/(decrease) in current liabilities	50.00	362,087,789	115,244,355
Increase/(decrease) in non-current liabilities	51.00	20,624,608	14,687,018
		382,712,397	**129,931,373**
Net cash flows from operating activities		**(3,014,321,736)**	**(763,593,965)**
B. Cash flows from investing activities			
Acquisition of property, plant and equipment	4.00	(40,272,985)	(42,839,072)
Sale proceed of property, plant and equipment		4,843,012	3,267,302
(Increase)/decrease investment against provision for earn leave		(10,996,380)	(13,496,556)
(Increase)/decrease investment against provision for gratuity		(329,765,279)	(69,056,609)
(Increase)/decrease investment against PKSF fund		1,066,125,000	(1,087,125,000)
Net cash used in investing activities		**689,933,368**	**(1,209,249,935)**
C. Cash flows from financing activities			
Increase/(decrease) grant receive in advance		103,099,532	105,664,244
(Increase)/decrease in grant receivable		(144,895,555)	(116,813,525)
Increase/(decrease) in grant for assets		9,794,453	(3,288,373)
Grant received as capital fund		-	1,647,440,171
Microfinance loan repaid	52.00	(406,357,171)	(812,714,342)
Microfinance loan received	52.00	3,210,234,764	270,000,000
Net cash flows from financing activities		**2,771,876,022**	**1,090,288,175**
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents		**447,487,655**	**(882,555,725)**
Opening cash and cash equivalents		5,437,292,897	6,319,848,622
Closing cash and cash equivalents		**5,884,780,552**	**5,437,292,897**

The annexed notes from 1 to 53 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Golam Touhid	**Mohammad Moinuddin Abdullah**	**Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad**
Deputy Managing Director	Managing Director	Chairman

Signed in terms of our separate report annexed

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Dated, Dhaka:
25 November 2019

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Changes in Equity

For the year ended 30 June 2019

Particulars	GRANTS			
	Establishment Grants		UPP	RNPPO
	GOB (Own sources)	GOB (USAID PL-480)	GOB (Own sources)	GOB (IDA)
Balance as at 01 July 2018	1,100,000,000	650,000,000	4,168,200,000	642,320,100
Fund received during the year 2018-2019	-	-	-	-
Surplus for the year 2018-2019	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2019	**1,100,000,000**	**650,000,000**	**4,168,200,000**	**642,320,100**
Balance as at 01 July 2017	1,100,000,000	650,000,000	4,168,200,000	642,320,100
Fund received during the year 2017-2018	-	-	-	-
Surplus for the year 2017-2018	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2018	**1,100,000,000**	**650,000,000**	**4,168,200,000**	**642,320,100**

Particulars	GRANTS				Total
	REDP	MEL	KGF	ENRICH	
	GOB (DFID)	GOB (Own sources)	GOB (KFAED)	GOB	
Balance as at 01 July 2018	44,820,000	3,750,000,000	819,900,000	1,647,440,171	12,822,680,271
Fund received during the year 2018-2019	-	-	-		-
Surplus for the year 2018-2019	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2019	**44,820,000**	**3,750,000,000**	**819,900,000**	**1,647,440,171**	**12,822,680,271**
Balance as at 01 July 2017	44,820,000	3,750,000,000	819,900,000	-	11,175,240,100
Fund received during the year 2017-2018	-	-	-	1,647,440,171	1,647,440,171
Surplus for the year 2017-2018	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2018	**44,820,000**	**3,750,000,000**	**819,900,000**	**1,647,440,171**	**12,822,680,271**

Particulars	Disaster Management Fund	Capacity Building Revolving Loan	Programs Support Fund	Special Fund	Retained Surplus	Grand Total
Balance as at 01 July 2018	4,711,191,421	100,000,000	2,589,949,385	96,523,288	25,588,466,727	45,908,811,092
Fund received during the year 2018-2019	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2018-2019	256,556,294	-	73,406,317	4,353,681	1,900,372,881	2,234,689,173
Transfer to disaster management fund	22,346,892	-	-	-	(22,346,892)	-
Transfer to special fund	-	-	-	2,234,689	(2,234,689)	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	(402,639,026)	(402,639,026)
Balance as at 30 June 2019	**4,990,094,607**	**100,000,000**	**2,663,355,702**	**103,111,658**	**27,061,619,001**	**47,740,861,239**
Balance as at 01 July 2017	4,478,466,444	100,000,000	2,400,134,391	90,616,997	23,662,445,882	41,906,903,814
Fund received during the year 2017-2018	-	-	-	-	-	1,647,440,171
Surplus for the year 2017-2018	209,180,306	-	189,814,994	3,551,824	1,951,919,983	2,354,467,107
Transfer to disaster management fund	23,544,671	-	-	-	(23,544,671)	-
Transfer to special fund	-	-	-	2,354,467	(2,354,467)	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2018	**4,711,191,421**	**100,000,000**	**2,589,949,385**	**96,523,288**	**25,588,466,727**	**45,908,811,092**

The annexed notes from 1 to 53 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Golam Touhid
Deputy Managing Director

Mohammad Moinuddin Abdullah
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Dated, Dhaka:
25 November 2019

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Independent Auditors' Compliance Certification
on
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

We have audited the financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) for the year ended June 30, 2019. On the basis of our audit, we hereby certify the compliance of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) with the eligibility criteria to participate under Microfinance-II, as provided for in the Subsidiary Loan Agreement between the Government of the Peoples Republic of Bangladesh and PKSF dated January 31, 2001.

Eligibility Criteria		Compliance (based on Audited Figures)		
		Time	2019	2018
a)	Minimum loan recovery rates, computed quarterly, based on the following:		%	%
	i) 98% minimum cumulative loan collection ratio on total dues:	End of September	99.34	99.36
	Actual cumulative loan collection / Cumulative collectibles	End of December	99.38	99.34
		End of March	99.41	99.31
		End of June	99.47	99.33
	ii) 96-100% minimum loan collection ratio on current dues (on running 12 months basis):	End of September	96.74	97.15
		End of December	97.04	97.29
	Actual collections during past 12 months on current dues / Collectible on current dues	End of March	97.06	96.85
		End of June	97.20	96.90
b)	Minimum current ratio of 2.5:1		7.12:1	7.35:1
c)	Maximum debt capital ratio of 4.5:1		0.30:1	0.25:1
d)	Minimum debt service cover ratio of 1.25 times		20.11 times	21.48 times
e)	Adequacy of MIS and internal audit/control systems		Adequate	Adequate
f)	Accuracy of quarterly reports on the funding of POs		Appears to be correctly drawn up	Appears to be correctly drawn up

Dated, Dhaka:
25 November 2019

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

S. F. AHMED & CO.
Chartered Accountants ...since 1958
Member Firm of HLB International

Dhaka Office
House - 51 (2nd & 3rd Floor) Road - 9, Block - F
Banani, Dhaka - 1213, Bangladesh
Phone : (880-2) 9870957, 9894026
01707079855, 01707079856
Fax : (880-2) 55042314
E-mail : sfaco@dhaka.net; ahmeds@bol-online.com

Chittagong Office
Ispahani Building (2nd Floor)
Agrabad C/A, Chittagong
Bangladesh
Phone : (880) 31-716184
Fax : (880) 31-713683

Financial Highlights

The figures shown below are taken from the audited financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) for the year ended 30 June 2019 and all balances have been stated in terms of the value of the Bangladesh Taka as at 30 June 2019.

	2019 Taka	2018 Taka
Results for the year		
Total income	5,667,747,748	5,218,329,036
Total expenditure	3,433,058,575	2,863,861,929
Excess of income over expenditure (Surplus)	**2,234,689,173**	**2,354,467,107**
At the end of the year		
Total loan to Partner Organizations (POs)	**53,521,667,361**	**48,038,083,957**
Loan to POs (BIPOOL)	752,166,647	752,166,647
Loan to POs (OOSA)	796,452,816	819,170,902
Loan to PO under Category -Large	32,372,742,179	27,276,494,871
Loan to PO under Category-Medium	10,922,615,264	8,795,330,182
Loan to PO under Category-Small	8,670,190,455	10,383,671,355
Loan to non partner organizations	7,500,000	11,250,000
Project wise details breakdown are as follows:		
Loan to POs under rural microcredit borrowers (RMC)	1,115,378,064	1,144,588,149
Loan to POs under urban microcredit borrowers (UMC)	27,300,000	29,700,000
Loan to POs under Jagoron Loan	20,018,642,500	18,672,770,000
Loan to Ultra Poor Programm UPP (GoB)	148,486,637	149,003,344
Loan to POs under Buniad Loan	3,301,770,471	3,056,054,245
Loan for Microenterprise (GOB)	125,103,500	134,551,500
Specialised loan under ME	6,000,000	10,000,000
Loan to POs under Agrosor Loan	16,136,722,222	14,524,724,097
Loan to POs under start up capital-PACE	8,000,000	16,000,000
Loan to POs under Capacity Building	560,934	560,934
Loan to POs under Seasonal Loan	24,600,000	62,800,000
Loan to POs under Agricultural loan	6,000,000	6,000,000
Loan to POs under Sufolon Loan	5,251,800,000	5,262,300,000
Loan to POs under MFTSP	3,600,000	3,600,000
Loan to POs under MFMSFP	91,900,000	91,900,000
Loan to POs under DMF	148,906,664	327,406,664
Loan to POs under PLDP-II	87,466,666	87,466,666
Loan to POs & Non-POs under LIFT	890,907,852	529,702,941
Loan to POs under ENRICH	3,496,171,858	2,645,364,510
Loan to POs under KGF	956,000,000	876,000,000
Loan to POs under Sanitation Development	162,500,000	259,500,000
Loan to POs under Abason	150,000,000	-
Loan to POs under Agricultural Mechanization	17,500,000	-
Loan to POs under PSF	600,000	-
Loan to POs under SEP	1,020,000,000	-
Loan to POs under LICHSP	325,749,993	148,090,907
	53,521,667,361	**48,038,083,957**
Capital fund	47,740,861,239	45,908,811,092
Total properties and assets	68,438,451,706	62,714,186,807
Returns		
Surplus as % of average capital fund	4.77%	5.36%
Surplus as % of average portfolio	4.40%	5.09%
Surplus as % of average total assets	3.41%	3.88%
Ratios		
Cumulative loan collection ratio on total dues	99.47%	99.33%
Loan collection ratio on current dues	97.20%	96.90%
Current ratio	7.12:1	7.35:1
Debt/equity ratio	0.30:1	0.25:1
Debt service cover ratio	20.11 times	21.48 times
General and administrative expenses as % of average portfolio	6.30%	5.34%
Total loan principal affected by arrears as % of outstanding portfolio	3.46%	3.92%

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Financial Analysis

I. Income and expenditure pattern

Year	Total Income	Total Expenditure	Net Income	Percentage of total expenditure to total income	Disbursement of loan to POs	Balance of loan to POs	Total Expenditure to disbursement of loan to POs	Total Expenditure to loan balance with POs
	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	%	%
1992-1993	37,766,839	8,288,607	29,478,232	21.95	112,500,000	131,243,000	7.37	6.32
1993-1994	37,335,792	12,332,319	25,003,473	33.03	185,350,000	267,597,281	6.65	4.61
1994-1995	26,424,482	12,914,977	13,509,505	48.88	301,650,000	458,833,802	4.28	2.81
1995-1996	51,138,760	21,672,331	29,466,429	42.38	470,500,000	732,201,502	4.61	2.96
1996-1997	87,736,284	29,210,130	58,526,154	33.29	791,850,000	1,223,752,502	3.69	2.39
1997-1998	168,123,611	95,496,574	72,627,037	56.80	1,786,100,000	2,611,057,202	5.35	3.66
1998-1999	287,971,601	104,897,955	183,073,646	36.43	2,095,775,000	4,245,023,852	5.01	2.47
1999-2000	410,057,392	137,207,656	272,849,736	33.46	2,474,078,800	6,120,817,452	5.55	2.24
2000-2001	496,137,080	157,799,437	338,337,643	31.81	1,180,598,000	6,530,020,959	13.37	2.42
2001-2002	649,540,780	237,264,438	412,276,342	36.53	2,538,760,000	8,067,202,486	9.35	2.94
2002-2003	784,237,299	442,562,532	341,674,767	56.43	3,030,449,000	9,515,932,837	14.60	4.65
2003-2004	1,265,786,271	436,935,802	828,850,469	34.52	3,393,213,500	10,440,843,645	12.88	4.18
2004-2005	1,496,855,313	1,008,722,946	488,132,367	67.39	3,660,023,267	10,692,794,272	27.56	9.43
2005-2006	2,081,159,719	537,372,914	1,543,786,805	25.82	6,926,147,399	13,243,184,775	7.76	4.06
2006-2007	2,090,026,760	772,026,757	1,318,000,003	36.94	13,507,028,794	20,360,843,557	5.72	3.79
2007-2008	2,526,282,825	1,197,677,325	1,328,605,500	47.41	14,080,831,413	24,342,869,044	8.51	4.92
2008-2009	2,655,935,628	738,282,442	1,917,653,185	27.80	18,195,281,844	29,008,976,033	4.06	2.55
2009-2010	2,836,370,465	1,273,039,582	1,563,330,883	44.88	19,416,973,690	31,643,994,380	6.56	4.02
2010-2011	2,954,702,554	999,945,480	1,954,757,074	33.84	19,312,804,074	32,014,202,695	5.18	3.12
2011-2012	3,446,926,764	1,296,703,726	2,150,223,038	37.62	23,199,953,250	33,836,968,088	5.59	3.83
2012-2013	4,034,705,493	2,093,383,982	1,941,321,511	51.88	24,506,119,800	35,176,464,629	8.54	5.95
2013-2014	5,513,712,673	1,558,421,418	3,955,291,255	28.26	27,045,011,300	37,031,239,700	5.76	4.21
2014-2015	4,734,914,437	1,891,951,288	2,842,963,149	39.96	28,096,976,000	39,480,591,531	6.73	4.79
2015-2016	4,800,769,222	2,541,258,175	2,259,511,047	52.93	29,712,260,000	42,202,238,165	8.55	6.02
2016-2017	4,218,095,800	2,315,068,785	1,903,027,015	54.88	31,136,396,000	44,518,874,298	7.44	5.20
2017-2018	5,218,329,036	2,863,861,929	2,354,467,107	54.88	32,932,104,000	48,038,083,957	8.70	5.96
2018-2019	5,667,747,748	3,433,058,575	2,234,689,173	60.57	36,986,750,000	53,521,667,361	9.28	6.41

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Financial Analysis

II. Percentage of operating income to operating expenditure

Year	Operating Income	Operating Expenditure	Net Operating Income	% of Operating Income to Operating Expenditure
	Taka	Taka	Taka	%
1992-1993	1,733,817	8,288,607	(6,554,790)	20.92
1993-1994	5,108,500	12,332,319	(7,223,819)	41.42
1994-1995	9,833,982	12,914,977	(3,080,995)	76.14
1995-1996	19,536,130	21,672,331	(2,136,201)	90.14
1996-1997	34,603,448	29,210,130	5,393,318	118.46
1997-1998	87,798,225	95,496,574	(7,698,349)	91.94
1998-1999	151,093,733	104,897,955	46,195,778	144.04
1999-2000	242,280,217	137,207,656	105,072,561	176.58
2000-2001	300,157,770	157,799,437	142,358,333	190.21
2001-2002	379,601,670	237,264,438	142,337,232	159.99
2002-2003	381,650,376	442,562,532	(60,912,156)	86.24
2003-2004	574,248,957	436,935,802	137,313,155	131.43
2004-2005	503,519,162	1,008,722,946	(505,203,784)	49.92
2005-2006	494,622,260	537,372,914	(42,750,654)	92.04
2006-2007	936,961,140	772,026,757	164,934,383	121.36
2007-2008	1,606,639,655	1,197,677,325	408,962,330	134.15
2008-2009	1,575,926,716	738,282,442	837,644,274	213.46
2009-2010	1,921,568,106	1,273,039,582	648,528,524	150.94
2010-2011	1,744,748,829	999,945,480	744,803,349	174.48
2011-2012	1,862,766,826	1,296,703,726	566,063,100	143.65
2012-2013	2,340,876,581	2,093,383,982	247,492,599	111.82
2013-2014	3,206,179,280	1,558,421,418	1,647,757,862	205.73
2014-2015	3,369,680,109	1,891,951,288	1,477,728,820	178.11
2015-2016	3,879,067,788	2,468,282,903	1,410,784,885	157.16
2016-2017	3,530,219,137	2,315,068,785	1,215,150,352	152.49
2017-2018	4,423,330,410	2,863,861,929	1,559,468,481	154.45
2018-2019	4,672,742,391	3,433,058,575	1,239,683,816	136.11

III. Operating achievement (Field Level):

Description	Financial year 2018-2019		Financial year 2017-2018	
	Addition/(Drop)	Cumulative at year-end	Addition/(Drop)	Cumulative at year-end
Partner organization	1	278	-	277
No of borrowers	398,294	10,781,660	415,889	10,383,366
Geographical coverage				
District	-	64	-	64
Loan disbursement (Tk.)	511,577,200,000	3,572,655,087,000	447,934,730,000	3,061,077,887,000
Loan realization (Tk.)	463,969,556,000	3,274,504,286,000	408,201,691,000	2,810,534,730,000

বিভাগভিত্তিক সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা

বরিশাল বিভাগ

বরগুনা জেলা

১. **সংকল্প ট্রাস্ট**
সাংতাই প্লাজা, হাসপাতাল রোড
পাথরঘাটা পৌরসভা, বরগুনা- ৮৭০০
ফোন: (০৪৪৫৫)-৭৫১২২, ০১৭১২-৯৪১৩৫০
ইমেইল: sangkalpa@sangkalpa.org;
mirzakhaled21@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sangkalpa.org

২. **সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)**
শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা- ৮৭০০
ফোন: (০৪৪৮) ৬২৮২৮, ০১৭১৩-০০১৫২৮
ইমেইল: sangrammasum@yahoo.com

বরিশাল জেলা

৩. **একতা সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (আসউক)**
গ্রাম: চেঙ্গুটিয়া, ডাকঘর: ধানডুবা, আগৈলঝরা, বরিশাল
ফোন: ০১৭১২-৮০৯৬১৮
ইমেইল: asuk_bari@yahoo.com

৪. **বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিডিএস)**
বিডিএস ভবন
৫, সদর রোড, পোস্ট বক্স-৩৪, বরিশাল- ৮২০০
ফোন: ০৪৩১-৬৪৬২০, ০১৭১৫-১৬৮৪৮০
ফ্যাক্স: ০০৮৮-০৪৩১-৬১২০৫
ইমেইল: bdsbarisal@gmail.com

৫. **সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)**
শিক্ষক ভবন (৩য় তলা)
ফকির বাড়ী রোড, বরিশাল
ফোন: ০৪৩১-২১৭৩০৮৮, ০১৭২৭-০৬৩৩৯২
ইমেইল: icda_bd@yahoo.com

ভোলা জেলা

৬. **পল্লী সেবা সংস্থা**
ডাকঘর: খাসেরহাট
উপজেলা: তজুমদ্দিন, ভোলা
ফোন: ০৪৯২-৭৫৬০৮৭, ০১৭১৩-৪৬০৯৭১
ইমেইল: pallysheba22@gmail.com

৭. **গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)**
আলতাজের রহমান রোড
চরনোয়াবাদ, ভোলা
ফোন: (০৪৯১) ৬২১৬৯, ০১৯১৪-০৫৯৪৭৮
০১৮৬৫-০৩৬৬০১, ০১৭১৪-০৫৯৪৭৯
ইমেইল: mohin2010@yahoo.com

৮. **পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)**
আদর্শ পাড়া
ওয়ার্ড নং ৬
চরফ্যাশন পৌরসভা
ডাকঘর +উপজেলা: চরফ্যাশন, ভোলা
ফোন: ০৪৯২৩-৭৪৫১১, ০১৭১৬-১৮৫৩৮৯
ইমেইল: fda.crf@gmail.com

পটুয়াখালী জেলা

৯. **কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এন্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার (সিডিএইচসি)**
৩০৬/২, গোডাউন রোড, গলাচিপা, পটুয়াখালী
ফোন: ০১৭২৬-৫৭৪১০৩
ইমেইল: cdhc1997@yahoo.com

১০. **পল্লী প্রগতি সমিতি (পিপিএস)**
কলেজ রোড, পটুয়াখালী
ফোন: ০৪৪১-৬৪০৪০, ০১৭১২-১৮৪০২১
০১৭১৯-৬৬১৯১৮
ইমেইল: ppspatuakhali@yahoo.com

পিরোজপুর জেলা

১১. **ডাক দিয়ে যাই**
বাইপাস রোড (নতুন বাস স্ট্যান্ডের কাছে)
বাড়ি: ১, মাছিমপুর, ডাকঘর: পিরোজপুর
পিরোজপুর-৮৫০০
ফোন: (০৪৬১) ৬২৭৬৩, ০১৭১১-২৪৩৩৮৮
ইমেইল: info@ddjbd.org

১২. **ইস্কান্দার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন**
কৃষ্ণনগর, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর
লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১, রোড: ২৭, ব্লক: জে
বনানী মডেল টাউন
ঢাকা-১২১৩
ফোন: ০৪৬১-৬২২৬৯, ০১৭৩৮-৪১৩১৩২
০১৭১৬-৩৬৯৯১৯
ইমেইল: ewfpirojpur@yahoo.com

১৩. **সকলের জন্য কল্যাণ (এসজেকে)**
বাড়ি: শংকরপাশা, ডাকঘর: পাড়েরহাট
পিরোজপুর-৮৫০২
ফোন: ০১৭১৮-৪৪৯৬৩২, ০১৭১২-৫১৫৬৭০
ইমেইল: shamima_sjk@yahoo.com
sjk.piroj.bd@gmail.com

চট্টগ্রাম বিভাগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

১৪. **হোপ**
আলিয়াবাদ, নবীনগর
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪১০
ফোন: ০১৭১১-৩৪১৯৭৫
ইমেইল: a_kollul@yahoo.com

চট্টগ্রাম জেলা

১৫. **কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)**
কোডেক ভবন,
প্লট: ০২, রোড: ০২, লেক ভ্যালি আবাসিক এলাকা
হাজি জাফর আলি রোড, খুলশী, চট্টগ্রাম
ফোন: ৮৮০-৩১-২৫৬৬৭৪৬, ২৫৬৬৭৪৭, ০১৭১৩-১০০২৩০
ইমেইল: khursidcodec@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.codecbd.org

১৬. **ঘাসফুল**
বাড়ি: ৫/ডি, বাদশা মিয়া রোড
আমিরবাগ, চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৭৭৭-৭৮০৭০০ (নির্বাহী পরিচালক)
ফ্যাক্স: ৮৮-০৩১-২৮৫৮৬২৯
লিয়াজোঁ অফিস
লেকব্রিজ, ফ্ল্যাট নং: ১-এ, প্লট নং: ২৬/এ,
রোড: ২০, সেক্টর: ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১১৯৭-০১৪৭০০, ০১১৯৭-০১৪৭০৪
ইমেইল: ghashful@ghashful-bd.org
ওয়েবসাইট: www.ghashful-bd.org

১৭. **মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র**
মুক্তিপথ ভবন, ৯৪১, জলিলনগর, রাউজান
ডাকঘর: রাউজান, চট্টগ্রাম: ৪৩৪০
ফোন: (০৩০২৬) ৫৬০৩১, ০১৮১৯-৩৪৩২৮৯
ইমেইল: salimmuktipath@yahoo.com

১৮. **নওজোয়ান**
বাড়ি: ৯৫, রোড: ৩, ব্লক: বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: ০১৭১৩-১৯৪৩৫১, ০১৭১৩-১৯৪৩৫০
ইমেইল: nowzuwanngo@gmail.com
imamorg@hotmail.com

১৯. **প্রত্যাশী**
সৈয়দ বাড়ি, ৯০৩/এ ওমর আলী মাতব্বর রোড
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: (০৩১) ২৫৫০৫০৬, ০১৮১৯-৩২৬২০৬
ইমেইল: prottyashi.ctg@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.prottyashi.org

২০. **ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)**
বাড়ি: এফ-১০(পি), রোড: ১৩, ব্লক: বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: ০৩১-৬৭২৮৫৭, ০১৭১১-৮২৫০৬৮, ০১৮১৯-৩২১৪৩২
ফ্যাক্স: ০৩১-২৫৭০২৫৫
ইমেইল: info@ypsa.org, arif@ypsa.org
লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১২/৬/১ (নীচ তলা), রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১৪২৩৫১, ৮১৪৩৯৮৩

২১. **মমতা**
বাড়ি: ১৩, লেন: ০১, রোড: ০১, ব্লক: এল
হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম
ফোন: ০৩১-৭২৭২৯৫, ০১৭০৭-৭৬১৯১৫
ইমেইল: mamtahq@yahoo.com

২২. **অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর কম্যুনিটি এডভান্সমেন্ট)**
গ্রাম: মস্তান নগর, ডাকঘর: চৈতনরেরহাট
থানা: জুরারগঞ্জ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম
ফোন: ৪৪৩৩৩-০৭৪৯৬, ০১৮১৮-৭২১১৯৪
০১৮১৯-৬১৭৫৬০, ০১৭৭৭-৪৪৬৫২৫, ০১৮৭৭-৭২৫০৫০
ইমেইল: opca92@yahoo.com, info@opcabd.org
ওয়েবসাইট: www.opcabd.org

কুমিল্লা জেলা

২৩. **আনসার আলী ফাউন্ডেশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (আফিড)**
শিমপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা-৩৫০৫
ফোন: ০১৭২০-৫২৭৯৬০
ইমেইল: afidshimpur@yahoo.com

২৪. **ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা)**
ই/১১, পল্লবী (বর্ধিত), মিরপুর ১১$^{১}/_{২}$, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৮০২৩৬২৯, ৯০২১৮৫৮
০১৭৩৩-২১৯৯০১, ০১৭৩৩-২১৯৯১০
ইমেইল: disadhaka@yahoo.com, info@disabd.org
ওয়েবসাইট: www.disabd.org

আঞ্চলিক কার্যালয়
হাসপাতাল রোড, চান্দিনা, কুমিল্লা

২৫. **কোতোয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ**
পুরাতন অভয় আশ্রম, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা-৩৫০০
ফোন: ০১৭১২-৯৯২১৬০, ০১৭১২-২৯৭২১৬
ইমেইল: ktccaltd@yahoo.com

২৬. **পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার**
৬৭/৫৮, নাহার প্লাজা (৮ম তলা), নজরুল এভিনিউ,
কান্দিরপাড়, কুমিল্লা-৩৫০০
ফোন: (০৮১) ৭৬৩২৩, ৭৭০৯৩
০১৭১১-৩৮৮৪১০, ০১৭১২-২৪৩২৫৭
ইমেইল: lokman_pdc@yahoo.com

কক্সবাজার জেলা

২৭. **মুক্তি কক্সবাজার**
সারদা ভবন, গোলদিঘীরপাড়, কক্সবাজার
ফোন: (০৩৪১) ৬২৫৫৮, ০১৭১৬-০৫৬১৪৬
০১৭১৬-৪৪৫৮৯৮, ফ্যাক্স: ০৩৪১-৫১১০৩
ইমেইল: mukticox@yahoo.com

খাগড়াছড়ি জেলা

২৮. **এসিস্ট্যান্স ফর দি লাইভলিহুড অব দি অরিজিনস (আলো)**
পানখৈয়া পাড়া
খাগড়াছড়ি পাহাড়ি জেলা
খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি-৪৪০০
ফোন: ০৩৭১-৬২০৬৭, ০১৮১৭-৭০৮০৫৭
ইমেইল: arun@alocht.org, info@alocht.org
ওয়েবসাইট: www.alocht.org

নোয়াখালী জেলা

২৯. **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা**
২৪/৫, প্রমিনেন্ট হাউজিং
৩ পিসি কালচার রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২২১৪৫, ০১৭১৫-৪৭৫২২২
ইমেইল: dusdhaka@gmail.com, dus.eddus@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.dusbangladesh.org

৩০. **সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা**
গ্রাম ও ডাকঘর: চরবাটা
থানা: চরজব্বার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী
ফোন: ০১৭১১-৩৮০৮৬৪, ০১৮৬৫-০৪১২০২
ইমেইল: saifulislam@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sagarika-bd.org

রাঙামাটি জেলা

৩১. **সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)**
রায় বাহাদুর রোড, রাঙামাটি পার্বত্য অঞ্চল
পোস্ট বক্স- ৩৪, রাঙামাটি-৪৫০০
ফোন: ৩৫১-৬১০১৩, ৬২৯৮৭, ০১৮৩১-৮২৪৩৬৭
ইমেইল: cipdcht@yahoo.com, cipdcht@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.cipdauk.org

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা জেলা

৩২. **অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট**
ফ্ল্যাট: ই/৩ (৫ম তলা), বাড়ি: ২৭/এ
সংসদ এভিনিউ, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও
ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৯১৪৪৫০২, ০১৭১১-১৭২৩২৩
ইমেইল: antarsd@agni.com
ওয়েবসাইট: www.antarsd.org

৩৩. অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)
বাড়ি: ৫৮ (৫ম তলা), রোড: ৩, ব্লক-বি
নিকেতন, গুলশান-০১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৬১৪১২, ০১৭১১-৮১৩৪৭০
ইমেইল: adi.bd.org@gmail.com
anis.rahman2010@gmail.com

৩৪. আশা
আশা টাওয়ার
২৩/৩, খিলজী রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১১৪১৮, ৮১১৬৮০৪, ৮১১০৯৩৪-৫
৮১১৯৮২৮, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২১৮৬১
ইমেইল: asabd@asa.org.bd,
ওয়েবসাইট: www.asa.org.bd

৩৫. এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অব কমিউনিটি হেল্‌থ এডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস)
বাড়ি: ৭২, ফ্ল্যাট: ৫/এ, রোড: ০৩
জনতা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
রিং রোড, শ্যামলী, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৬৪৩৩, ৯১১৪৮৭০, ০১৯৩৩-৪৫২৯৪৯,
০১৭২০-৫৭৬০০৩, ০১৭১১-২৭৪৫৪৯
ইমেইল: arches@btcl.net.bd, archessirajgonj@
yahoo.com, arches.sirajgong@gmail.com

৩৬. এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্‌স (আরবান)
বাড়ি: ৫/৭/এ (৪র্থ তলা), ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১১৯৭৬২, ০১৯১৭-৭০৫৬০৪
ইমেইল: arbn@dhaka.agni.com, arban1984@yahoo.com

৩৭. এসোসিয়েশন ফর আন্ডার প্রিভিলেজড পিপল (আপ)
বাড়ি: খ ১৮৭ (৬ষ্ঠ তলা), মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ০২-৫৫০৫৫২৪০, ০১৭১২-২০৪৪৭৩
ইমেইল: aup@sambd.com

৩৮. বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট (বাসা)
বাড়ি: ১১৩ (৩য় ও ৪র্থ তলা), রোড: ৬
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬
ফোন: ৯৮৬২৪৬৪, ০১৭১১-৫২৮২৮১, ০১৭৩০-০৪৪৯৬৭
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮০৯৫৭
ইমেইল: islambasa@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.basango.org

৩৯. বেডো
রহমান লুসিড টাওয়ার, ডি-২, ১৯/৩ কাকরাইল, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৫৫৪৭৯৮, ৯৫৬৮৯০৬, ০১৯১১-৩৫৭৭৫৬,
০১৯৮৫-৫০৩৫০১
ইমেইল: bedo@bijoy.net, ওয়েব: www.bedobd.org

৪০. বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস
বাড়ি: ১২/এ, রোড: ৩০
গুলশান-১, ঢাকা-১২০৬
ফোন: ০২-৯৮৮৯৭৩২-৩, ০১৭১১-৪০৯৫৫২
০১৭১১-৬০৫৪১৬, ০১৭০৩-৫৯১১৪৬
ওয়েবসাইট: www.bees-bd.org

৪১. বাস্তব-ইনিসিয়েটিভ ফর পিপল্‌স সেল্‌ফ ডেভেলপমেন্ট
৬/২০ (৬ষ্ঠ তলা), হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৪৮১১২১০২, ৪৮১১২৪০২, ০১৭১৩-০০৪০০৯
ইমেইল: bastobbangladesh@gmail.com, info@bastob.org
ওয়েবসাইট: www.bastob.org

৪২. ব্র্যাক
ব্র্যাক সেন্টার
৭৫, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮১২৬৫, ৮৮২৪১৮০-৭
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮২৩৫৪২, ৮৮২৩৬১৪, ৮৮৫১৯২৮
ইমেইল: general@bdmail.net
ওয়েবসাইট: www.brac.net

৪৩. ব্লাইন্ড এডুকেশন এ্যান্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)
৩/১, রোড: ১১, রূপনগর, সেকশন: ৫
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৯০০৯৪৫১, ০১৯১১-৩২৩২৮০
ইমেইল: support@berdo-bd.org
ওয়েবসাইট: www.berdo-bd.org

৪৪. কারসা ফাউন্ডেশন
৭৪৯, সাতমসজিদ রোড
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮১২০৬৩৪, ০১৭১৩-২০৪৬৮২
ইমেইল: carsafoundation@yahoo.com

৪৫. সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন
বাড়ি: ২৯, রোড: ১
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯৬৭১৫৮৭, ০১৭১১-৫৩৭৬৬১
০১৭১১-২১৯১৮১
ইমেইল: carsa95@yahoo.com

৪৬. সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)
বাড়ি: ১/৮ (ব্লক-জি)
লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৭১১২১৫, ৮৭১৩১৩৭, ০১৭১৪-১৬১৬৫০
ইমেইল: ccdabd@gnbd.net, ccdacor@gnbd.net

৪৭. সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
সিদীপ ভবন, বাড়ি: ১৭, রোড: ১৩
পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি
শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩
ইমেইল: cdipbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.cdipbd.org

৪৮. সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (সিএমইএস)
বাড়ি: ৮২৮, রোড: ১৯ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮১১৭২৭০, ০১৭১৪-০৯৮৯০৩
ইমেইল: cmesmcw@gmail.com

৪৯. সিডার (কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ)
৭৬৮, সাতমসজিদ রোড
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২১৫০৪, ৯১৪৫৬৬৭
০১৭১৩-০০২৪২৬, ০১৭১৫-১৫০৫০৯
ইমেইল: cedarbangladesh@gmail.com

৫০. ডেভেলপমেন্ট অর্গাইজেশন অব দি রুরাল পুওর (ডরপ)
৩৬/২, ইস্ট শেওড়াপাড়া
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮০৩৪৭৮৫-৬, ০১৭১১-৫২০৩৫১
০১৭১৭-০৯১৪৯০
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮০৫৯৬৮৪
ইমেইল: info@dorpbd.org
ওয়েবসাইট: www.dorpbd.org

৫১. ড্যাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট
বাড়ি: ৮৫২, রোড: ১৩
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০১৮-১১৪৮০০১১, ০১৮১১-৪৮০০২২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১১৩০১০, ৯১৪৪০৩০
ইমেইল: dfed@ahsaniamission.org.bd
dam.bgd@ahsaniamission.org.bd

৫২. দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
বাড়ি: ৭৪১, রোড: ৯
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৯১২৮৫২০, ৮১২০৯৬৫,
৫৮১৫১১৭৬, ০১৯২৬-৬৭৩১০০
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮৫৩৪১৩, এক্স: ১২৩
ইমেইল: dskinfo@dskbangladesh.org

৫৩. 'ইনডেভার' ইনসিওর ডেভেলপমেন্ট একটিভিটিজ ফর ভালনারেবল আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল পিপল
অন্তরঙ্গ, ৭৩/বি, নিউ মুসলিম কোয়ার্টার
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ
ফোন: ০৮৩১-৬২৩০৭, ০১৭১৫-১২০৮৯৮
ইমেইল: endeavour-08@hotmail.com
লিয়াজোঁ অফিস
২৮২/৫, ফার্স্ট কলোনী, মাজার রোড
মিরপুর-১, ঢাকা।
ফোন: ৯০২৭৪৫৭

৫৪. আম্বালা ফাউন্ডেশন
বাড়ি: ৬২, ব্লক: ক, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২০০৪০, ৯১২৫০২৮
০১৭১১-৫২৭১৯৩, ০১৭৪৮-৯৯৯২৫২
ইমেইল: info@ambalafoundation.org
ওয়েবসাইট: www.ambalafoundation.org

৫৫. ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস এন্ড রিসার্চ (এফডিএসআর)
বাড়ি: ২১৬, আশকোনা মেডিকেল রোড
দক্ষিণ খান, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৬৭৬-১০৪৫৩৩, ০১৭১৮-৭১২১২৮
ইমেইল: fdsrho@gmail.com

৫৬. ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ
খাদিমনগর, সিলেট
পিও বক্স: ৭০, সিলেট-৩১০০
ফোন: ০৮২১- ২৮৭০৪৬৬, ২৮৭১২২১
২৮৭০০২০, ০১৭১২-১৮৬১২৩
ইমেইল: fivdb1981@gmail.com
fivdb_ifsp@yahoo.com
লিয়াজোঁ অফিস
২/৫ হুমায়ূন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৮৯০৩, ৯১২২২০৭
ইমেইল: info@fivdb.net

৫৭. গণ কল্যাণ ট্রাস্ট (জিকেটি)
প্রধান কার্যালয়: ১০১, গার্লস স্কুল রোড
(নগর ভবন সড়ক), মানিকগঞ্জ-১৮০০
ফোন: ০১৭১১-৫৪৭৭৮০, ০১৭৩৩-০৭৬০০০
লিয়াজোঁ অফিস
১৯-২০, আদর্শ ছায়ানীড় হাউজিং সোসাইটি
রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১২৩১০২, ৯১১৫৭৪৭
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১১৮৬৮৭
ইমেইল: gkt@bdcom.com, gktmfi@yahoo.com

৫৮. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
মির্জানগর, ভায়া: সাভার সেনানিবাস
সাভার, ঢাকা-১৩৪৪
ফোন: ০১৭১৩-০৩৩৮৬২, ০১৭৫২-০০৪৬৫৫
ইমেইল: gk@citechco.net, dulal@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.gonoshasthayakendra.com

৫৯. গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি)
১৩এ/৩এ, বাবর রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৯১৩৮৮০১
০১৭১৪-০৩৩৩৭৩, ০১৭১৬-২৬১৩৯৮
ইমেইল: info@gupbd.org

৬০. হীড বাংলাদেশ
প্রধান সড়ক, প্লট-১৯, ব্লক-এ
সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০০৪৫৫৬, ৯০০১৭৩১, ০১৭১৩-২৭৬৪৬৩
০১৭১৩-২৭৬৪৭০
ইমেইল: heed@agni.com
ওয়েবসাইট: www.heed-bangladesh.com

৬১. হিলফুল ফুজুল সমাজ কল্যাণ সংস্থা
বাড়ি: ৮৭/ক, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৪৬২০৬, ০১৭৩৩-০৯৩৭৭৭, ০১৭৩৩-০৯৩৬১১
ইমেইল: hilfulfuzul@gmail.com, hfsks@bdonline.com

৬২. ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
বাড়ি: ২০, এভিনিউ: ২, ব্লক: ডি
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৫৫০৭৫৩৮০, ০২-৫৫০৭৫৩৮১
ইমেইল: idf_bd92@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.idfbd.org

৬৩. মানবিক সাহায্য সংস্থা
শেল সেন্টার
২৯ পশ্চিম পান্থপথ (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯১২৫০৩৮, ৯১৪৩১০০, ফ্যাক্স: ৯১১৩০১৭
ইমেইল: manabik@bangla.net
ওয়েবসাইট: www.mssbd.org

৬৪. নিউ এরা ফাউন্ডেশন
প্রধান কার্যালয়: চর মিরকামারি
ডাকঘর: জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা

লিয়াজোঁ অফিস
৭০/এ, পুরানা পল্টন লেন, মমতাজ ভিলা (৩য় তলা)
ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৩৩৩৮৩৯, ০১৭১৪-০২৯৫৪৯
ইমেইল: nef.org.bd@gmail.com

৬৫. পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি: ৫৪৮, রোড: ১০
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১৫১১২৪-৬, ৯১২৮৮২৪, ০১৭১৩-০০৩১৬৬,
০১৭৩০-০২৪৫১৫
ইমেইল: info@padakhep.org, padakhep@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.padakhep.org

৬৬. পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)
২৭/সি আসাদ এভিনিউ (২য় তলা), ব্লক- ই
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩২৩৮৯, ০১৭১১-৫২৩২৬৫
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১১২৩৩৬
ইমেইল: info@pbk-bd.org
ওয়েবসাইট: www.pbkbd.org

৬৭. পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী
পিএমকে ভবন, গ্রাম ও ডাকঘর: জিরাবো
আশুলিয়া, ঢাকা
ফোন: ০২-৭৭৯১৪৪৮-৯

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১২৩, ফ্ল্যাট: ২/এ, রোড: ১৩/এ
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯৬৬৭০০৫
ইমেইল: humayunkabirdd@gmail.com
akmal_pmk@yahoo.com

৬৮. পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
ড. তোফায়েল পল্লী শিশু ভবন, বাড়ি: ৬/এ, বড়বাগ
সেকশন: ২, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০৩৩৬২৮, ০১৮১৯-২২০৫৮০, ০১৭৮২-১৭৭০৫৬
ইমেইল: psf.micro@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.pallishishu.org

৬৯. পিদিম ফাউন্ডেশন
প্লট: এ-৭৬, রোড: ডাব্লিউ-১, ব্লক-এ
ইস্টার্ন হাউজিং পল্লবী ফেজ-২
রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০০৫৮৭৪, ০১৭২৭-৭৮০০৬৪, ০১৭১৩-৩৩৭৬৭০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮০১৮১৪৪
ইমেইল: pidimfoundation.bd@gmail.com

৭০. পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন
৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২১০৪৯, ৯১৩৭৭৬৯, ৯১২২১১৯, ০১৭১১-৫৩৬৫৩১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১৩০০১৪
ইমেইল: popibd-ed@yahoo.com

৭১. প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন
ফান কাশানা, ফ্ল্যাট: ৩এ/বি, বাড়ি: ৪১
রোড: ৬, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ০১৭১৬-০০২০২১,
ইমেইল: prismbdf@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.pbf.org.bd

৭২. প্রদীপন
সাহেব বাড়ি রোড, মহেশ্বরপাশা
দৌলতপুর, খুলনা- ৯২০৩
ফোন: ০১৭১৩-২০৫৪৩৭, ০৪১-২৮৭০০০৮, ০১৭১৪-৬৩১১০৭
ইমেইল: ho@prodipan-bd.org, ed@prodipan-bd.org

৭৩. আরডিআরএস বাংলাদেশ
বাড়ি: ৪৩, রোড: ১০, সেকশন: ৬
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন: (৮৮-০২) ৫৮৯৫১৮০২, ০১৭১১-৫৯৩৯৫৩
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৯৫৪৩৯১, ইমেইল: rdrs@bangla.net
ওয়েবসাইট: www.rdrsbangla.net

৭৪. রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
বাড়ি: ২০ (নতুন), রোড-১১ (নতুন), ৩২ (পুরানো)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৫৮১৫২৪২৪, ০১৭১১-৫৪৮৭৯০
ফ্যাক্স: ৮১৪২৮০৩, ইমেইল: ricdirector@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ric-bd.org

৭৫. সাজিদা ফাউন্ডেশন
অটবি সেন্টার, (৬ষ্ঠ তলা), প্লট: ১২
ব্লক: সিডাব্লিউএস (সি), গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৯০৫১৩, ৯৮৫১৫১১, ০১৮১৯-২১২৩১০
ইমেইল: sajida@sajidafoundation.org
ওয়েবসাইট: www.sajidafoundation.org

৭৬. সোশ্যাল আপলিফ্টমেন্ট সোসাইটি (সাস)
সি-২৫, জলেশ্বর, শিমুলতলা
সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন: ৭৭৪২৪০৩, ৭৭৪৬২২৯, ০১৬৭৮-৬৭৮৮৭৭
০১৬৭৮-৬৭৮৮৫৫, ০১৬৭৮-৬৭৮৮০০
ইমেইল: sus@citechco.net
ওয়েবসাইট: www.sus-bd.org

৭৭. সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই)
বাড়ি: ২/৪ (৪র্থ তলা), ব্লক-সি, শাহজাহান রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১২২২১০, ০২-৯১৩৮৬৮৬
০১৭১১-৮১৫০৫৩, ০১৭৩০-৩৩০৭০৩
ইমেইল: sdi@bdcom.com
ওয়েবসাইট: www.sdi.org.bd

৭৮. সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশণ, রিসার্চ, ইভ্যালুয়েশন এন্ড ট্রেনিং (সোপিরেট)
শেখ রাসেল সড়ক, শমশেরাবাদ, লক্ষ্মীপুর
লিয়াজোঁ অফিস
৮/৩, সেগুন বাগিচা, রমনা, ঢাকা
ফোন: ৯৫৫৯২৯৫, ০১৭৪২-৬১৪১৫১
০১৭১২-১৯৪৮৫৬, ০১৭২১-২৩৪৭৮০
ইমেইল: sopiret@gmail.com, sopiretdhaka@gmail.com

৭৯. সোশ্যাল এসিসট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালি ভালনারেবল
৮৬/১, উত্তর আদাবর, জমিরুন্নেসা প্যালেস
ফ্ল্যাট: ১সি-১ডি, আদাবর বাজার রোড
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১২৯৬৯৮, +৮৮ ০২ ৯১২৯৮৩৮,
০১৭১১-৫৪৬৮৬০
ইমেইল: sarpv.1989@gmail.com, shahidul@sarpv.org
ওয়েবসাইট: www.sarpv.org

৮০. সোশ্যাল এন্ড ইমোনোমিক এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রাম-সিপ
বাড়ি: ০৫, রোড: ০৪, ব্লক-এ, সেকশন-২
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৯০১২৭৮২, ৮৮-০২-৮০৩২২৪৩
০১৭১১-৫৪০৯৭৯, ০১৯৩৫-৯২১৩৫৬
ইমেইল: seepchildrights@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.seep.org.bd

৮১. সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)
গ্রাম ও ডাকঘর: শৈলেন, ধামরাই, ঢাকা
ফোন: ০১৭১৩-০০৫৩১৪, ০১৭৩০-০৩৮৫০২
ইমেইল: sojag86@yahoo.com

৮২. সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ বাংলাদেশ
বাড়ি: ৬৩, ব্লক: ক
মোহাম্মদপুর হাউজিং
পিসি কালচার এন্ড ফার্মিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২- ৮১১৪৬৯৭, ৮১১৮৪৬৫
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১১৩০৩৩
০১৭২০-২০০০৩০ (নির্বাহী পরিচালক)
ইমেইল: sapbdesh@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sapbd.org

৮৩. স্বনির্ভর বাংলাদেশ
৫/৫, ব্লক- সি
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১১৬৫৫৮, ৯১১৬৮০৮
ইমেইল: akter.ayan@gmail.com

৮৪. কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট
মেট্রো মেলোডি, বাড়ি: ১৩ (২য় তলা)
রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৮১২৫১৮১, ৯১১৮৪৩৫, ০১৭১১-৫২৯৭৯২, ০১৭১৩-৩২৮৮৩৫
ফ্যাক্স: ৮৮ ০২-৯১২৯৩৯৫
ইমেইল: info@coastbd.org, tarik.coast@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.coastbd.org

৮৫. তরঙ্গ
২৮৫/৫, ১ম কলোনী
মাজার রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৯০৩৪৩৪১, ৯০২৫৩৬৯, ০১৭১৫-০২৪১১০
ইমেইল: wedptar@yahoo.com, wedptar@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.tarango-bd.org

৮৬. টিএমএসএস
টিএমএসএস ভবন, ৬৩১/৫
পশ্চিম কাজীপাড়া, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৫৫০৭৩৫৪০, ৫৫০৭৩৫৩০
৫৫০৭৩৫৮৬, ৯০১৩৬৫৯
ফ্যাক্স: ৯৩৪৮৬৪৪, ৯০০৯০৮৯
ইমেইল: tmsseshq@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.tmss-bd.org

৮৭. উদ্দীপন
বাড়ি: ৯, রোড: ০১, ব্লক- এফ
জনতা কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
রিং রোড, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৫৪৫৯, ৯১৪৫৪৪৮
ফ্যাক্স: ৯১২১৫৩৮, ০১৭১৩-১৪৭১০৮
ইমেইল: udpn@agni.com
ওয়েবসাইট: www.uddipan.org

৮৮. উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)
৫/১০ (নীচ তলা), হুমায়ূন রোড
ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-৯১৪০৯০২, ০১৯৭৭-৪১৯১১০
ইমেইল: udps_dhaka@yahoo.com

৮৯. ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
বি-৩০, এখলাস উদ্দিন খান রোড
আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন: ৮৮-০২-৭৭৪৫৪১২, ০১৭১৩-০৩০৮৮৫, ০১৭৭৮-২৮০২০০
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৭৭৪৫৭৭৯
ইমেইল: info@vercbd.org
ওয়েবসাইট: www.vercbd.org

৯০. লিয়া হেল্‌থ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
২৪ নিউ চাষাঢ়া, ধোপাপট্টি রোড
জামতলা, নারায়ণগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৩-০৬৮৮৯১, ০১৭১৫-০৩৫৫২৬
ইমেইল: leyafoundation@yahoo.com

৯১. সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
২৬, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও
ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৯১১৪৪৯৭, ০১৭১১-৫৬০০৬৫
ইমেইল: sheva@bol-online.com

৯২. শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড উইমেন
বাড়ি: ৪, রোড: ১
ব্লক-এ, সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৮৮১০৭০০, ০১৮১৯-২১৮২৬৭
০১৮৪৭-০৯৯৫৪১, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬১৬৩৮৮
ইমেইল: info@sfdw.org,
ওয়েবসাইট: www.sfdw.org

ফরিদপুর জেলা

৯৩. আমরা কাজ করি (একেকে)
রওশন আরা মঞ্জিল
৩৫/৭/১ উত্তর কমলাপুর
ডাকঘর + উপজেলা: ফরিদপুর সদর
জেলা: ফরিদপুর
ফোন: ০৬৩১-৬৩৯৪৪, ০১৭৩১-১৮৭৫৬৯
০১৭১২-০০১২৩৩
ফ্যাক্স: ৮৮-০৬৩১-৬৩৯৪৪
ইমেইল: amrakajkory@yahoo.com

৯৪. দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টা (ডি.এন.পি)
ভাসানচর, মঙ্গলডাঙ্গি, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর-৭৮০২
ফোন: (০৬৩১) ৬২৭১২, ০১৭১৬-০৯১৮০৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০৬৩১/৬৪৪৬
ইমেইল: dnpfpur@yahoo.com

৯৫. পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি
গ্রাম ও ডাকঘর: কামারপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
ফোন: (০৬৩১) ৬৪৩০৪, ০১৭১১-৩৫২৬৮৬
ইমেইল: ppssfaridpur@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ppssbd.org

৯৬. সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)
জামান মঞ্জিল, রোড: ১
গোয়ালচামট, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর-৭৮০৪
ফোন: (০৬৩১) ৬৫৮৫৪, ০১৭১৪-০২২৯৮৭
ইমেইল: sdc.bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sdcbd.org

গাজীপুর জেলা

৯৭. সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন এডুকেশন আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (ক্রিড)
বাড়ি: ৩০৭/১ (৬ষ্ঠ তলা), রোড: ৮/এ (নতুন)
১৫ (পুরানো), পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ০১৭১১-৬০৮২৮৮, ০১৬২৭-৯৯৮২৯৭,
০১৭১১-৭৮৬৫৫৩
ইমেইল: creedgfsc@gmail.com
creeddhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.creed-bd.org

কিশোরগঞ্জ জেলা

৯৮. অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ওআরএ)
গামিনী টেক্সটাইল রোড, গাইতাল, কিশোরগঞ্জ
লিয়াজোঁ অফিস
২৭১/৭ (নীচ তলা), জাফরাবাদ, শংকর
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৯৪১০, ০১৭১১-৬২২৬০৯
ইমেইল: oradhakaora@yahoo.com

মানিকগঞ্জ জেলা

৯৯. এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)
বেউথা রোড, মানিকগঞ্জ টাউন
মানিকগঞ্জ-১৮০০
ফোন: ৮৮-০২-৭৭১০২৬৪, ৭৭১১০৮৫
০১৫৫২-৩১৩৯১৯, ০১৯৩২-৭১৫৮৩৩
ফ্যাক্স: ৮৮০-০২-৭৭১১০৮৬, ০৬৫১-৬২০৮৬
ইমেইল: arab-bd@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.arab-bd.org

১০০. গ্রামীণ সেবা সংস্থা (জিএসএস)
৭৪/১,বনগ্রাম আবাসিক এলাকা (গঙ্গাধর পট্টি)
মানিকগঞ্জ সদর-১৮০০
ফোন: ০১১৯৯-৮৪০১৯৩, ০১৭১৫-১৮৬৭১৫
ইমেইল: gssmanikgonj@gmail.com

১০১. স্যোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এ্যাকশন প্রোগ্রাম (সিডাপ)
প্যারাডাইস হল রোড, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ
ফোন: ০১৬৭৩-৩২৭৬১৬, ০১৭১৩-৫৩৮৩৩৫

মুন্সিগঞ্জ জেলা

১০২. আরাম ফাউন্ডেশন
ভবেরচর, কলেজ রোড, ডাকঘর: গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৪-০৯৪২৮৭, ০১৮১৬-৯০০৬২৪

রাজবাড়ী জেলা

১০৩. কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)
রেড ক্রিসেন্ট প্লাজা (৩য় তলা)
১নং বেড়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী-৭৭০০
ফোন: ০১৭১৬-০৮০৩১৯, ০১৭১১-৮৪৯৩৪০
ইমেইল: kksrajbari2010@yahoo.com

১০৪. ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন
দক্ষিণ ভবানীপুর, রাজবাড়ী-৭৭০০
যোগাযোগ: ০৬৪১-৬৫৫৭৯, ৬৫৩৫৭
৬৫০০১, ০১৭৩০-৪৪৯৫৪০
ইমেইল: vpkafoundation@outlook.com
vpka.credit@hotmail.com

শরীয়তপুর জেলা

১০৫. নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি
ডাকঘর+থানা: নড়িয়া, শরীয়তপুর-৮০২০
ফোন: (০৬০১) ৫৯১৫৪, ০১৭১৮-২৩৯৭৪৪
ইমেইল: nusa_bd@yahoo.com
লিয়াজোঁ অফিস
প্লট: ৩০/এ, রোড: ৪, সেক্টর-৩
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ৮৯১২৮৪০, ০১৮১৯-৪১০৯১৩

১০৬. শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
সদর রোড, শরীয়তপুর-৮০০০
ফোন: (০৬০১) ৬১৬৫৪, ০১৭১৪-০১১৯০১
ফ্যাক্স: ০৬০১-৬১৫৩৪
ইমেইল: sds.shariatpur@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sdsbd.org, info@sdsbd.org

শেরপুর জেলা

১০৭. রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)
৪৯, গ্রির্দা নারায়ণপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর-২১০০
ফোন: ০৯৩১-৬২৪০৪, ০১৭১১-১৮৬৭০৩
ইমেইল: rdssher@gmail.com

টাঙ্গাইল জেলা

১০৮. সামাজিক সেবা সংগঠন
পাথরাইল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২১-৬২৬৯৬, ০১৭১৬-৪০১৫৬৯
ইমেইল: samajiksebashonghothon@yahoo.com

১০৯. সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (এসইউএসএস)
সাথী সিনেমা হল রোড, মধুপুর, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২২৮-৫৬৩২৬, ০১৭১১-৪৪৭০২৮
০১৯২২-০৪৬৩০৩
ইমেইল: tapan.gun@gmail.com

১১০. সোশ্যাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (এসআরসি)
ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল
ফোন: ০১৭১২-৯৭১৬৫৮, ০১৭২৯-৮৬৩৩৫৭

১১১. সোসাল এডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি-সেতু
প্লট: ৯১, ব্লক: ২, রোড: ১২, টাঙ্গাইল হাউজিং এস্টেট
পশ্চিম আকুর টাকুর পাড়া, টাঙ্গাইল- ১৯৯০
ফোন: ৮৮-০৯২১-৬৩৬৭৪, ০১৭১১-৫৬৭৩৯৩
ইমেইল: satu@bol-online.com
ওয়েবসাইট: www.satu-bd.org

১১২. সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস
বাড়ি: ৬/১, ব্লক-এ, লালমাটিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৫৫০০৮৩৩৪, ০২-৫৫০০৮৩৩৫
ই-মেইল: ssstgl@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sssbangladesh.org

ময়মনসিংহ বিভাগ

জামালপুর জেলা

১১৩. প্রোগ্রেস (একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা)
৩৩০, দেওয়ান পাড়া, জামালপুর সদর, জামালপুর
ফোন: (০৯৮১) ৬৩১১৬, ০১৭১-৩৫৬১২৪২
ইমেইল: progressmfi@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.progressbd.org

ময়মনসিংহ জেলা

১১৪. আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
স্বপ্ন কুটির, বাড়ি: জি/২৩, ভালুকা পৌরসভা, ময়মনসিংহ
ফোন: (০৯০২২) ৫৬২৬৮, ০১৭১৩-০৩১৫৫১
ইমেইল: aspadabd@yahoo.com
লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১৯৩, রোড: ১ (২য় তলা) (উত্তর)
নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬

১১৫. গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)
কানিজ মহল ১০২, ডিবি রোড
শেহরা মুন্সী বাড়ি, ময়মনসিংহ
ফোন: ০৯১-৬২৯৯৩, ০১৭৭৮-০৫৫৫৩৫
০১৭১৩-৫০৩৯৮২
ইমেইল: ngo-gramaus@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.gramausbd.org

১১৬. পরশমণি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
বগারবাজার, গ্রাম ও ডাকঘর: গুজিউম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১৬-০৮১২৭৪, ০১৭১৮-০২০৩৮৩৩
ইমেইল: porashmoni@gmail.com

নেত্রকোণা জেলা

১১৭. স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
শিবগঞ্জ রোড, নেত্রকোণা-২৪০০
ফোন: ০৯৫১-৬১৫৬৬, ০১৮৩৯-৯৭৪২০০
০১৮৩৯-৯৭৪২০২, ফ্যাক্স: ০৯৫১-৬১৭৬৬
ইমেইল: sabalambysus@yahoo.com

১১৮. শ্রম উন্নয়ন সংস্থা (সাস)
এনআই খান ভবন, মুক্তারপাড়া, নেত্রকোণা
ফোন: ০১৭১২-০০৬৮১৬
ইমেইল: dinakhan1@hotmail.com

খুলনা বিভাগ

বাগেরহাট জেলা

১১৯. শাপলাফুল
দশানি, বাগেরহাট- ৯৩০০
ফোন: (০৪৬৮) ৬৩৩২৭, ০১৭১১-৯৬৫৮২৯
ইমেইল: shaplaful04@yahoo.com
sfngo15@gmail.com

১২০. ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ভিডিএফ)
উপজেলা পরিষদ রোড
বড়াইখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট
ফোন: ০৪৬৫৬৫৬০০৮, ০১৭১৫-৫৪৮৬৬৭
ইমেইল: amirvdf@gmail.com

চুয়াডাঙ্গা জেলা

১২১. আত্মবিশ্বাস
বিশ্বাস টাওয়ার, সিনেমা হল পাড়া
চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা-৭২০০
ফোন: (০৭৬১) ৬৩৮২৮, ০১৭১৪-০৯০৪০২
ইমেইল: atmabiswas_ngo@yahoo.com

১২২. জনকল্যাণ সংস্থা (জেকেএস)
এতিমখানা রোড
চুয়াডাঙ্গা-৭২০০
ফোন: (০৭৬১) ৬২৭৯৭, ০১৯৬৬-৭৮৪৬৪৭
০১৭১২-৯২৭৪৫১, ০১৭১২-৯৩২১০৩
ইমেইল: jksbangladesh@yahoo.com
ওয়েব: www.jks-bd.org

১২৩. ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৩/১১, ব্লক: ডি
লালমাটিয়া, ঢাকা
ফোন: ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০, ০১৭১৩-৩৩৭৫৫৫
ইমেইল: info@wavefoundationbd.org
ওয়েবসাইট: www.wavefoundationbd.org

যশোর জেলা

১২৪. আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার
ঢাকা রোড, শেখ হাটি, যশোর-৭৪০০
ফোন: (০৪২১) ৬৮৮২০, ৬৮৮০৭, ০১৮৭৪-০৭৫১০১
ফ্যাক্স: ০৪২১-৬৮৮০৭, ইমেইল: addinjsr@gmail.com

ঢাকা অফিস
আদ-দ্বীন হাসপাতাল, ২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৫৩৩৯১-৩, ০১৭১১-৫৩২০৪৮
০১৭১১-৮২৭৯২২, ফ্যাক্স: ০২-৮৩১৭৩০৬
ইমেইল: addinjsr@gmail.com, info@ad-din.org
ওয়েবসাইট: www.ad-din.org

১২৫. অগ্রগতি
গ্রাম: কাকবন্ধাল, ডাকঘর: সারুটিয়া
কেশবপুর, যশোর-৭৪৫০
ফোন: ০১৭১১-৩৬১০১৭, ০১৭২২-৩৯৪৯০৩
ইমেইল: agragatibd@gmail.com

১২৬. বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন
রাজঘাট, নওয়াপাড়া পৌর এলাকা, অভয়নগর, যশোর
ফোন: ০২-৪২১৪৪২৮৫, ০১৭১৪-৩০৩৪৫৪
ইমেইল: bkfmfi@gmail.com, bkfmfi@yahoo.com

১২৭. জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
৪৬ মুজিব সড়ক, যশোর-৭৪০০
ফোন: (০৪২১) ৬৮৮২৩, ৬১৯৮৩, ০১৭১১-৮৯৯২৫৯
ফ্যাক্স: ৮৮-০৪২১-৬৮৮২৪,
ইমেইল: mfpjcf@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.jcf.org.bd

১২৮. রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)
আরআরএফ ভবন, সিএন্ডবি রোড, কারবালা
পোস্ট বক্স: ০৭, যশোর-৭৪০০
ফোন: ০৪২১-৬৬৯০৬, ০৪২১-৬৫৬৬৩
০৪২১-৬৮৪৫৭, ০১৭১৩-০০০৯২৬
ফ্যাক্স: ০৪২১-৬৮৫৪৬
ইমেইল: admin@rrf-bd.org, info@rrf-bd.org,
ওয়েবসাইট: www.rrf-bd.org

১২৯. সমাধান
সমাধান ভবন
উপজেলা রোড, কেশবপুর, যশোর-৭৪৫০
ফোন: (০৪২২৬) ৫৬৫৪৯, ০১৭১১-১৩১২৫০
ইমেইল: samadhan_rezaul@yahoo.com

১৩০. সেভিয়র
সেজান প্লাজা, পুলেরহাট, ছনছড়া, যশোর
ফোন: ০৪২১-৬৬৬২২, ০১৭১২-০৪০৭০০
ইমেইল: saviourjessore@gmail.com

১৩১. শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
২২/এ, মুজিব সড়ক, যশোর-৭৪০০
ফোন: ৮৮-০৪২১-৬৫১১৫, ০১৭১১-৪৮৯৮৮৩
ইমেইল: snf_mfp@yahoo.com
shishu_niloy@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.snf-bd.org

ঝিনাইদহ জেলা

১৩২. সৃজনী ফাউন্ডেশন
১১১, পবাহাটি রোড, পবাহাটি, ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন: ০৪৫১-৬২৭৯১, ৮০৬০৭২৫, ৮০১৬০৬৮
০১৯২২-৩৭৩০০০, ফ্যাক্স: ৮৮-০৪৫১-৬৩৩৪৬
ইমেইল: srijonyfoundation@gmail.com

লিয়াজোঁ অফিস
সৃজনী ভবন, প্লট: ৩, রোড: ১, ব্লক: এ
সেকশন: ২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৮০১৬০৬৬, ০১৬১১-২১৭৩২৪,
০১৯২৬-৮৮৮৫৮৮
ওয়েবসাইট: www.srijonyfoundation.org

১৩৩. রুরাল হেলথ এডুকেশন এন্ড ক্রেডিট অর্গানাইজেশন (রিকো)
বাদশাহ ভিলা, এইচএসএস রোড
মডার্ন টাউন মোড়, ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন: ৮৮-০৪৫১-৬২১৭৫, ০১৭১১-৫৭১৯৪২
০১৭১২-১৭৪২১৭
ইমেইল: rhecoorgnjh@gmail.com

খুলনা জেলা

১৩৪. ব্রিজ-বাংলাদেশ রুরাল ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফর গ্রাব-স্ট্রিট ইকোনমি
বাড়ি: ৭, রোড: ১১৩
খালিশপুর হাউজিং এস্টেট, খুলনা
ফোন: (০৪১) ৭৬০০৩৮, ০২-৯১৩৯৪২০
০১৭১১-৮০৭৭৪০
ইমেইল: maksudulalom71@gmail.com
bridge@khulna.bangla.net

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ৫৬০, রোড: ৮, বি/৫, বায়তুল আমান হাউজিং
সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১৩৯৪২০, ইমেইল: zhbali59@yahoo.com

১৩৫. নবলোক পরিষদ
বাড়ি: ১৬৩, রোড: ১১, নিরালা আ/এ, খুলনা-৯১০০
ফোন: (০৪১) ৭২০১৫৫, ০১৭৪৫-৮৮৪৪৮৮,
০১৭১১-৮৪০৯৫৭
ইমেইল: nabolok@nabolokbd.org, nabolok@khulna.net

১৩৬. প্রগতি সমাজকল্যাণ সংস্থা (পিএসএস)
গ্রাম: বরুনা, ডাকঘর: বরুনা বাজার
ডুমুরিয়া, খুলনা
লিয়াজোঁ অফিস
হাসপাতাল রোড, ডাকঘর: নোয়াপাড়া
অভয়নগর, যশোর
ফোন: ০১৭১৪-৬৬২৮৩৫, ০১৭২৭-৬৭৫৩০০
ইমেইল: progoti_khulna@yahoo.com

১৩৭. উন্নয়ন
বাড়ি: ৩৬৬, রোড: ১৯, নিরালা আ/এ, খুলনা-৯১০০
ফোন: (০৪১) ৭৩২৪৩৮, ০১৭১৫-৯১৫৫০৮
ইমেইল: unnayanngo@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.unnayan-bd.org

কুষ্টিয়া জেলা

১৩৮. অ্যাক্শন্ ফর হিউম্যান ডেভেলপ্মেন্ট অরগানাইজেশন (এ্যাডো)
বাড়ি: ৫৪৬ (৩য় তলা)
উপজেলা রোড, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১১-১৪৫৩৩৮, ০১৮৪৫-৯৮২৪৮০
ইমেইল: ahdo.kustia@gmail.com

১৩৯. দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা
দিশা টাওয়ার, উপজেলা মোড়
ঝিনাইদহ মহাসড়ক, কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: (০৭১) ৭৩৪০২, ৫৪০২৩, ০১৭১১-২১৭৬২৩
০১৭৬৭-৪২১৪৮২, ফ্যাক্স: ০১৭-৫৪০২৩
ইমেইল: imfo@desha.org.bd, desha_bd@yahoo.com

১৪০. কেপিইউএস (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা)
১৮/৫, ১নং মসজিদ বাড়ি লেন,
আরুয়াপাড়া, কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: ০৭১-৬২০৫৬, ০১৭১১-৩১০১২৬
ইমেইল: kpus_bd23@yahoo.com

১৪১. স্বেচ্ছাসেবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পিপাসা)
৪১/৩০, দাদাপুর রোড, মঙ্গলবাড়িয়া, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১৬-০৭৮৭৫৩
ইমেইল: pipasakus@yahoo.com

১৪২. সেতু
টিএন্ডটি কলোনি রোড, কোর্টপাড়া
পোস্ট বক্স: ১০, কুষ্টিয়া -৭০০০
ফোন: (০৭১) ৬২০২৯, ৬১৬১০
০১৭২০-৫০৭৬৩৬, ০১৭২০-৫০৭৭০০
ইমেইল: info@setubd.org
ওয়েবসাইট: www.setubd.org

১৪৩. শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি
বাড়ি: ২৭, বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ রোড
পশ্চিম মজমপুর, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১১-১১২৩২০
ইমেইল: shiropa_2011@yahoo.com,
shiropa2011@gmail.com

মাগুরা জেলা

১৪৪. রোভা ফাউন্ডেশন
৯১/১, স্টেডিয়াম পাড়া (পশ্চিম), মাগুরা
ফোন: ০৪৮৮-৬৩৪২২, ০১৭১১-৮০৭৩৫২
ইমেইল: rovafoundation@yahoo.com

মেহেরপুর জেলা

১৪৫. দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)
ফুলবাগান রোড, মুখার্জী পাড়া
ডাকঘর ও থানা: মেহেরপুর-৭১০০
ফোন: ৮৮-০৭৯১- ৬২৬২৯
০১৮১২-৯০৭৫৫৫, ০১৭২৭-০৫৯১১১
ইমেইল: dbsed.org@gmail.com

১৪৬. পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
বাঁশবাড়িয়া, ডাকঘর ও থানা: গাংনি
মেহেরপুর-৭১১০
ফোন: ০৭৯২২-৭৫০৪৬, ০১৭১১-২১৮৮১৯, ০১৭১২-২৭৯৪৬৭
ইমেইল: psksmeherpur@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.psks-gm.org

নড়াইল জেলা

১৪৭. নড়াইল আশার আলো ফাউন্ডেশন
রূপগঞ্জ বাজার, ভুয়াখালী, রতনগঞ্জ
নড়াইল-৭৫০১
ফোন: ০৪৮১-৬২৯১৫, ০১৭১১-৪৮৬১৯৫
ইমেইল: ashar_alo@yahoo.com
asharalonrl@gmail.com

সাতক্ষীরা জেলা

১৪৮. মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র
গ্রাম: পনিয়া, ডাকঘর: ওবায়দুরনগর
থানা: কালিগঞ্জ সদর, সাতক্ষীরা
ফোন: ০১৭১৫-৩৫০৭৬৬, ০১৭৯৯-০৫৮৩২০
ইমেইল: masukkaligonj@gmail.com

১৪৯. নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন
নওয়াবেঁকী বাজার, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
ফোন: ০১৭১১-২১৮১৯৭, ০১৭১১-৮৬৪৬০৪
ইমেইল: ngfbd1@yahoo.com

১৫০. সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)
ডাকঘর ও থানা: তালা, সাতক্ষীরা
ফোন: +৮৮-০৪৭২৭-৫৬২৫২, ০১৭১১-৮২৯৪৯২
ইমেইল: sus_ngo@yahoo.com

১৫১. উন্নয়ন প্রচেষ্টা
গ্রাম ও ডাকঘর: তালা, সাতক্ষীরা
ফোন: ০৪৭২৭-৫৬১৫৬, ০১৭১১-৪৫১৯০৮
ইমেইল: unnpro07@gmail.com

রাজশাহী বিভাগ

বগুড়া জেলা

১৫২. ফোকাস সোসাইটি
হাসপাতাল রোড, গাবতলী, বগুড়া-৫৮২০
ফোন: (০৫০২৫)-৭৫১১৫, ০১৭৩৩-৩৩১২৫৬
ইমেইল: focus_society@yahoo.com,
focussocietybd@gmail.com

১৫৩. গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)
বনানী, বগুড়া-৫৮০০
ফোন: ০৫১-৭৮২৬৪/৬৯৯৭৬, ০১৭১৪-০০৪০১৫
০১৭৩৩-৩৬৬৯৯৯
ইমেইল: gukbogra@yahoo.com
guk.bogra@gmail.com

১৫৪. নোবেল এডুকেশন এন্ড লিটারেরী সোসাইটি
নারুলী পশ্চিমপাড়া, সরাইকান্দী রোড, বগুড়া-৫৮২০
ফোন: ০১৭৬৭-৯৮২৯৯০, ০১৭২৮-৩৯৮৭৫০
ইমেইল: noblesociety23@gmail.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

১৫৫. প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি (পিএমইউএস)
বেলেপুকুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০
ফোন: ০৭৮১-৫১৫০১, ০১৭১৪-০২৯৪৮৪
ইমেইল: proyasbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.proyas.org

জয়পুরহাট জেলা

১৫৬. এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)
মাদ্রাসা রোড, হোল্ডিং নং: ৪৬৬, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: ০৫৭১-৬৩৫৬৯, ০১৮১৯-৭৮৪০০৮, ০১৭১১-৯৬৮৭৯৭
ইমেইল: asojoy@bttb.net.bd

১৫৭. জাকস ফাউন্ডেশন
সবুজনগর, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: ০৫৭১-৬২৯৮৪, ০১৭১১-০৬৩২১৬
ইমেইল: jakas.bd@gmail.com

১৫৮. জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম)
বাড়ি: ৪৭৬/১, চৌধুরীপাড়া
পূর্ব বাজার, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: (০৫৭১) ৬২০৩৮, ০১৭১৫-০২৪১৬৪
০১৭১৩-৪৪২৯০২, ০১৭১৩-৪৪২৯০৫
ফ্যাক্স: ০৮৮-০৫৭১-৫১০১৬
ইমেইল: jrdmngo95@gmail.com

নওগাঁ জেলা

১৫৯. বরেন্দ্রভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: মহিনগর, ডাকঘর: শুজাইল হাট
মহাদেবপুর, নওগাঁ
ফোন: ০১৭১০-০৬০৭৩৫
ইমেইল: bsdo.mohinagar86@gmail.com

১৬০. দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা
চকরামপুর, কাঁঠালতলী, সান্তাহার রোড, নওগাঁ-৬৫০০
ফোন: ৮৮০-৭৪১-৬২০৭২, ০১৭১৭-৫৪৮৫১৪
ইমেইল: dabi@rocketmail.com

১৬১. মৌসুমী
উকিলপাড়া, নওগাঁ
ফোন: (০৭৪১)-৬১১৩১, ০১৭১১-০৪৩৬৭০
ইমেইল: ranamousumi@yahoo.com

নাটোর জেলা

১৬২. এ্যাকসেস টুওয়ার্ডস লাইভলিহুড এন্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (আলো)
নীলাচল, বাড়ি: ৮১/১, হাজরা, নাটোর-৬৪০০
ফোন: ০৭৭১-৬১২৫৫, ০১৭৪০-৯৩৩৮৮৩
০১৭১১-৩৮৪২৯৮, ০১৭১৬-০৫৬১৪৬
ইমেইল: alwonat@gmail.com

১৬৩. আভা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
ডাকঘর.: গোপালপুর, উপজেলা: লালপুর, নাটোর
ফোন: ০১৭১১-৪৫৩৭৫৩
ইমেইল: avango2008@gmail.com

পাবনা জেলা

১৬৪. অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস (ওসাকা)
চক রামানন্দপুর, ঈশ্বরদী রোড
গাছপাড়া, পাবনা-৬৬০০
ফোন: ০১৭১২-৬৫১৬৩৬, ০১৫৫২-৩৮৯২৪৭
ইমেইল: osaca_pabna@yahoo.com
ওয়েবসাইট: osacabd.org

১৬৫. পাবনা প্রতিশ্রুতি
বাড়ি এ/৫, ব্লক- জে (আলিয়া মাদ্রাসার পূর্ব দিকে)
রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা-৬৬০০
ফোন: (০৭৩১) ৬৬১৯৯, ০১৭১১-১২৩৭০৯
০১৮৬৫-০৩৫৩৫১, ০১৭১১-৪৮৪২৯০
ইমেইল: protishruti@gmail.com

১৬৬. প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি)
রাধানগর, মক্তব মোড়, পাবনা
ফোন: ০৭৩১-৬৬৯৬৯, ০১৭১৬-৫৩৫০৮১
০১৭১৮-২৪৯৯৯২, ০১৭১১-৪৮৪২৯০
ইমেইল: pcdpabna17@yahoo.com
pcdpabna18@gmail.com

রাজশাহী জেলা

১৬৭. এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)
বাড়ি: ৪১, সাগরপাড়া
রাজশাহী- ৬১০০
ফোন: (০৭২১)-৭৭০৬৬০, ০১৭১১-৮১৯৫১৩
০১৭৬৮-৫৮৯৭২৬, ০১৭১৩-০৯৮২০০
ইমেইল: acdbd@yahoo.com

১৬৮. আশ্রয়
গ্রাম: পাকুরিয়া, ডাকঘর ও উপজেলা: পবা
রাজশাহী
ফোন: ০৭২১-৭৬০৫৪৫, ০১৭১১-৪২৭২১৯
০১৭১৩-৩৮৩২৮৮
ইমেইল: ashrai@librabd.net
ওয়েবসাইট: www.ashraibd.org

১৬৯. সেন্টার ফর এ্যাকশন রিসার্চ-বারিন্দ (কার্ব)
বাড়ি: ১৮৪, সেক্টর: ০৩,
উপশহর হাউজিং এস্টেট
সপুরা, রাজশাহী- ৬২৯০
ফোন: (০৭২১) ৭৬১৪০৭, ০১৭২০-৫০৭৬৭৬
ইমেইল: carbbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.carb-bd.info

১৭০. অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল এন্ড ইকোনমিকাল ডেভেলপমেন্ট (ওসেড)
গ্রাম: শ্রীপুর, ডাকঘর ও উপজেলা: বাগমারা, রাজশাহী
ফোন: ০১৭১২-২০৫৩৮৩
ইমেইল: shaiful.osed@gmail.com

১৭১. পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পিডিও)
নওহাটা, পবা, রাজশাহী- ৬২১৩
ফোন: ০৭২১-৮০০১৯০, ০১৭১১-৩১৮৬৬২
০১৫৫২-৩৯৯৩৩২
ইমেইল: pdoraj6213@yahoo.com

১৭২. সচেতন সোসাইটি
সুগন্ধা, বাড়ি: ২৪৫, ডাকঘর: সপুরা
থানা: বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন: (০৭২১) ৭৭১৬০২, ৮১২৫৬০, ০১৭১৩-১৯৫৪০০
ইমেইল: sachetanraj@yahoo.com, sachetanraj@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sachetansociety.com

১৭৩. শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
৩৭, ফিরোজাবাদ, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
ফোন: ০১৭১২-৭৭২৪৪৬
ইমেইল: shaplango_99@yahoo.com

১৭৪. শতফুল বাংলাদেশ
গ্রাম ও ডাকঘর: জাহানাবাদ, মোহনপুর, রাজশাহী
ফোন: ০১৭১১-০৬২৭৬৭, ০১৭১৩-১৯৫৩০২
ইমেইল: shataphool@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sp-bd.org

সিরাজগঞ্জ জেলা

১৭৫. মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)
গ্রাম: খাস বাড়া শিমুল
ডাকঘর: বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু পশ্চিম সাব
সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ- ৬৭০৩
ফোন: ০১৭১৩-০০২৮৫০, ০১৭২৮-৭০৫৯৮০
ইমেইল: hbaharmms@gmail.com

১৭৬. মডার্ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এমডিও)
গ্রাম: গুনেরগাতি
ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা: সিরাজগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৬-৩৭৮৭৮৯
ইমেইল: moderndo@gmail.com

লিয়াজোঁ অফিস
গ্রাম: মিরপুর বিরালাকুঠি
ডাকঘর ও উপজেলা: সিরাজগঞ্জ সদর
জেলা: সিরাজগঞ্জ

১৭৭. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)
এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি
শহীদ নগর, কামারখান্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩
ফোন: ০৭৫১-৬৩৮৭৭, ০১৭১৩-৩৮৩১০০
০১৭১৩-৩৮৩১১২, ফ্যাক্স: ০৭৫১-৬৩৮৭৭
ইমেইল: akhan_ndp@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ndpbd.org

১৭৮. প্রোগ্রামস ফর পিপল্‌স ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)
গ্রাম: শক্তিপুর, ডাকঘর ও থানা: শাহ্‌জাদপুর
সিরাজগঞ্জ-৬৭৭০
ফোন: ০৭৫২৭-৬৪৩৫২, ০১৭১৩-৪৪০২০০
ইমেইল: ppdshahzadpur@gmail.com

রংপুর বিভাগ

দিনাজপুর জেলা

১৭৯. আল ফালাহ্ আম উন্নয়ন সংস্থা (আফাউস)
গ্রাম ও ডাকঘর: রাজবটি
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর
ফোন: (০৫৩১) ৬৫২৬৪, ৫২৭৭১
০১৯১৯-১৮৮৪৪০, ০১৭৬২-৯৬১৩২৮
ইমেইল: afaus03@yahoo.com
afausbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.afaus-bd.org

১৮০. গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র
হলদিবাড়ী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭১৩-১৬৩৫০০, ০১৮৬৫-০৬৩৮০৪
ইমেইল: gbkpbt@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.gbk-bd.org

১৮১. মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র
বালুবাড়ি, দিনাজপুর- ৫২০০
ফোন: ০৫৩১- ৬৪৪৩৩, ০১৭১২-৬৩৯২৫৯
০১৭১৬-৮৮৪৮৫০, ০১৭৫১৪-৬৪৭৬৭
ইমেইল: mbskcom@bttb.net.bd
razia.mbsk@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.mbskbd.org

১৮২. পল্লীশ্রী
পল্লীশ্রী রোড
বালুবাড়ি, দিনাজপুর- ৫২০০
ফোন: (০৫৩১) ৬৫৯১৭, ০১৭১৩-৪৯১০০০
ইমেইল: pollisree@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.pollisree.org

১৮৩. কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)
গ্রাম: মনমঠপুর
ডাকঘর: চাকলাবাজার
পার্বতীপুর, দিনাজপুর- ৫২৫০
ফোন: (০৫৩১)-৮৯১১৪, ০১৭১২-০৪১৯১৫
ইমেইল: ctwdinaj08@gmail.com

গাইবান্ধা জেলা

১৮৪. গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
নশরাতপুর, পোস্ট বক্স: ১৪
গাইবান্ধা- ৫৭০০
ফোন: +৮৮-০৫৪১ ৫২৩১৫
০১৭১৩-৪৮৪৬০৪, ০১৭১৩-২০০৩৭১
ইমেইল: info@gukbd.net
ওয়েবসাইট: www.gukbd.net

১৮৫. এসকেএস ফাউন্ডেশন
কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহ
গাইবান্ধা- ৫৭০০
ফোন: (০৫৪১) ৫১৪০৮, ০১৭১৩-৪৮৪৪০০
০১৭১৩-৪৮৪৪০৪, ফ্যাক্স: +৮৮-০৫৪১-৫১৪৯২
ইমেইল: sks-poes2@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sks-bd.org

কুড়িগ্রাম জেলা

১৮৬. সলিডারিটি
নিউ টাউন, কুড়িগ্রাম- ৫৬০০
ফোন: (০৫৮১) ৬১২২২, ৬১৫৩২
৬১৪৮৫, ০১৭১৫-১৬৯৪৬৯
ইমেইল: solidarity_bd@yahoo.com

লালমনিরহাট জেলা

১৮৭. নজীর (নতুন জীবন রচি)
এয়ারপোর্ট রোড, হাড়িভাঙ্গা
লালমনিরহাট- ৫৫০০
ফোন: ০৫৯১-৬১২৫২, ০১৭১৫-৫৭২৩৭১
ইমেইল: nurul_nazir@hotmail.com

নীলফামারী জেলা

১৮৮. সেলফ-হেল্প এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)
নতুন বাবুপাড়া
সৈয়দপুর- ৫৩১০, নীলফামারী
ফোন: ০৫৫২৬-৭৩১৩৬, ০১৭১২-০৫৯১৪৮
ইমেইল: sharpsdp@yahoo.com

পঞ্চগড় জেলা

১৮৯. অনুভব
থানা পাড়া রোড
বোদা, পঞ্চগড়
ফোন: (০৫৬৫৩) ৫৬১৮০, ০১৭১২-৬৭৬৮৫৭
ইমেইল: anuvabboda857@gmail.com

১৯০. দৃষ্টিদান
থানাপাড়া, বোদা, পঞ্চগড়
ফোন: ০১৯১৯-৫৭০৯২২, ০১৭১৩-৭৮০৫৭০
ইমেইল: drishtidanboda@yahoo.com

১৯১. ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: ডুডুমারী, পঞ্চগড় সদর
পঞ্চগড়
ফোন: ০১৭১১-৪৫১৯৪৯
ইমেইল: nazim.bd.007@gmail.com

১৯২. সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
থানাপাড়া, বোদা
ডাকঘর: বোদা, পঞ্চগড়
ফোন: ০৫৬৫৩-৫৬২৭৪, ০১৭১৪-২২৯০৩৪
ইমেইল: ssdobd@yahoo.com

রংপুর জেলা

১৯৩. রুরাল ইকোনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দ্যা আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ)
রেসকিউ ভবন
হোল্ডিং নং: ০১৫৭-০১
দর্শনা, তাজহাট, রংপুর
ফোন: ০১৭১৫-৫০৭৩৯৪, ০১৭১২-৫০৭৬৩৩
ইমেইল: rescu_rangpur@yahoo.com

১৯৪. সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: জাহাঙ্গীরাবাদ হাট
ডাকঘর: জাহাঙ্গীরাবাদ
ভায়া: সাদুল্লাপুর
পীরগঞ্জ, রংপুর
ফোন: ০৫২২৭-৫৬০২২, ০১৭১১-৪১৯০৪৫
০১৮৩৯-৯৬৯৯৪৪
ইমেইল: ssusinfo@gmail.com

ঠাকুরগাঁও জেলা

১৯৫. ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
কলেজ পাড়া, ঠাকুরগাঁও- ৫১০০
ফোন: (০৫৬১) ৫২১৪৯, ০১৭১৩-১৪৯৩৩৩
০১৭১৩-১৪৯৩৪৪
ফ্যাক্স: ০৫৬১-৬১৫৯৯

লিয়াজোঁ অফিস
ইএসডিও হাউস, প্লট: ৭৪৮, রোড: ৮
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৮১৫৪৮৫৭, ০১৭১৩-১৪৯২৫৯
ইমেইল: esdobangladesh@hotmail.com
ওয়েবসাইট: esdo-bangladesh.org

সিলেট বিভাগ

হবিগঞ্জ জেলা

১৯৬. হবিগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা
১৮, মহিলা কলেজ রোড
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ- ৩৩০০
ফোন: ০৮৩১-৬২৩৯২, ০১৭১৫-৩৫৬৮৩৭
ইমেইল: hushabiganj@gmail.com

মৌলভীবাজার জেলা

১৯৭. পাতাকুড়ি সোসাইটি
মিলি মহল, রবার্ট হল রোড (ক্যাথলিক মিশন)
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার- ৩২১০
ফোন: ০৮৬২৬-৭২৯৪৮, ০১৭৩৩-৭৯৩১৮৮
০১৭৭৪-০০০৪০০
ইমেইল: patakurisociety@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.patakuri.org

১৯৮. পসবিদ উন্নয়ন সংস্থা
আহমেদ ভিলা
উত্তরা আবাসিক এলাকা
মৌলভীবাজার রোড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
ফোন: (০৮৬২৬) ৮৮৩১১, ০১৭১১-৮৯৯৬৪১
০৮৬২৬-৮৮৩১১

সিলেট জেলা

১৯৯. ভলান্টারি এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)
বাড়ি: ৪৪, রোড: ১৪, ব্লক-বি
শাহজালাল উপশহর
ডাকঘর: ১৭০, সিলেট- ৩১০০
ফোন: (০৮২১) ৭৬১৩৬৫, ৭৬১৬৭৬, ৭৬১৪৭৩
০১৭৫৫-৫৭৮৩৯১, ০১৭৩০-০৪৮৭২২

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ৫৫৪, রোড: ৯
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩৩৫৯০, ৯১২৪৪১০
ইমেইল: vardho@vardbd.org

* *৩১ আগস্ট, ২০১৯*

অন্যান্য সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা

১. **বাংলাদেশ রুরাল ইমপ্রুভমেন্ট ফাউন্ডেশন (ব্রীফ)**
হাজী নগর, গোয়ালদিঘি
খানসামা, দিনাজপুর

২. **শ্রমজীবী ও দুস্থ কল্যাণ সংস্থা**
গ্রাম: চাকলা, ডাকঘর: পুন্দুরিয়া-৬৬৮২
(ভায়া: কাশিনাথপুর), বেরা, পাবনা

৩. **রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আরডিও)**
থানা রোড
গ্রাম, ডাকঘর ও থানা: মুলাদি
বরিশাল

৪. **পল্লী ফরমেশন**
সার্কুলার রোড, মহাজন পট্টি
ভোলা- ৮৩০০

৫. **বোয়ালখালি প্রশিকা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা**
কলেজ রোড, কানুনগো পাড়া
বোয়ালখালি, চট্টগ্রাম

৬. **ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল (ডিসিআই)**
বাড়ি: ৫৫৭, রোড: ৯
বায়তুল আমান কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

৭. **ওসডার (অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ)**
২৪/২, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০

৮. **সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সেডস)**
জাতপুর
সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

৯. **এ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (আসাপ)**
আলমগীর হোসেন রোড
গাইতাল, কিশোরগঞ্জ

১০. **প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**
প্রশিকা ভবন
১/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর
ঢাকা-১২১৬

১১. **সমাজ কল্যাণ ও পল্লী উন্নয়ন সংঘ (এসপিইউএস)**
রূপসা, শিবালয়
মানিকগঞ্জ

১২. **গণ উন্নয়ন কমিটি (জিইউসি)**
গ্রাম: ওসমানপুর, ডাকঘর: বাঙ্গালপাড়া
থানা: অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ-২৩০০

১৩. **রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট (আরডিটি)**
থানা রোড, থানা: ত্রিশাল
ময়মনসিংহ

১৪. **সিন্ডিকেট (আর্থ-সামাজিক ও গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা)**
পায়ারকান্দি (পুরাতন বাস স্ট্যান্ড)
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

১৫. **টাঙ্গাইল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (টিএসইউএস)**
আশেকপুর
মেইন রোড, টাঙ্গাইল

১৬. **কনশাসনেস রেইজিং সেন্টার (সিআরসি)**
আরপপুর, চাকলাপাড়া (শহীদ অমৃতি বিদ্যাপীঠ)
ঝিনাইদহ- ৭৩০০

১৭. **সেবা**
গ্রাম: তেতুলিয়া, থানা: তালা
সাতক্ষীরা

১৮. **ছিন্নমূল মহিলা সমিতি**
পলাশবাড়ি রোড, গাইবান্ধা

১৯. **নিজপথ (নিরাশ্রয়ের জনতার পাশে থাকি)**
পাবনা রোড (আরনখোলা)
ঈশ্বরদী, পাবনা

২০. **আদর্শ সমাজ সেবা সংস্থা (এএসএসএস)**
মুসলিম মঞ্জিল, বাড়ি: ৬
আর কে মিশন রোড
ময়মনসিংহ

২১. **অন্বেষা ফাউন্ডেশন (এএফ)**
৩১/২, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০
ঢাকা-১২১৬

২২. **এসিসটেন্স ফর সোস্যাল অর্গানাইজেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এসোড)**
গাজী খুরশীদ বে ভবন
৮/৪-এ (১ম তলা), ব্লক-বি, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭

২৩. **অনন্য সমাজ কল্যাণ সংস্থা**
অনন্য সেন্টার
ঢাকা রোড
শালগাড়িয়া, পাবনা

২৪. **হ্যাবিটেড এন্ড ইকোনমি লিফটিং প্রোগ্রাম (হেল্প)**
প্লট: ৩৬, ৩৭ ও ৩৮
বিএসসিআইসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট
বাগেরহাট
ফোন: ০৪৬৮-৬২৬৩৪, ০১৭১১-১৫৫৭৫৯

২৫. **লাইফ এ্যাসোসিয়েশন**
গ্রাম: বাধাল
ডাকঘর: বাধাল বাজার
কচুয়া, বাগেরহাট-৯৩১১

২৬. **গণ কল্যাণ স্বাবলম্বী সংস্থা (জিকেএসএস)**
গ্রাম ও ডাকঘর: সাদুল্লাপুর
গাইবান্ধা- ৫৭১০

২৭. **গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন (জিকেএফ)**
কলেজ রোড
আলমনগর
রংপুর সদর, রংপুর

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮, ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org
ফেসবুক: www.facebook.com/PKSF.org